। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দশমঃ স্কন্ধঃ

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—<>—

শ্রীশুক উবাচ।

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীবাদরায়নিরুবাচ—কৃষ্ণে বনং যাতে [সতি] **তং অনু** (তেন সহ) দ্রুতচেতসঃ (বেগেন গতং চেতঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যঃ দুঃখেন বাসরান্ (দিনানি) নিন্যুঃ (যাপয়ামাসুঃ)।

১। **মূলানুবাদঃ** গোপীগণ পূর্ববর্ণন অনুসারে রাস রাত্রিতে নিজ কান্তের অঙ্গসঙ্গ লাভ করত সম্ভোগ রসে নিমগ্ন হয়েছিলেন। এখন দিনের বেলায় মনে মনে মাত্র তাঁর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর বেণুগান মাত্র পান করতে করতে বিরহ-রস-নিমগ্না হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ দিবসে বনে গেলে যাঁদের চিত্ত তাঁর সঙ্গে বনে চলে গেল, সেই গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করতে করতে অতিদুঃখে দিন যাপন করতে লাগলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** নন্বেবং শ্রীব্রজেন্দ্রকুমারেণ রাত্রিষু রাসক্রীড়াদিনা বহুধা রমিতানাং তাসাং দিবসেষু তদ্বিরহেণ মহদ্দুঃখং সম্ভাব্যত এব; উক্তং শ্রীপরাশরেণ—'স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ। যথাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥' ইতি অতস্তাবদ্দুঃখং বত তাভিঃ কথং নিস্তীর্ণমিত্যপেক্ষায়াং তাদৃশরজনীবর্গসম্ভোগং পোষয়িতুং দিনবর্গগতং বিপ্রলম্ভং বর্ণয়ন্ তৎকাল-ক্ষেপণহেতুং দর্শয়তি—গোপ্য ইতি। তমনু তেন সহ দ্রুতং বেগেন গতং চেতো যাসাং তাঃ; তং লক্ষ্যীকৃত্য শ্লথিতহৃদয়া ইতি বা তত্র তমনুদ্রুতচেতস্ত্বেন গৃহকৃত্যাদ্যুপরতির্দর্শিতা ॥

জয়তি ব্রজদেবীনামপূর্ব্বা মহিমাবলী।
যদালম্ব-লবাদেব তদ্গীতং ব্যাচিকীর্ষতি ॥

গোপ্য ঊচুঃ।

বামবাহু-কৃত-বামকপোলো
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥

ব্যোমযান-বনিতাঃ সহ সিদ্ধৈ-
র্বিস্মিতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ।
কাম-মার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৩ ॥

২-৩। **অন্বয়** ঃ গোপ্য ঊচুঃ—[হে] গোপ্যঃ! বামবাহু-কৃত-বামকপোলঃ বল্গিতভ্রুঃ মুকুন্দঃ যত্র (যদা) কোমলাঙ্গুলিভিঃ আশ্রিত মার্গং (আশ্রিতাঃ সপ্তস্বরছিদ্রানি যস্য তং) অধরার্পিত বেণুং ঈরয়তি (বাদয়তি)।

[তদা] ব্যোমযানবণিতাঃ সিদ্ধৈ (তদযানৈর্দেবৈঃ) সহ [বর্তমানা অপি] তৎ (মুকুন্দবেণুগীতং) উপাধার্য (শ্রুত্বা) [প্রথমং] বিস্মিতাঃ [ততঃ] কামমার্গণসমর্পিত চিত্তাঃ অপস্মৃত নীব্যঃ সলজ্জাঃ [সত্যঃ] কশ্মলঃ (মোহং) যযুঃ (প্রাপুঃ)।

২-৩। **মূলানুবাদ** ঃ এই যুগল শ্লোকে প্রথমেই গাইতে লাগলেন প্রাতঃকালীন একটি লীলা। প্রাতঃকালে ঘর থেকে বের হয়ে বনপথে কৃষ্ণ বেণু বাজাতে লাগলে গোপীদের একটি লীলা মনে পড়ে গেল—

উদ্দীপ্ত ভাববতী গোপীগণ নিকটস্থ সখীদের প্রতি বলতে লাগলেন—হে গোপীগণ! বামবাহুমূলে বামগাল স্থাপন করত ভ্রুযুগল নাচিয়ে মুকুন্দ যখন তাঁর কোমল অঙ্গুলি-আশ্রিত সপ্তস্বর-ছিদ্র বেণু অধরোপরি ন্যস্ত করে বাজাতে লাগলেন, তখন দিব্যরথ আরূঢ়া দেবীগণ নিজ নিজ পতির সঙ্গে থেকেও ঐ বেণুনাদ শুনে প্রথমে আশ্চর্য হয়ে থাকেন। অনন্তর কামশরে বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণেতে চিত্ত সমর্পণ করে থাকেন। অতঃপর লজ্জিত হয়ে পড়েন। লজ্জিত হলেও রথোপরি পড়ে যান মোহদশা প্রাপ্ত হয়ে। তাঁদের নীবী খুলে খুলে পড়ে যায়। যেখানে দেবীগণেরই এই অবস্থা, সেখানে আমাদের কথা আর বলবার কি আছে?

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার না হয় রাত্রি বেলায় রাসক্রীড়াদি দ্বারা গোপরমণীদের সহিত বহুপ্রকারে বিহার করলেন; কিন্তু দিনের বেলা তো কৃষ্ণবিরহে তাঁদের মহাদুঃখ হবারই কথা—শ্রীপরাশরও তাই বলেছেন, যথা— মধুসূদন গোপীদের সহিত রাতের বেলায় আলিঙ্গনাদি দানে এমন রমণ করলেন, যাতে দিনের বেলায় বিরহে তাঁদের একটি ক্ষণ হয়ে উঠল

কোটি বৎসরের মত।' অতএব হায় হায় এই দুঃখসাগর তারা কি করে পার হলেন ? — এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাদৃশ দিনবর্গগত সম্ভোগ পোষণের জন্য দিনবর্গগত বিপ্রলম্ভ বর্ণন করতে গিয়ে সেই কালক্ষেপনের উপায় দখাচ্ছেন—গোপ্য ইতি।

তমনুদ্রুতচেতসঃ— (কৃষ্ণ বনে গেলে) তাঁর সঙ্গে সবেগে চলে গেল যাঁদের চিত্ত, সেই গোপীগণ। অথবা, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত সেই গোপীগণ। এরূপ হওয়াতে তাঁদের গৃহকৃত্যাদির নিবৃত্তি হয়ে গেল, ইহাই দেখান হল এই বাক্যে।

ব্রজদেবীদের অপূর্ব মহিমাবলীর জয় হোক জয় হোক,
যা নামমাত্র আশ্রয় করতই তাঁদের গীত-বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি।'' জী°১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পঞ্চত্রিংশে বেণুগীত দ্বাদশ শ্লোক যুগ্মতঃ! বর্ণ্যতে যৎ প্রিয়াঃ পীত্বা বিরহির্ণ্যোঽনয়ন্ দিনম্॥ সম্ভোগশৈত্যং জ্যোৎস্নীষু বিচ্ছেদৌষ্ণ্যং দিনেষ্বদাৎ। প্রেমা তাভ্যঃ স্বপুষ্ট্যর্থং স্বয়ং তদ্দ্বিতয়াত্মকঃ॥ এবং রাত্রিষু গোপ্যঃ স্বকান্তেন সহ লব্ধাঙ্গসঙ্গা নৃত্যগীতনর্মাধরামৃতাদিকং পিবন্ত্যঃ সম্ভোগরসনিমগ্না বভূবুরিত্যুক্তম্। ইদানীং দিনেষু তেন সহ লব্ধমনোমাত্রসঙ্গাস্তদ্বেণুগানামৃতমাত্রং পিবন্ত্যো বিপ্রলম্ভরসনিমগ্না বভূবুরিত্যাহ,—গোপ্য ইতি। তং বনং গচ্ছন্তমনুলক্ষীকৃত্য দ্রুতানি বেগেন তে সহ চলিতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ ॥ ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ ৩৫ অধ্যায়ে ১২টি যুগল শ্লোকে যা বর্ণন করা হয়েছে, তা পান করতই বিরহিণী কৃষ্ণপ্রিয়াগণ দিনের সময় কাটিয়েছেন। প্রেমা নিজের পুষ্টির জন্য দুইভাবে ভাগ হয়ে ঐ প্রিয়াদের জ্যোৎস্না রাত্রিতে সম্ভোগ-শৈত্য ও দিনের বেলায় বিচ্ছেদ-ঔষ্ণ্য দান করেছে।

পূর্বে যা বর্ণন করা হয়েছে, সেইরূপে রাত্রিতে গোপীগণ নিজ কান্তের সহিত অঙ্গসঙ্গ লাভ করত নৃত্যগীত, নর্মালাপ ও অধরামৃত পান করতে করতে সম্ভোগ-রসে নিমগ্ন হলেন। এরূপ বলাই হয়েছে। এখন দিনে সেই দয়িতের সহিত মনে মনে মাত্র সঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর বেণুগান মাত্র পান করতে করতে বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহরস নিমগ্না হলেন গোপীরা। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, গোপ্য ইতি। **তমনুদ্রুতচেতসঃ**—কৃষ্ণ বনে যাচ্ছে, ইহা 'অনু' লক্ষ্যকরে গোপীদের মন দ্রুত তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল ॥ বি°১ ॥

২-৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ পরঃ কোটীনাং যূথশ একৈকশশ্চ ভিন্নানুভবভাবানামেকস্যাং সভায়াং দুর্ঘটযুগপৎ-সর্ব্বসমাবেশানামতএব ব্রজদেব্য ইতি তব সুতঃ সতীতি নানাসম্বোধনীয় জনানাং প্রতিদিনলীলাসামান্যবর্ণনপরাণাং সংক্ষেপেণ বাক্যসংগ্রহোঽয়মধ্যায় ইতি যদ্যপি ন মিথো বাক্যসঙ্গতিরপেক্ষা, তথাপি শ্রীমতা কবীন্দ্রেণ প্রাতরাদি-তত্তল্লীলাক্রমত এব তৎসংগ্রহঃ কৃত ইতি ক্বচিৎ দ্বিত্রাদিকমপি যুগলমেক-সভাগতমিতি চ সঙ্গতিঃ কর্ত্তব্যা। তত্র প্রতিনিয়তযুগলতয়া বর্ণনং, প্রতিযুগলঞ্চ লীলাতৎপোষ্যজনয়োঃ পূর্বাপরীভাবেনেত্যত্রৈবমভিপ্রযন্তি। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণলীলৈব কেবলং পুরুষার্থঃ, তৎপোষ্যজনস্তু তদনুগততয়ৈব, তথাপি তদ্যুগলতাং বিনা ন সুখলাভ ইত্যহো কষ্টমস্মাকমেব তাদৃশ্যাং

লীলায়াং প্রবেশো নাস্তীতি তদেবং গৃহান্নিঃসরণমারভ্য তত্রাগমনাবধি শ্রীভগবতো বন্যক্রীড়াঃ কদাচিৎ কাশ্চন কাশ্চিদনুভূয় যথাস্বং যথানুভবং গায়ন্ত্যস্তত্র চাদৌ প্রাতর্বহির্ভূয় বনবর্ত্মনি তেন বেণাবীরিতে সতি সিদ্ধবনিতানাং সায়ং গৃহং প্রবিষ্টং তমপশ্যন্তীনাং তদ্দিদৃক্ষয়া নক্তং ব্যোম্নি স্থিতানাং তদ্বাদ্যস্য তদ্বাদনমুদ্রয়া তদীয়সৌন্দর্য্যলীলাবিশেষস্য চ তাসাং ব্যোমযানত্বাদনাবৃতত্বেন প্রাগেবানুভবাৎ শ্রীভগবতশ্চ বামবাহুকৃত-বামকপোলত্বেন প্রায়ো বক্রোর্দ্ধদৃষ্টিভঙ্গিতয়া স্ববিষয়ক-তদ্দৃষ্টিমননাচ্চ প্রাধান্যতস্তাসামেব প্রেমমোহমাহুঃ —বামেতি যুগলেন। বাম-শব্দস্যার্থান্তরেণ মনোহরতা-ব্যঞ্জনাৎ স এব প্রযুক্তো, ন সব্যাদিশব্দঃ। বামবাহুকৃত-বামকপোলত্বেন শ্রীগ্রীবায়া ঈষৎপরিবর্ত্তনং, তির্য্যক্ত্বঞ্চ তথা বক্রোর্দ্ধাবলোকনং, তথা বেণু-বাদনেইভিনিবেশস্তথা সুপ্রসিদ্ধ-ত্রিভঙ্গ্যনুসারেণ শ্রীবামজঙ্ঘোপরি শ্রীদক্ষিণজঙ্ঘান্তস্য ন্যাসশ্চ জ্ঞেয়ঃ। বল্গিতভ্রুরিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্। দীর্ঘোইপি পাঠঃ ক্বচিৎ। অধরেইর্পিতো যো বেণুস্তম্ ; যদ্বা, অধরোইর্পিতো ন্যাস্তো যস্মিন্ দত্তো বা যস্মৈ স চাসৌ বেণুশ্চেতি বিগ্রহঃ তং, সদা তস্য সংযোগাভিপ্রায়েণ। ইদঞ্চ নিষ্ঠায়াঃ পূর্ব্বনিপাতাভাবার্থমাহিতাগ্ন্যাদৌ পঠনীয়ম্। বিম্বাদিরূপকাপ্রয়োগ আরুণ্যমাধুর্য্যগুণাস্ফূর্ত্তাবপি তৎসম্বন্ধমাত্রেণৈব বেণুবাদ্যস্য মোহনত্ববোধনায়, কিংবা, সদা বেণুসংসর্গেণ তস্মিন্নীর্য্যোদয়াৎ। 'অকর্ম্ম-কঠিনৌ হস্তৌ পাদৌ চাধ্বনি কোমলৌ' ইতি মহাপুরুষলক্ষণত্বেইপি কোমলেতি প্রয়োগঃ স্নেহেন অন্যাঙ্গাপেক্ষিক-কাঠিন্যাংশমনপেক্ষ্য বস্তুন্তরাপেক্ষিককোমল্যাংশস্ফূর্ত্তেঃ, তথা মাৎসর্যেণ তস্যাতিকঠিনমুরলী-স্পর্শানৌচিত্যাভিপ্রায়াৎ, অতোইস্মাসু কোমলাঙ্গীত্বেব তৎস্পর্শোইপি যুক্ত ইতি গূঢ়োইভিপ্রায়ঃ। এবং সহজমহাসৌন্দর্য্যময়স্যাপি তস্য বেণুবাদনে মুদ্রাবিশেষেণ সৌন্দর্য্যবিশেষো দর্শিতঃ। তেন চ বেণুবাদ্যস্য মহামোহনত্বমেবাভিপ্রেতম্। হে গোপ্য ইতি পরমবিদগ্ধাভিস্তত্তত্ত্বং যুষ্মাভিরেব বোদ্ধুং শক্যতে, ন-ত্বনৌজৈরিতি ভাবঃ। যত্র যদেতি বক্ষ্যমাণমোহপ্রাপ্তৌ ত্বৎকালজাতত্বং তস্যাং বেণীরবৈকহেতুত্বঞ্চ আবশ্যকত্বাদিকমপাদভিপ্রেতম্। এবমগ্রেইপি। ব্যোমযানং বিমানং, তদ্বনিতা দেব্যঃ, সিদ্ধৈস্তদ্যানৈর্দে-বৈরিত্যর্থঃ। অপূর্ব্বত্বাত্তৈরপি সহ বিস্মিতা বভূবুঃ, অতস্তৈঃ স্বপতিভির্মহদ্ভিশ্চ সহ বর্ত্তমানা অপি কামমার্গণৈঃ কর্ত্তৃভিঃ সমর্পিতং চিত্তম্, অর্থাৎ কৃষ্ণায় যাসাং তথাভূতা বভূবুঃ। ততঃ সলজ্জা বভূবুঃ, এবং লজ্জাবত্যোইপি তন্মার্গণেন মোহপর্য্যন্তাং দশাং প্রাপুঃ। যত্রাপস্মৃতা স্খলিতা অতিবিস্মৃতা নীব্যো যাভিস্তাদৃশ্যো বভূবুরিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, বিস্ময়ানন্তরং স্ত্রীস্বভাবেন কামোদয়াৎ সলজ্জা বভূবুঃ, ততশ্চ কামমার্গণৈঃ সমর্পিতং বলাদাচ্ছিদ্য শ্রীকৃষ্ণায়ার্পিতং চিত্তং যাসাং তথাভূতাঃ সত্যো মোহং যযুঃ। তত্রাস্তাং তাবন্মানসবিকারমাত্রে লজ্জা, যতস্তেষামগ্রতোইপস্মৃতনীবিকাশ্চাপি বভূবুরিত্যর্থঃ। অতো যত্র দেব্যোইপি মুহ্যন্তি, তত্র কা বয়মিতি ভাবঃ॥

২-৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** 'অথ' গোপীগীত ব্যাখ্যা আরম্ভে মঙ্গলসূচক ধ্বনি। গোপীদের কোট্যাধিক যূথ। প্রতি যূথের ভিন্ন ভিন্ন অনুভব। কাজেই একই সভাতে তাঁদের সকলের মিলিত হওয়া দুর্ঘট। কাজেই প্রতিদিন লীলা-সামান্য বর্ণনপর নানা সম্বোধনীয় জনদের বাক্যের সংক্ষেপ সংগ্রহ এই আধ্যায়ে যথা—মাতৃস্থানীয়াদের কোনও সভায় কোনও দিনের

কথা। 'হে ব্রজদেবি! তোমার বৎস নন্দনন্দন' ইত্যাদি—(১০/৩৫/২০) [এই শ্লোকের পাঠভেদ সম্বোধনে 'নন্দসূনুরনঘে!']। যদিও পরস্পর বাক্য সঙ্গতির কোনও অপেক্ষা নেই তা হলেও শ্রীশুকদেব প্রাতঃকাল থেকে সেই সেই লীলা ক্রমানুসারে সংগ্রহ করেছেন। কখনও দু-তিনটি যুগল শ্লোক একই সভাগত। এইরূপেই সঙ্গতি করণীয়।

দ্বাদশ যুগলাত্মক এই বেণুগীত। (চার লাইনে একটি শ্লোক, এইরূপ ৮ লাইলে একটি যুগল)। এখানে সব সময়েই যুগল রূপেই বর্ণন করা হয়েছে। প্রতি যুগলেই প্রথমে কৃষ্ণের বেণুবাদন লীলা বলবার পর তাঁর পোষ্যজনের কথা। পূর্বাপর ভাবে এইসব যুগল বিন্যস্ত করা হয়েছে। যদিও কৃষ্ণলীলাই কেবল সুখ, তার পোষ্যজনের কথা কৃষ্ণলীলার অনুগতভাবেই এসেছে, তথাপি এইরূপ যুগলভাবে বর্ণন বিনা সুখলাভ হয় না। অহো কষ্ট, অহো কষ্ট, দিনগত এই সব চিত্তচমৎকারী লীলাতে আমাদের প্রবেশ নেই—এইরূপ আপশোষ করতে করতে গোপীরা গাইতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণে ঘর থেকে বেরোনো থেকে ঘরে ফেরা পর্যন্ত বন্যলীলা, যা কেউ যথা কথঞ্চিৎ দেখেছেন বা অনুভব করেছেন। এই যুগল শ্লোকে প্রথমেই পূর্বের অনুভব থেকে গাইতে লাগলেন, প্রাতঃকালীন একটি লীলা। প্রাতঃকালে ঘর থেকে বের হয়ে বনপথে কৃষ্ণ বেণু বাজাতে লাগলে গোপীদের একটি লীল মনে পড়ে গেল, যথা—সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করলে তাঁকে দেখতে না পেয়ে আকাশবিহারিণী সিদ্ধ বনিতাগণ আকুল হন। অতঃপর তাঁকে দেখার ইচ্ছায় রাত্রিতে আকাশে এসে ভীড় করেন। অনাবৃত আকাশ বিহারিণী হওয়ায় সেই বেণুবাদ্যের বাদনমুদ্রার সহিত তদীয় সৌন্দর্যবিশেষের অনুভব প্রথমেই হওয়া হেতু, এবং কৃষ্ণের বামবাহুর উপর বামগাল ন্যস্ত থাকায় প্রায় বক্র-ঊর্ধ্বদৃষ্টি ভঙ্গীতে দাঁড়ানোয় প্রধান রূপে ঐ দৃষ্টি দেবীদের নিজের প্রতি কটাক্ষমানন হেতু তাঁদের যে প্রেমমোহ, তাই এখানে বলা হচ্ছে, যথা—বামেতি যুগল শ্লোকে।

বাম ইতি—বামবাহুর উপর বামগাল বিন্যস্ত হওয়ার গ্রীবার উপরের দিক ঈষৎ হেলায় ও বক্র হওয়ায়, তথা বক্রোর্ধ্ব অবলোকনে, তথা বেণুবাদনের অভিনিবেশে, তথা শ্রীবামজঙ্ঘার উপর দক্ষিণ জঙ্ঘার বিন্যাসে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়ানোতে, ভ্রুর নর্তনে অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকাশ হল। এইভাবে অধরে অর্পিত বেণু বাজাতে লাগলেন কৃষ্ণ। তখন দেবস্ত্রীগণ বিস্মিত হলেন ইত্যাদি। **অধরার্পিতবেণুম্**—অধরে অর্পিত যে বেণু, বা অধর ন্যস্ত যাতে সেই বেণু, বা অধর যাকে দত্ত হয়েছে সেই বেণুরূপ বিগ্রহ। বেণু ও অধরে সদা সংযোগ অভিপ্রায়ে এরূপ প্রয়োগ। কৃষ্ণ-অধরের অরুণিমা, মাধুর্য ও গুণের স্ফূর্তি না হলেও এর সম্বন্ধ মাত্রেই যে বেণুবাদ্যের মোহনত্ব স্ফূর্তি পায়, তা বুঝাবার জন্যই অধরের সহিত বিম্বাদি রূপক (উপমা) দেওয়া হল না। বা, সদা বেণু সসর্গ হেতু অধরের প্রতি ঈর্ষার উদয়, তাই মাধুর্য জ্ঞাপক রূপক দেওয়া হল না। **কোমলাঙ্গুলিভিঃ**—মহাপুরুষ কৃষ্ণের অঙ্গুলিকে কোমল বলা হল কেন? মহাপুরুষের লক্ষণ 'অকর্ম কঠিনৌ হস্তৌ' ইত্যাদি অনুসারে তো কঠিন' বললেই ঠিক হতো না-কি? এরই উত্তরে, এখানে 'কোমল' শব্দের প্রয়োগ

হয়েছে প্রীতিতে—অন্য অঙ্গের সহিত তুলনা-কালে এর কঠিন-অংশের অপেক্ষা না করে, শুধু কোমলতা অংশেরই স্ফূর্তি হেতু। তথা মাৎসর্যে তাঁর কোমল হস্তের অতি কঠিন মুরলীর স্পর্শ অনুচিত অভিপ্রায় হেতু! অতএব এখানে গূঢ় অভিপ্রায় আমাদের কোমল অঙ্গুলিতেই তাঁর কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ যুক্তিযুক্ত। এইরূপে স্বাভাবিক মহা সৌন্দর্যময় কৃষ্ণেরও মুদ্রাবিশেষের সহিত বেণুবাদনে যে সৌন্দর্যবিশেষের প্রকাশ পায়, তাই এখন পেল এখানে। আরও এর দ্বারা কৃষ্ণের বেণুবাদনের মহা-মোহনত্ব বলাই অভিপ্রায়। 'হে গোপীগণ' এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, পরম বিদগ্ধ তোমরাই বেণুবাদনের তত্ত্ব বুঝতে সমর্থ অন্যজন নয়, এরূপ ভাব। যত্র—যে কালে আকাশচারিণী দেবীদের বক্ষ্যমান মোহপ্রাপ্তি বিষয়ে সেই বিশেষ কালটিতে বেণুধ্বনিরূপ কারণের আবশ্যকাদিও বলাই এই 'যত্র' পদের অভিপ্রায়।

ব্যোমযান-বনিতাঃ—দিব্যরথ আরূঢ়া দেবীগণ **সহসিদ্ধৈঃ** ঐ রথারূঢ়া দেবতাগণের সহিত বিস্মিত হলেন, কারণ ঐ বেণুনাদ অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত। অতএব নিজপতি মহৎগণের সহিত বর্তমান থেকেও **কামমার্গ-সমর্পিত-চিত্তাঃ**— কামশরে বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণেতে চিত্ত সমর্পণ করেন। অতঃপর লজ্জিত হন। এইরূপে লজ্জানত হয়েও সেই রথোপরি মোহদশা পর্যন্ত প্রাপ্ত হন। **অপস্মৃত নিব্যঃ** —অতি বিস্মৃত নিবী খুলে খুলে পড়ে যায় তাঁদের। [শ্রীধর—বেণু শুনে প্রথমে বিস্মিত হন, পরে কামশরের কাছে চিত্ত সমর্পণ করেন অর্থাৎ কামবশ হন।] অথবা, বিস্ময়ের পর স্ত্রীস্বভাবে কামোদয় হেতু লজ্জানতা হন। অতঃপর **কামমার্গণ-সমর্পিত চিত্তাঃ**—মদনের শরজালের দ্বারা 'সমর্পিতং' বলাৎকারে গৃহীতা ও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত চিত্তা হন—এই অবস্থায় পড়ে তাঁরা মোহিত হন। এদের সম্বন্ধে তাবৎ মানস-বিকার মাত্রে লজ্জার কথা তো কিছুই নয়, এরপর তাঁদের কটিবস্ত্রের গ্রন্থি দিতেই ভুল হয়ে যায়। অতএব যেখানে দেবীগণ মোহপ্রাপ্ত হন, সেখানে ব্রজরমণী আমাদের কথা আর বলবার কি আছে? জী ২-৩॥

২-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ বৃন্দাবনে গাঃ সঞ্চার্য তত্রত্যতরুবল্লিখগমৃগাদীন্ নক্তন্তন স্ববিরহখিন্নান্ আশ্বাসয়ন্ স্বাগমনমাবেদয়িতুং যদা স্বস্ব বেণুনা কৃষ্ণঃ সঞ্জগৌ তদা তদাকর্ণনেনোদ্দীপ্ত-ভাবা গোপ্যঃ যূথস্থাঃ সখী প্রত্যাহুর্বামেত্যাদি দ্বাদশযুগলানি। হে গোপ্যঃ, বামবাহৌ বামবাহুমূলে কৃতঃ অর্পিতঃ বামকপোলো যেন সঃ। গীতস্যারোহাবরোহয়োর্গমকময়ীকরণং তেনৈব প্রকারেণ সম্ভবেৎ। তথৈব বামজঙ্ঘোপরি দক্ষিণজঙ্ঘাধস্তটন্যাসোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তেন ত্রিভঙ্গললিতস্তির্য্যগ্ গ্রীবস্ত্রৈলোক্যমোহন ইতি নামত্রয়ং প্রকটী বভূবেতি ভাবঃ। বল্গিতে নর্তিতে ভ্রুবৌ যেনেতি সুবলাদীন্ পুরস্থিতান্ গান-সৌষ্ঠবে অবধাপয়িতুমিতি ভাবঃ। হ্রস্বত্বমার্ষম্। অধরেঽর্পিতো নাস্তোঽধরায় দত্তো বা যো বেণুস্তং, যত্র যদা ঈরয়তি কীদৃশম্? কোমলাভিরন্যজনাঙ্গাপেক্ষয়া সুকুমারাভিঃ। "অকর্মকঠিনৌ হস্তৌ"বিতি সামুদ্রিকাৎ স্বাঙ্গাপেক্ষয়াত্বীষৎ কঠিনাভিরঙ্গুলীভিরাশ্রিতাঃ মার্গাঃ সপ্তস্বরচ্ছিদ্রাণি যস্য তম্। তদা ব্যোমযানানাং

সিদ্ধানাং বনিতাঃ সিদ্ধৈঃ স্বগতিভিঃ সহিতা অপি প্রথমং তদ্বেণীরণমুপধার্য আকর্ণ্য বিস্মিতা অহো! বেণুনাদস্যৈতাবন্মোহনত্বমননুভূতচরং যতোঽস্মান্ সাধ্বীরপি মোহয়তি অস্মান্ পুরুষানপি স্ত্রীভাব যুক্তীকৃত্য মোহয়তীতি প্রথমং বিস্ময়যুক্তাঃ। ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব সলজ্জা অস্মদ্ব্যভিচারমস্মৎপতয়ো বিতর্কয়েয়ুরিতি স্বস্বপতিভ্যঃ সকাশাৎ স্বস্বপত্নীভ্যশ্চ সকাশাৎ লজ্জাযুক্তা অভূবন্. ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব কামস্য মার্গণেভ্যঃ সমর্পিতানি দত্তানি চিত্তানি যাভিস্তাঃ। আয়াতান্ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ককামশরানালক্ষ্য ভোঃ শ্রীকৃষ্ণঃ. কামশরাঃ যুষ্মভ্যমেতান্যস্মচ্ছিত্তানি দত্তানি এতানি শীঘ্রং বিদ্ধী কুরুতঃ। অস্মাভিঃ পাতিব্রত্যায় জলাঞ্জলির্দত্তঃ। কৃষ্ণোঽস্মাভিঃ সহ কৃপয়া রমতামিতি তথাস্মাভিরপি স্বপুংস্ত্বং দেবত্বঞ্চ ত্যক্তং, কৃষ্ণোঽস্মান্ সদ্য এব স্বযোগবলেন গোপস্ত্রীকৃত্যাস্মাভিঃ সহ রমতামিতি সমর্পিতপদব্যঙ্গং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব কশ্মল কামশরপীড়য়া মোহং মূর্ছাং যযুঃ প্রাপুঃ। কশ্মলস্যানুভাবং সহৈবমাহুঃ। অপস্মৃতা ন স্মৃতা স্খলিতা অপি নীব্যো যাভিস্তাঃ। সিদ্ধৈস্তৈঃ সহৈব শিথিলিত বস্ত্রবন্ধ কেশবন্ধাদিকা বভূবুরিত্যর্থঃ। সমাসান্তাভাব আর্ষঃ। অকস্মাদ্দেবীনাং দেবানাঞ্চাপি যদ্যেতাদৃশ্যবস্থা তর্হি বয়ং মানুষ্যস্তত্রাপি গোপ্যস্তত্রাপ্যেকনগরাস্থাস্তত্রাপি লব্ধাঙ্গসঙ্গাঃ কথং তং বিনা স্থাস্যামস্তদুত্তিষ্ঠত সখ্যঃ, এতান্ দগ্ধমুখান্ পশ্যতোঽপি পতিশ্বশুরদীংস্তিরাস্কৃত্য কেনচিন্মিষেণ বৃন্দাবনং প্রবিশ্য প্রাণপ্রেষ্ঠেন সার্দ্ধং বিলসাম ইতি ধ্বনিঃ। প্রতিযুগলান্ত এবানুবর্তনীয়ঃ ॥ ২-৩ ॥

২-৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বৃন্দাবনে ধেনু চরাতে চরাতে, সেখানকার রাত্রিকালীন স্ববিরহখিন্ন তরু-লতা-পক্ষী মৃগাদিকে আশ্বাস দিতে দিতে নিজ আগমন জানাবার জন্য যখন নিজের বেণুতে কৃষ্ণ মধুর গান করতে লাগলেন, তখন সেই গান শুনে উদ্দীপ্ত ভাবসম্পন্ন গোপীগণ নিকটে উপস্থিত সখীর প্রতি বললেন—বামবাহু ইত্যাদি দ্বাদশ যুগল শ্লোক। হে গোপ্য! **বামবাহুকৃত-বামকপোল**—বাহবাহু মূলে 'কৃত' অর্পিত হয়েছে বামগাল যাঁর দ্বারা সেই কৃষ্ণ। —গীতের স্বরের উঠা-নামা-কম্পনময়ী করণ, এই প্রকারেই সম্ভব। তথা বামজঙ্ঘার (জঙ্ঘা—পায়ের গোড়ালি ও হাটুর মাঝামাঝি স্থান) উপরে দক্ষিণ জঙ্ঘার নীচের স্থান ন্যস্ত হয়েছিল তৎকালে, এরূপ বুঝে নিতে হবে—এর দ্বারা ত্রিভঙ্গ-ললিত-বক্রগ্রীব-ত্রৈলোক্য মোহন, এই নামত্রয় প্রকাশিত হল, এরূপ ভাব। **বল্গিতভ্রুঃ**—নর্তিত ভ্রুযুগল, ভ্রুযুগলের নাচন সম্মুখের সুবলাদির মনোযোগ গান-সৌষ্ঠবের দিকে আকর্ষণের জন্য, এরূপ ভাব। **অধরার্পিত বেণুম্**—যে বেণু অধরের উপর ন্যস্ত বা অধরকে দত্ত তাকে **যত্র**—যখন **ঈড়য়তি**—বাজালেন। কিরূপ বেণু? এরই উত্তরে, **কোমলাঙ্গুলিভিঃ**—অন্যজনের অঙ্গ অপেক্ষা সুকুমার—"অকর্মকঠিনৌ হস্তৌ" এই সামুদ্রিক অনুসারে নিজ অঙ্গ অপেক্ষা ঈষৎ কঠিন অঙ্গুলির **আশ্রিতাঃ**—সহায়তা প্রাপ্তা। **মার্গাঃ**—সপ্তস্বর ছিদ্রযুক্ত বেণু।

ব্যোমযান-বণিতাঃ—আকাশচারিণী সিদ্ধদের বণিতাগণ নিজ নিজ পতির সঙ্গে থেকেও সেই বেণুনাদ **উপাধার্য**—শুনে প্রথমে **বিস্মিতা**—আশ্চর্য হলেন, অহো! বেণুনাদের এতদূর

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং
হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মাত জনানাং
নর্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥ ৪ ॥

বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৫ ॥

৪-৫। **অন্বয়ঃ** হন্ত [হে] অবলাঃ ইদং চিত্রং (অদ্ভুতং) শৃণুত, হারহাসঃ (বলাকানাং ইব প্রকাশ যত্র তথাভূতে) উরসি (বক্ষসি) স্থিরবিদ্যুৎ (স্থিরা বিদ্যুদিব লক্ষ্মীর্যস্য সঃ) অয়ং নন্দসূনুঃ যর্হি আর্তজনানাং নর্মদঃ সন্ কূজিতবেণুঃ ভবতি।

[তদা] ব্রজবৃষা মৃগগাবো বৃন্দশঃ (প্রতিযূথং) আরাৎ (দূরাৎ) বেণুবাদ্যহৃতচেতসঃ দন্তদষ্টকবলাঃ [তে] ধৃতকর্ণাঃ (উন্নমিতাঃ কর্ণাঃ) [অতঃ] নিদ্রিতাঃ ইব লিখিত চিত্রং ইব [চ] আসন্।

৪-৫। **মূলানুবাদঃ** বিদগ্ধ শ্রেষ্ঠ দেববনিতাদের কথা আর কি, মূঢ় জন্তুদেরও মোহ উপস্থিত হয়, সেই কথা শোন, এরূপ অন্য একজন বললেন—হে অবলাগণ! হায় হায়, এ কথা অদ্ভুত থেকেও অদ্ভুত। শোন, বলাকা শ্রেণীর মতো শ্রীবৎসলাঞ্ছনে, আর স্থির বিদ্যুতোপম স্বর্ণরেখায় ভূষিত বক্ষদেশা কৃষ্ণ যখন বিরহার্ত জনদের সুখ দেওয়ার জন্য বেণু বাজাতে থাকেন, তখন ব্রজের বৃষ, মৃগ, গাভী ও অন্যান্য পশু সকল যূথে যূথে কান খাঁড়া করে দাঁড়ায়, দাতে কাঁটা মুখের গ্রাস মুখে নিয়েই। বেণুধ্বনিতে তাঁদের চিত্ত দূর থেকে অপহৃত হয়ে যায়। তারা যেন নিদ্রিত হয়ে পড়ে। পটে আঁকা ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোহনতা তো আগে আমাদের কোনও দিন অনুভূত হয় নি!

যেহেতু সাধ্বী হলেও আমাদিকে মোহিত করছে, আমাদের পতি এই পুরুষদেরও স্ত্রীভাব প্রাপ্ত করিয়ে মোহিত করছে। প্রথমে তাঁরা এইরূপে আশ্চর্য হলেন। অতঃপর **সিদ্ধ সহ**—সিদ্ধদের বনিতাগণ নিজ নিজ পতির সঙ্গে থেকেও লজ্জিতা হলেন,—এই ভেবে যে, আমাদের পতিগণ আমাদের ব্যভিচার নিয়ে সন্দেহ করছেন। আর পতিগণ নিজ নিজ বনিতার নিকট লজ্জিত হলেন, এই ভেবে যে, আমাদের পুরুষালি ভাব চলে গিয়ে আমাদের মধ্যে স্ত্রীভাব যে এসে গিয়েছে তা নিয়ে আমাদের পত্নীগণ সন্দেহ করছেন। **কাম-মার্গন-সমর্পিত চিত্তা**—অতঃপর বণিতাগণ নিজ নিজ পতির সহিত কামের শরের কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন। এখানে সমর্পিত পদের ব্যঞ্জনা এরূপ, যথা—ছুটে আসা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কামশর লক্ষ্য করে গোপীগণ বলছেন, হে শ্রীকৃষ্ণকামশর! আমাদিগ থেকে ছিঁড়ে দেওয়া এই চিত্তকে শীঘ্র বিদ্ধ কর। সিদ্ধ বনিতাগণ বলছেন, আমরা পতিব্রতাতে

জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাদের সহিত কৃষ্ণ রমণ করুক। তথা পতিগণ বলছেন, আমরাও আমাদের পুংভাব ও দেহভাব ছেড়ে দিয়েছি, কৃষ্ণ আমাদিকে নিজযোগবলে সদ্যই গোপীস্ত্রী করে নিয়ে আমাদের সহিত রমণ করুক।

অতঃপর বনিতাগণ পতিগণের সহিতই **কশ্মলং**—কাম-শিরপীড়ায় **মোহং**—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, কাম-শিরপীড়ার অনুভাবও দুপক্ষেই একই সঙ্গে প্রকাশ পেল। তাই বলা হচ্ছে, **অপস্মৃত নীব্যঃ**—বনিতা পক্ষে—কটি বস্ত্রের বন্ধন-রজ্জু খুলে গেলেও বুঝতে পারলেন না। এঁদের পতিগণের পক্ষে, তাঁদের বস্ত্রবন্ধ ও কেশবন্ধ খুলে যাচ্ছিল, তা বুঝতে পারেননি। দেবতাদেরই যদি এরূপ অবস্থা, তা হলে আমরা মনুষ্য, তার মধ্যেও আবার গোপী, তার মধ্যেও আবার এক নগরে বসবাসকারী, তার মধ্যেও আবার লব্ধ-সঙ্গা—আমরা কি করে তাকে বিনা থাকবো—উঠ সখীগণ, এই দগ্ধমুখ পতি-শ্বশুরাদি দেখতে থাকলেও, তাঁদের তিরস্কার করতে করতে কোনও ছলে বৃন্দাবনে প্রবেশ করত প্রাণপ্রেষ্ঠের সহিত বিহার করিগা, এরূপ ধ্বনি। প্রতি যুগল শ্লোক শেষেই এই ধ্বনি যোগ করতে হবে। বি°২-৩॥

৪-৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততো বনান্তিকং গচ্ছন্, সর্ব্বগোগোপালসঙ্কলনার্থং বন্যমৃগাদি-হর্ষণায় স্বানুব্রজ্যাকর শ্রীগোপাদীনাং সসান্ত্বনগৃহনিবর্ত্তনায় চ বেণুমবাদয়ৎ; তত্রাস্তামন্যেষাং বার্ত্তা. তস্যো-ভয়তো ব্রজবনয়োঃ স্থিতাঃ পশবোঽপি মুমুহুরিত্যাহুঃ—হন্তেতি। হৃদয়স্থবিস্ময়চমৎকারদ্যোতকং তথৈব সাক্ষাদ্বদন্তি—চিত্রমদ্ভুতম্। হে অবলা ইতি তচ্ছ্রবণেন প্রেমবিহ্বলতয়েন্দ্রিয়াদি-শক্তিরাহিত্যাভিপ্রায়েণ, অতএব শৃণুতেত্যবধাপয়ন্তি। স্থিরবিদ্যুদিতি—বক্ষঃস্থাং রেখারূপাং লক্ষ্মীমেবোৎপ্রেক্ষন্তে প্রসিদ্ধত্বাত্তু নানুবদন্তি। তত্র স্থিয়েতি চিত্রত্বে কারণম্, বিদ্যুত্ত্বেনোরসশ্চ ঘনত্ব ব্যঞ্জয়ন্তি। তস্যাশ্চ নায়িকাত্বমা-শঙ্ক্য তত্রাপি স্থিরত্বং বিভাব্য মাৎসর্য্যম্, তথাপি বিদ্যুদ্দমনসহযোগেন হারহাসয়োর্বলাকাত্বং, তাদৃশঘন-ত্বেন তাপহারিত্বঞ্চ। অতএব নন্দয়তি জগদিতি নন্দস্তস্য সূনুরিতি স্বভাবেনানন্দকত্বমুক্তম্। অতএবার্ত্তজনানাং গবাদীনাং মৃগাদীনাঞ্চানন্দদাতা। অয়মিত্যধুনৈব যো গৃহান্নির্গতঃ, স ইত্যর্থঃ, সাক্ষাৎ সর্ব্বৈরনুভূয়মান ইতি বা। কূজিতেত্যাদি কর্ম্মণি ক্তঃ। অন্যৈস্তৈঃ। যদ্বা, হারো মনোহরো হাসো যস্য সঃ, যদ্বা, যস্মিন্নুরসি। অন্যৎ সমানম্। ব্রজে যে নিরুধ্য পাল্যমানাঃ শকটবাহো বৃষাস্তে মৃগাঃ কৃষ্ণসারাঃ, তৎসম্বন্ধেন গাবো বনগামিন্যস্তদুপলক্ষেণত্বেনান্যেঽপি তত্তজ্জাতয়ঃ দন্তৈদষ্টা এব, হৃতচেতস্ত্বেন ন গীর্ণা ন চর্ব্বিতা নাপি ত্যক্তাঃ কবলাস্তৃনগ্রাসা যৈঃ, অতএব হৃতচেতস্ত্বেনেত্যত্র তস্যা মুরল্যাঃ শব্দান্তরোত্থানভয়েনেত্যুৎপ্রেক্ষম্। দন্তৈস্তৃণধারণে মোহভয়ান্না গায়েতি তন্নিবেদনব্যঞ্জনা চ। নিদ্রিতানা-মপি কিঞ্চিচ্চলনাদিকমপ্যস্তীতি তৎপরিহারার্থং দৃষ্টান্তান্তরমাহ লিখিতেতি। পটাদৌ লিখিতং বৃষা-দীনাং চিত্রমিব। লিখিতগ্রহণং লিখিতচিত্রস্যোৎকীর্ণচিত্রাচ্চমৎকারকরত্বাপেক্ষয়া, একত্বং সংঘট্টেনৈকতামিব গতা ইত্যপেক্ষয়া॥ জী°৪-৫॥

৪-৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অতঃপর বনের নিকট গিয়ে গোধন ও রাখাল সকলকে একত্র করার জন্য, বন্যমৃগাদিকে পুলকিত করার জন্য এবং নিজের পিছে পিছে আগমন-পর মাতাপিতা প্রভৃতি গোপীদের গৃহে ফিরাবার জন্য বেণুধ্বনি করলেন কৃষ্ণ। সেখানে অন্যের কথা থাকুক, তাঁর উভয় দিকের ব্রজবনে অবস্থিত পশু সকলও মূর্চ্ছা দশা প্রাপ্ত হল, ঐ বেণুনাদ শুনে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**হন্ত ইতি**। —এই 'হন্ত' শব্দটি হৃদয়ের বিস্ময়-চমৎকার দ্যোতক। সাক্ষাতেও সেইরূপই বলছেন, **চিত্রম্**—অদ্ভুত। **হে অবলা**—ঐ বেণুনাদ শ্রবণে প্রেমবিহ্বলতায় ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরহিত হয়ে পড়ল গোপীদের, এই আশয়েই এখানে তাঁদের 'অবলা' বলে সম্বোধন। অতএব **শৃণু**—শোন হে শোন, এরূপ বলে তাঁদের মনো-সংযোগ করালেন। **স্থিরবিদ্যুৎ**- কৃষ্ণ বক্ষে যে সোনার বরণ রেখারূপা লক্ষ্মী চিহ্ন, তার সঙ্গে উপমা দেওয়া হচ্ছে স্থির বিদ্যুতের—এই চিহ্ন কৃষ্ণ বক্ষে প্রসিদ্ধ হওয়া হেতু, এর নাম করা হয়নি এখানে। এই 'স্থির' শব্দটি অদ্ভুতত্বের কারণ —বিদ্যুৎ সদাই চঞ্চল, কিন্তু কৃষ্ণবক্ষ পেয়ে স্থির হয়ে গিয়েছে, তাই অদ্ভুত-বিদ্যুৎ উপমায় এই বক্ষ যে মেঘস্বরূপ, তাই প্রকাশ করা হল। এই বক্ষস্থ লক্ষ্মীর নায়িকাত্ব আশঙ্কা করে তার মধ্যেও আবার এই নায়িকা স্থায়ী ভাবে আলিঙ্গিতা এরূপ চিন্তা আসায় মাৎসর্য এসে গেল। তথাপি বিদ্যুৎ ও মেঘ সহযোগে **হারহাস**— শোভা হল বক্ষের। তথাপি বিদ্যুৎ ও মেঘ সহযোগে বক্ষের যে **হারহাস**— শোভা হল, তাই স্ফূর্তি পেল তাঁদের নিকট। 'হার' ও 'হাস' এই শব্দ দুটি বলাকার উপমাকেই সমীচীন বোধ করায়—এই বক্ষটি তাদৃশ 'মেঘ' হওয়া হেতু তাপহারীগুণে ভূষিত। [শ্রীসনাতন— 'হারহাস' মনোহর হাসি যাঁর সেই কৃষ্ণ। শ্রীবলদেব—যথায় বলাকাদের মতো 'হাস' শোভা তাদৃশ বক্ষ।] অতএব **নন্দসূনু**—নামের ব্যবহার এখানে। 'নন্দ' পদের বুৎপত্তিগত অর্থ জগতকে আনন্দ দান, এরূপ নন্দের পুত্র ইনি।— এইরূপে কৃষ্ণ-যে স্বভাবেই আনন্দদাতা, তাই বলা হল 'নন্দসূনু' পদে। অতএব **আর্তজনানাং**—বিরহার্ত গো প্রভৃতির ও মৃগাদির আনন্দদাতা। **অয়ম্**—এই যিনি এখনই ঘর থেকে বের হলেন সেই নন্দসূনু। বা, এই যিনি সকলের দ্বারাই সাক্ষাৎ অনুভূত। **কূজিতবেণু**—বেণু বাদনপর (নন্দসূনু)। [শ্রীস্বামিপাদ— **হারহাসঃ**— হারবৎ নির্মল শোভা যাঁর সেই কৃষ্ণ] অথবা, **হারহাসঃ**—মনোহর হাসি যাঁর সেই কৃষ্ণ, বা যাতে মনোহর শোভা সেই বক্ষ] **ব্রজবৃষা**—যে সকল গাড়ীটানা বলদ যাব দেওয়া অবস্থায় আছে। **মৃগাঃ** —কৃষ্ণসার মৃগ। **গাবো** যে সব গো সকলকে চরাতে নিয়ে চলেছেন—গো-মৃগ নাম করা হল উপলক্ষণে, এর দ্বারা সেই সেই জাতীয় অন্য সকলকেও বুঝান হল। **দন্তদষ্টকবলা**—দুপাটি দাঁতের মধ্যে তুলে নিলেও মুরলী-রবে মনটা চুরি যাওয়ায় সেই গ্রাস চিবানো আর হল না, ফেলে দেওয়াও হল না' মুরলীর রব বিনা অন্য শব্দ যাতে না উঠে, এই ভয়ে। আরও 'দাঁতে তৃণ ধরার' ব্যঞ্জনা হচ্ছে, বিনয় ও মূর্চ্ছার ভয়ে ব্রজের বৃষসকল বিনয়ের সহিত যেন নিবেদন করছে. আর মুরলী বাজিও না। **নিদ্রিত লিখিত**—ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়া জীবেরও তো শরীরে কিছু

সারা থাকে, তাই এ দৃষ্টান্ত ত্যাগের জন্য অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, 'লিখিত' ইতি—বস্ত্রাদি পটে আঁকা বৃষাদির ছবির মতো হয়ে পড়ল। পাথরে বা কাঠে খোঁদাই করা মূর্তি থেকে আঁকা ছবির চমৎকারিতা থাকায় 'ছবির মতো' বলা হল। জটলা পাকিয়ে থাকায় একের মতোই দেখাচ্ছিল বৃষসমূহকে, তাই ছবি সমূহ না বলে এক সংখ্যায় 'ছবি' বলা হল। জী°৪-৫॥

৪-৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দেববনিতানাং বিদগ্ধপ্রবরাণাং কা বার্তা মূঢ়জন্তূনামপি মোহং শৃণুতেত্যন্যা আহুঃ। হন্ত চিত্রমিত্যদ্ভুতাদপ্যদ্ভুতমিদমিত্যর্থঃ। হে অবলাঃ, ইতি স্ত্রীণাং যুষ্মাকং পাতিব্রত্যবলং কৃষ্ণেন প্রথমত এবাপহৃতমিতি ভাবঃ। হারাণাং বলাকানামিব হাসঃ প্রকাশো যত্র তথাভূতে উরসি মেঘোপমে স্থিরা বিদ্যুত্তত্রত্য লক্ষ্মীরেখৈব যস্যঃ সঃ। তেন বলাকা বিদ্যুদ্ভূষিতকৃষ্ণবক্ষো মেঘেনৈব ভবতীনাং পাতিব্রত্যনিদাঘো ধ্বংসিত ইতি ভাবঃ। অতএবায়ং আর্তজনানাং যুষ্মাকং নর্ম সর্বলোককর্তৃকমুপহাসং দদাতীতি সঃ। কদা যর্হি কূজিতবেণুর্ভবতি তদেত্যর্থঃ। বেণুনাদশ্রবণমাত্রেণ শিথিলনীবীকবরীকাঃ প্রাপ্তোন্মাদাঃ সর্বলোকহাস্যাস্পদীভূতা ভবতো ভবন্তীতি ভাবঃ। যুষ্মাকং ম'নুষীণাং কা বার্তা তির্যগ্‌জাতয়োঽপি বেণুনাদেন মূর্ছিতাঃ ক্রিয়ন্তে ইত্যাহুঃ,—বৃন্দশঃ প্রতিযূথমিত্যর্থঃ। ব্রজস্থা বৃষাঃ বনস্থাঃ মৃগা গাবশ্চ দন্তৈর্দষ্টাঃ কবলাস্তৃণগ্রাসা যৈস্তে ইতি তৃণেষু দন্তৈর্দষ্টেষু সৎসু তন্নিগিলনাৎ পূর্বমেব আরব্ধেন বেণুবাদ্যেনৈব বলাৎ কর্ণমার্গৈরেব দেহান্তঃ প্রবিষ্টং, নতু মুখমার্গেণ তৃণগ্রাসা দেহান্তঃ প্রবিষ্টাঃ; অতএব ধৃতা উত্তম্ভিতাঃ কর্ণা যৈস্তে। ততশ্চ তেন হৃতানি চিত্তানি যেষাং তে ইত্যত এব সর্বেন্দ্রিয় ব্যাপারা ভাবান্নাদ্রিতা ইব তত এব তৃণগ্রাসাস্তে দন্তদষ্টস্যানপগমাদ্ভূমাবপি ন পতিতা ইতি ভাবঃ। ততশ্চ প্রবলীভূতেন জাড্যসঞ্চারিণা জনিতে স্তম্ভাতিশয়ে সতি মূর্ছায়াঞ্চ সত্যাং শ্বাসস্যাপি প্রায় স্তব্ধীভাবাল্লিখিতচিত্রমিবেত্যুপমান্তরং দত্তং তত্রাপি লিখিতেত্যুৎকীর্ণ চিত্রাদপি লিখিতচিত্রস্য চমৎকারিত্বাশয় বিবক্ষয়োক্তম্। কেনাপ্যদ্ভুতচিত্রকরেণাকাশপটে লিখিতানি চিত্রাণীতি বিস্ময়রসো ধ্বনিতঃ। ॥ বি°৪-৫॥

৪-৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বিদগ্ধ শ্রেষ্ঠ দেববণিতাদের আর কথা কি, মূঢ় জন্তুদেরও মোহ উপস্থিত হয়, সেই কথা শোন, এইরূপ অন্য একজন বললেন - **হন্তচিত্রম্ ইতি**। — এ কথা অদ্ভুত থেকেও অদ্ভুত। **হে অবলাঃ**—এই সম্বোধনের ধ্বনি, স্ত্রীলোক তোমাদের 'পাতিব্রত্য বল' তো কৃষ্ণ প্রথমেই চুরি করে নিয়েছে। **হারহাসউরসি**— 'হার' বলাকাশ্রেণীর মতো 'হাস' শোভা যথায় তথাভূত মেঘোপম বক্ষে স্থিরবিদ্যুৎ উপমা লক্ষ্মীরেখা যাঁর সেই কৃষ্ণ। — এই কথার ভাব এরূপ, সেই বলাকা বিদ্যুৎ ভূষিত কৃষ্ণবক্ষ রূপ মেঘের দ্বারা হে গোপীগণ, তোমাদের পাতিব্রত্যরূপ নিদাঘ দূরীভূত হয়েছে। অতএব এই কৃষ্ণ তোমাদের **নর্মদঃ**—উপহাস দায়ী অর্থাৎ সর্বলোক কর্তৃক উপহাস দান করিয়ে থাকে। [শ্রীসনা—সুখ দেওয়ার জন্য।] কখন দান করিয়ে থাকে? এরই উত্তরে **কূজিত বেণুঃ**—যখন সে বেণু বাজাতে থাকে তখন। — এখানে কথার ভাব এরূপ—বেণুনাদ শ্রবণমাত্রে তোমাদের কটিবস্ত্রের বন্ধন রজ্জু শিথিল হয়ে গেল, তোমরা উন্মাদদশা লাভ করলে,

বর্হিণস্তবক-ধাতু-পলাশৈ-
বদ্ধমল্ল পরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ-
র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥

তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥ ৭ ॥

৬-৭। **অন্বয়ঃ** [হে] আলি (সখি) বর্হিণস্তবক-ধাতু-পলাশৈঃ (ময়ূরঃ তস্য পুচ্ছানি-গৈরিকাদয়শ্চ-পল্লবাশ্চ তৈঃ) বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ (বদ্ধশ্চাসৌ মল্লানাং পরিকরঃ তং অনুকরোতীতি তথা স) মুকুন্দঃ সবলঃ সগোপৈঃ কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) [বেণুনা] গাঃ সমাহ্বয়তি তর্হি (তদা) অনিলনীতং তৎপদাম্বুজরজঃ স্পৃহয়তি ইব সরিতঃ বয়ং ইব অবহুপুণ্যাঃ [যতঃ] ভগ্নগতয়ঃ প্রেম-বেপিত ভুজাঃ স্তিমিততাপঃ (নিশ্চলাঃ আপঃ যাসাং তাঃ ভবন্তি)।

৬-৭। **মূলানুবাদঃ** অন্য কোনও গোপী বললেন—বৃষ-মৃগাদি চেতনদের আর কি কথা, অচেতনদেরও-যে বেণুশ্রবণ হেতু স্তম্ভ হয়, তাই শোন—

হে সখি! সেই মুকুন্দ যখন ময়ূর পুচ্ছ গৈরিকাদি অঙ্গরাগ ও পল্লবে ভূষিত মল্লপরিকরদের অনুকরণ করত বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকলকে আহ্বান করেন, তখন অচেতন নদীসকলও অনুকূল বায়ুতে আনীত তদীয় চরণকমলরজ স্পৃহা করে থাকে। কিন্তু প্রাপ্তির অতৃপ্তিতে আমাদের মতোই অবহুপুণ্যা হয়ে পড়ে। এদের তরঙ্গমালা প্রেমে কাঁপতে থাকে। জাড্যবশতঃ শক্ত হয়ে গেলেও এরা পুনরায় গলে জল হয়ে যায়। আমাদেরও বাহুতে শিহরণ হয়। নেত্রজলে দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ায় নিশ্চল হয়ে যাই আমরা।

হাস্যাস্পদ হয়ে পড়লে সর্বলোকের। মানুষ তোমাদের আর কি কথা পশুপক্ষী ইত্যাদিকেও বেণু-নাদের দ্বারা মূর্ছিতা করে দিচ্ছে কৃষ্ণ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, বৃন্দশঃ—বৃষাদির প্রতি যূথ ব্রজবৃষা ইত্যাদি—ব্রজস্থ বৃষগণ, বনস্থ মৃগগণ ও ধেনু সকল **দন্তদষ্টকবলাঃ**—দাঁতে কেটে মুখে তুলে নেওয়া তৃণগ্রাস যুক্ত ব্রজবৃষাদি। — তৃণ দাঁতে কাটা হয়ে গেলে তা গেলার পূর্বেই আরব্ধ বেণুবাদ্য বলাৎকারে কর্ণদ্বারে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে যায়। তৃণগ্রাস কিন্তু মুখপথে দেহের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না, অতএব সেই অবস্থাতেই **ধৃতকর্ণা**—কান খাড়া করে থাকে। **বেণুবাদ্যহৃতচেতস**—অতঃপর সেই বেণুবাদ্যের দ্বারা বৃষাদির চিত্ত অপহৃত হয়ে যায়। — অতএব **নিদ্রিতা**—তাদের সর্বেন্দ্রিয় ব্যাপার ভাবাবেশে যেন নিদ্রিত হয়ে পড়ে। অতঃপরই তাদের মুখের তৃণ-গ্রাস মাটিতে

পড়ে গেল না, দন্তদষ্ট অবস্থা চলে না যাওয়ায়, এরূপ ভাব। অতঃপর **লিখিতচিত্রমিবাসন্**,— প্রবলীভূত 'জাড্য' নামক সঞ্চারী ভাবের প্রকোপে জড়তা প্রাপ্ত হয়। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। শ্বাসেরও প্রায় স্তব্ধতা উপস্থিত হয় – তাই চিত্রের মতো, এরূপ অন্য উপমা দেওয়া হল। এর মধ্যে আবার লিখিত বিশেষণটি দেওয়া হল, খোদাই করা চিত্র থেকেও লিখিত চিত্রের চমৎকারিতা বলার ইচ্ছায়—কোনও অদ্ভুত চিত্রকরের দ্বারা যেন আকাশ পটে অঙ্কিত চিত্র সকল, এইরূপে বিস্ময়রস ধ্বনিত হল। বি°৪-৫ ॥

৬-৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততো বনান্তঃপ্রবিষ্টস্য মল্লবেশোচিতবন্যভূষণৈর্ভূষিতস্য গবাদি-জলপানাদ্যপেক্ষয়া বিদূর-নদীক-সরোবরময়দেশগতস্য গো-সমাহ্বানার্থবেণুবাদ্যবিশেষান্নদীনামপি ভাববিশেষো-দয়েন মোহং সম্ভাবয়ন্তি—বর্হিণ ইতি। স বেণুবাদ্যবিশারদো মুকুন্দঃ কর্হিচিদগবাং প্রথমং পানসময়ে যত্র যদা সম্যক্ প্রীতিপূর্ব্বকং তত্তদ্বিচিত্রনামভির্হ্বয়তি, অপ্রধান এব সহার্থ-তৃতীয়াবিধানাৎ। শ্রীকৃষ্ণ-নাদপোষণার্থ এব শ্রীবলাদীনাং নাদো বোধ্যতে, তেন চ সরিতাং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ এব ভাবোদ্বোধো বাজ্যতে। সংহত্য নাদশ্চ তাসাং সর্ব্বাসামেব দূরগত্বাৎ, অতএব গা ইতি বহুত্বং, ততো দূরশ্রবণাৎ সরিত ইতি চ বক্ষ্যতে। আলি হে সখীতি সরিতাং তাদৃশভাবে বিশ্বাসার্থম্। যদ্বা, সখ্যেনৈব স্বসাদৃশ্যতস্তৎকথ্যত ইতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। অথবা বর্হিণ-শব্দেন কথঞ্চিদ্ বর্হমেবোচ্যতে। স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ, পলাশাঃ কোমলপত্রাণি, যদা হে গঙ্গে, হে যমুনে, হে সরস্বতীতি গঙ্গাদিনাম্নীর্গাঃ সমাহ্বতীতি মধুরতম-স্বকণ্ঠেনৈবাহ্বয়-তীতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। তদা সরিতো মাধুর্য্যো মানসগঙ্গা, যমুনা সরস্বত্যাদ্যাঃ প্রকারান্তর-প্রাপ্তযোগ্যতাং মননেনানিলমাত্র-প্রাপিতং রজ একমপি স্পৃহয়ন্ত্যো লক্ষ্যন্তে, 'স্পৃহেরীপ্সিতঃ' ইতি সম্প্রদানত্বেঽপি রজসঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তরীপ্সিততমং কর্ম্ম' ইতি স্মরণাদীপ্সিততমত্ব-বিবক্ষয়া। যতস্তৎস্পৃহাহেতোঃ স্তব্ধপ্রবাহতয়া ভগ্নগতয়ো লক্ষ্যন্তে। সরিত ইত্যন্বর্থতয়া সততপ্রবাহবত্যোঽপীত্যর্থঃ। ভগ্নগতয় ইতি শ্লেষেণ নিজপতি-সমুদ্রানুসরণভঙ্গেন লোকদ্বয়োপেক্ষোক্তা; অতস্তাদৃশ্যোঽতস্তদ্ প্রাপ্ত্যা বয়মিবাবহুপুণ্যা অপ্রচুরশুভাদৃষ্টা এব লক্ষ্যন্তে, অস্মাকমিব তাসামপি শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াশ্রয়-সজাতীয়বিজাতীয়গণভেদাসংখ্যত্বেন বিরলাবসরত্বাদিতি ভাবঃ। কিন্তু কেবলং প্রথমতঃ প্রেম্ণা তদ্রজঃপ্রাপ্তীচ্ছয়া বেপীতা ভুজাঃ প্রসারিতকরা ইব তরঙ্গা যাসাং তাদৃশ্যো লক্ষ্যন্তে, পশ্চাৎ স্তিমিতাপো নিস্তরঙ্গতয়া স্তব্ধসর্ব্বচেষ্টাশ্চ লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র গোপীনাং লোচনয়োঃ স্তিমিতজলত্বং সদা সার্দ্রত্বাৎ। যদ্বা, সরিংস্বপামঙ্গত্বাৎ স্বপক্ষে স্তিমিতাঙ্গ্য ইত্যর্থঃ, তদেতাবানুৎপ্রেক্ষাক্রমঃ বস্তুক্রমস্তু প্রথমং তাদৃশ শব্দ স্পর্শস্ততঃ প্রবাহস্তম্ভস্ততস্তরঙ্গমাত্রাবশেষ-চলনত্বং, ততস্তদ্রাহিত্যমপীতি। কিঞ্চোৎপ্রেক্ষাক্রম এবং জ্ঞেয়ঃ প্রথমং তচ্ছ্রবণং, ততো গতিভঙ্গঃ, ততস্তদ্বাদকালিঙ্গনেচ্ছয়া ভুজকম্পঃ, ততস্তদপ্রাপ্তিদুঃখেন স্তম্ভঃ, ততস্তাদৃশরজোমাত্রস্পৃহেতি। তদেবং তথা তথাভূতা অপি তন্মাত্রং স্পৃহয়ন্ত্য এব লক্ষ্যন্তে, ন তু প্রাপ্তবত্যঃ, অনিলানুকূল্যাৎ সুলভত্বাৎ। যতো বয়মিবাবহুপুণ্যা ইত্যন্বয়ো জ্ঞেয়ঃ। তদেবচেতনানামপ্যেবং বার্ত্তা, কো বা নামাস্মাকং দোষ ইতি ভাবঃ ॥ জী°৬-৭ ॥

৬-৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর বনের ভেতরে প্রবিষ্ট, মল্লবেশোচিত বন্যভূষণে ভূষিত কৃষ্ণ গাভী প্রভৃতিকে জলপানাদি করাবার জন্য অতি দূরবর্তী নদী-নালা-সরোবরময় স্থানে গিয়ে গাভীদের ডাকার জন্য বেণুতে এক বিশেষ ধ্বনি করলেন। এই বেণুনাদ শুনে নদীদেরও ভাববিশেষ উদয়ে মোহ জাত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— বর্হিণ ইতি। **স মুকুন্দঃ**—বেণুবাদ্যবিশারদ **মুকুন্দ কর্হিচিৎ**-গাভীদের প্রথম জলপান সময়ে **যত্র**—যদা **সমাহ্বয়তি**-সম্যক্ প্রীতিপূর্বক গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি বিচিত্র নাম ধরে ডাকলেন। বলরাম ও অন্যান্য গোপ বালকদের সহিত কৃষ্ণ বেণু বাজালেন। এ বিষয়ে প্রাধান্য থাকল কৃষ্ণেরই—কৃষ্ণের বেণুবাদনের পোষকরূপেই বলরামাদি বেণু বাজালেন। এই বেণু বাদ্যের দ্বারা নদীদের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ ভাবেরই উদ্গম হল, এরূপই ব্যঞ্জনা এখানে। কৃষ্ণ-বলরামাদি সকলের মিলিত বেণুধ্বনি হল— গাভীসকল দূরে দূরে চলে যাওয়া হেতু, অতএব 'গাঃ' বহু গাভীর কথাই বলা হল—অতঃপর দূরে শোনা যাওয়া হেতু নদীরাও শুনল, এরূপও বলা হল। **আলি**—হে সখি, এ সম্বোধনের দ্বারা এমন একটি ভাব প্রকাশ করা হল, যাতে নদীসকলের তাদৃশ মোহ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে অন্য সকলের। নদীগণের নিজ ভাব সাদৃশ্য থাকায় এই সখি সম্বোধন। আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদ। **বর্হিণঃ**—ময়ূর, এইশব্দে এখানে ময়ূর-পুচ্ছই লক্ষিত হয়েছে। **স্তবকাঃ**—পুষ্পগুচ্ছ, **পলাশাঃ**—কোমল পত্র। যদা **গাঃ সমাহ্বয়তি**— হে গঙ্গে, হে যমুনে, হে সরস্বতি, এইরূপে গঙ্গাদি নামক গাভীদের 'সম' মধুরতম স্বকণ্ঠে ডাকেন, ইহাই বিশেষ গাভীদের বেলায়, এরূপ বুঝতে হবে—তখন মথুরাদেশীয় মানসগঙ্গা, সরস্বতী যমুনাদি প্রকারান্তরে প্রাপ্তি বিষয়ে নিজেদের অযোগ্যতা মনন হেতু বাতাসে উড়ন্ত একটি চরণরজকণাও প্রাপ্তির অভিলাষ করে থাকে। যেহেতু **ভগ্নগতয়ঃ**—তাঁদের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়, তারা হয়ে যায় ভগ্নগতি—'নদী প্রকৃতিগত অর্থেই সদা প্রবাহবতী হওয়া সত্ত্বেও। শ্লেষে নিজপতি সমুদ্রের দিকে চলার বিরাম হয়—এই বাক্যে ইহকাল-পরকালের উপেক্ষা উক্ত হল। অতঃপর একটি রজকণাও অপ্রাপ্তি হেতু **বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ**—তাদৃশ নদী সকল আমাদের মতোই অপ্রচুর অদৃষ্টবতী বলে লক্ষিত হয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থল নদী সকলের কৃষ্ণ-সঙ্গের অবসরই বিরল, সজাতীয়-বিজাতীয় যূথ ভেদে অসংখ্য হওয়ায়, এরূপ ভাব। এরূপ হলেও **প্রেম্ণাবেপিতভুজাঃ**—এই নদীসকল কিন্তু প্রথমেই কেবল প্রেমাকুল হয়ে সেই রজপ্রাপ্তি ইচ্ছায় যেন হস্ত প্রসারিত করে দেয়, এরূপ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে, দেখাতো এরূপই যায়। অতঃপর লক্ষিত হয়, **স্তিমিতাপঃ**-নিস্তরঙ্গ হয়ে যাওয়ায় সকল চেষ্টা যেন থেমে যায় তাঁদের।

[স্বামিপাদ— **স্তিমিতাপঃ**—নিশ্চল হয়ে গেল 'আপং' জল যাদের সেই নদীসকল। গোপীপক্ষে, গোপীগণও নয়ন সম্বন্ধে 'স্তিমিত জলা' হল।] গোপীদের সদা আর্দ্র নয়নের জল জাড্যদশা প্রাপ্তিতে স্থির হয়ে গেল। নদীপক্ষে, জলই তাঁর অঙ্গ। গোপীপক্ষে, জল তার অঙ্গ সম্বন্ধীয়। নদীপক্ষে, উৎপ্রেক্ষা ক্রম—প্রথমে তাদৃশ মধুর বেণুনাদের স্পর্শ, অতঃপর প্রবাহের স্তম্ভ, অতঃপর তরঙ্গমাত্র-

অবশেষ কম্পন, অতঃপর ইহারও বিরতি। গোপীপক্ষে, উৎপ্রেক্ষা ক্রম—প্রথম বেণুগীত শ্রবণ, অতঃপর গতিভঙ্গ, অতঃপর কৃষ্ণের আলিঙ্গন ইচ্ছায় ভুজকম্প, অতঃপর কৃষ্ণ অপ্রাপ্তি দুঃখে স্তম্ভ। অতঃপর উভয়পক্ষেই, বায়ুচালিত রজমাত্র স্পৃহা। ব্রজরমণীগণ সেইরূপ সেইরূপ ভাববতী হয়েও শুধুমাত্র রজের স্পৃহাবতী হলেন, কিন্তু পেলেন না। কারণ শুধু বায়ুর আনুকূল্যেই উহা সুলভ হয়ে থাকে। তাই অতঃপর বলা হল **বয়মিব অবহুপুণ্যাঃ**— এই নদীসকলও আমাদের মতোই অপ্রচুর পুণ্যবতী—তাই বায়ুর আনুকূল্য লাভ হল না। এইরূপে দেখা যাচ্ছে, অচেতনদিগেরই এরূপ অবস্থা, আমাদের আর কি দোষ এরূপ ভাব। জী°৬-৭ ॥

৬-৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বৃষমৃগাদীনাং চেতনানাং কা বার্তা অচেতনানামপি বেণুশ্রবণ-হেতুকং স্তম্ভং শৃণুত্যেন্যা আহুঃ,—বর্হিণস্য ময়ূরস্য স্তবকাঃ পিচ্ছানি। যদ্বা, বর্হিণশব্দেনৈব বর্হিণঃ পিচ্ছানি লক্ষিতানি চ স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাশ্চ ধাতবো গৈরাকাদয়শ্চ পলাশানি পল্লবাশ্চ, তৈর্বদ্ধো যো মল্লানাং পরিবর্হঃ পরিকরস্তং বিড়ম্বয়তি অনুকরোতি, স্বশোভয়া উপহসতীতি বা সঃ। বলদেবসহিতঃ স মুকুন্দঃ গোপৈর্যুক্তঃ। গাঃ হিহী কালিন্দি, গঙ্গে, সরস্বতীতি তাসাং নামভির্যত্র যদা আহ্বয়তি তর্হি সরিতো যমুনা মানসগঙ্গা সরস্বত্যাদ্যাঃ সরিতো অন্যাশ্চ ব্রজস্থা অচেতনা অপি চেতনাং প্রাপ্য হন্ত হন্তাহো অস্মাকং ভাগ্যং যতঃ স্নানাবগাহনাদ্যার্থমস্মান্ আহ্বয়তি তদিতঃ স্বতীক্ষ্ণ প্রবাহেণ তটং ভিত্বা যাম ইতি কৃষ্ণপার্শ্বং যিযাসবোঽপি ভগ্নগতয়ঃ অত্যানন্দজাড্যেন স্বাভাবিকগতেরপি স্তম্ভাৎ বিগতপ্রবাহ এব ভবন্তীতি শেষঃ। শ্লেষেণ কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখপ্রাপ্ত্যভাবাদন্যানদী কৃতোপহাসাচ্চ ঐহিকী গতির্ভগ্না পাতিব্রত্যলোপাৎ পারলৌকিকী চ গতির্নষ্টা। অহো তাসামভাগ্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চিদ্ভাগ্য-ঞ্চাহুঃ. তস্য পদাম্বুজরজঃ অনিলনীতং অনুকূলপবনেনানীতং স্পৃহয়ন্ত্যঃ প্রাপ্যাপি তৃপ্ত্যভাবদেব পুনঃ পুনরিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অতো বয়মিব কৃষ্ণসঙ্গাদ্যপ্রাপ্তি প্রাপ্তিভ্যাং অবহুপুণ্যাঃ নাপ্যপুণ্যাঃ অল্পপুণ্যা ইত্যর্থঃ। প্রেম্ণা বেপিতা ভুজাস্তরঙ্গা যাসা তাঃ অস্মাকমপি ভুজাঃ প্রেম্ণা কম্পন্তে। স্তিমিতা জাড্যেন কঠিনীভূয়াপি পুনরার্দ্রীভূতা আপো যাসাং তাঃ ! বয়মপি নেত্রয়োস্তিমিতজলা জলৈঃ স্তিমিতা ভবামঃ আহিতাগ্ন্যাদিঃ। সমাসান্তাভাব আর্ষঃ। এবং বয়মপি পতিভ্রাত্রাদিভিঃ কৃষ্ণাভিসারবারণাৎ ভগ্নগতয়ঃ লোকোপহাসাৎ পাতিব্রত্যলোপাচ্চ ঐহিকপারলৌকিকগতিরহিতাশ্চ তদঙ্গসৌরভ্যস্পৃহাবত্যশ্চ। ॥ বি° ৬-৭ ॥

৬-৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বৃষমৃগাদি চেতনদের আর কি কথা অচেতনদেরও যে বেণু-শ্রবণ হেতু স্তম্ভ হয়, তাই শোন, এরূপ বললেন অন্য কোনও গোপী— **বর্হিণঃ**— ময়ূরের **স্তবকাঃ** পুচ্ছ, বা 'বর্হিণঃ' শব্দেই ময়ূরপুচ্ছ বুঝা যায়। সেক্ষেত্রে 'স্তবকা' শব্দে পুষ্পগুচ্ছ ; **ধাতু**— গৈরাকাদি অঙ্গরাগ, **পলাশ** - পল্লব। এত সব আভরণে **বদ্ধমল্লপরিবর্হ বিড়ম্ব**— ভূষিত যে মল্লদের পরিকর তাকে 'বিড়ম্ব' অনুকরণ করছেন বা নিজ শোভায় উপহাস করছেন যিনি সেই কৃষ্ণ **সবল** বলদেব সহিত **স মুকুন্দঃ**— সেই মুকুন্দ —সেই মুকুন্দ **গোপৈঃ**— গোপেদের সহিত মিলিত হয়ে।

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিত-বীর্য
আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো-গিরিতটেষু চরন্তী-
র্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥ ৮ ॥

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার-বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৯ ॥

৮ / ৯। **অন্বয়** ঃ অনুচরৈঃ (সদা সঙ্গিভিঃ গোপৈঃ) সমনুবর্ণিত বীর্য্যঃ অচলভূতিঃ (অচলা লক্ষ্মী যস্য সঃ) বনচরঃ (বনেষু চরণ্) সঃ (কৃষ্ণঃ) গিরিতটেষু চরন্তীঃ গাঃ যদা হি [এব] বেণুনা আহ্বয়তি।

[তদা] প্রণতভার - বিটপাঃ পুষ্পফলাঢ্যাঃ প্রেমহৃষ্টতনবঃ বনলতা তরবঃ [চ] আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ ইব মধুধারা ববৃষুঃ স্ম (বিস্ময়ে)।

৮ / ৯। **মূলানুবাদ** ঃ দেবতাস্বরূপ নদীদের কথা আর বলার কি আছে? অতিনিকৃষ্ট জড় বৃক্ষ-লতাদের বেণুশ্রবণ হেতু রসিকতা দেখ, এই আশয়ে অন্যদলের গোপীগণ বললেন—

সদাসঙ্গী গোপবালকদের দ্বারা সর্বাংশে, প্রেমবিশেষে ও উত্তমভাবে ক্রমান্বয়ে বর্ণিতবীর্য শ্রীকৃষ্ণ আদি নারায়ণের মতো অচল সম্পদশালী হয়েও বৃন্দাবনে ঘুরতে ঘুরতে গিরিতটে চরে বেড়ানো গোদের বেণুদ্বারা যখন আহ্বান করেন।

তখন পুষ্প-ফল-শাখার ভারে প্রণত রোমাঞ্চিত কলেবর বনের লতা-তরুসকল মনের মধ্যে স্ফূর্তি প্রাপ্ত বিষ্ণুকে যেন বাইরে জানাতে জানাতে অশ্রুতুল্য মকরন্দধারা মোচন করতে লাগল।

গাঃ সমাহ্বয়তি— হিহী কালিন্দি, গঙ্গে, সরস্বতি, এইরূপে গাভীদের নাম ধরে ধরে **যত্র**— যখন ডাকেন, **তর্হি** – তখন **সরিতো**— যমুনা, মানসগঙ্গা, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং ব্রজের অন্য অচেতন বস্তু সকলও চেতনা লাভ করত মনে মনে চিন্তা করে হায় হায় অহো আমাদের কি কপাল, যেহেতু স্নান অবগাহনাদি প্রয়োজনে কৃষ্ণ আমাদের ডাকছেন— অতএব নিজ তীক্ষ্ণ স্রোতের বেগে পার ভেঙ্গে তাঁর কাছে যাবো—এইরূপে কৃষ্ণপার্শ্বে যেতে ইচ্ছুক হয়েও **ভগ্নগতয়ঃ**—ভগ্নগতি হয়— অতিশয় আনন্দ-জাড্য বশতঃ স্বাভাবিক গতিরও স্তম্ভ হেতু বিগত-স্রোত হয়ে পড়ে এরূপ ভাব। অর্থান্তরে 'ভগ্নগতয়'—কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গসুখ-প্রাপ্তি অভাব হেতু ও অন্য নদীকৃত উপহাস হেতু ইহকালের গতি নষ্ট, আর পাতিব্রত্য লোপ হেতু পরকালের গতিও নষ্ট হয়। অহো এই নদীদের কি অভাগ্য, এরূপ ভাব।

কিঞ্চিৎ ভাগ্যও দেখা যায়, তাই বলা হচ্ছে— অনুকূল বাতাসে আনিত কৃষ্ণের পদ কমল-রজ স্পৃহা করে থাকে— পেয়েও তৃপ্তি অভাবে পুনঃ পুনঃ পেতে ইচ্ছা করে—অতএব আমাদের মতো কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গাদি কভু অপ্রাপ্তি কভু প্রাপ্তি হেতু **অবহুপুণ্যাঃ**— একেবারে অপুণ্য যে তাও নয়

অর্থাৎ অল্পপুণ্যাঃ। **প্রেমবেপিতভুজাঃ**— প্রেমে কম্পিত তরঙ্গা নদীসকল। আমাদেরও বাহু প্রেমে কাঁপতে থাকে। **স্তিমিতাপঃ**—এই নদী সকলের জল জাড্যবশতঃ শক্ত হয়ে গেলেও পুনরায় গলে জল হয়ে যায়— আমরাও স্তিমিত জলা অর্থাৎ নেত্র জলের দ্বারা দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ায় নিশ্চলা হয়ে পড়ি। এবং আমরাও পতি ও মাতাদির কৃষ্ণাভিসার-বারণ হেতু 'ভগ্নগতি' হয়ে পড়ি— লোকের উপহাস ও পাতিব্রত্য লোপ হেতু ঐহিক-পারলৌকিক গতি রহিত্য ও তদঙ্গ সৌরভ্য স্পৃহাবতী হই ॥ বি° ৬-৭ ॥

৮ / ৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততো গাঃ পায়য়িত্বা স্বয়মপি চ পীত্বা তাভিঃ সহ সুতরুচ্ছায়াং পর্বতভূমিমবগাহ্য দত্তস্বাচ্ছন্দ্যাস্তাশ্চারয়ংস্তত্র তত্র নিজচরিতময়ং সখিগীতং শৃণ্বন্নবধানেন দূরগতাস্তাঃ স্বয়মেব রেণুনাজুহাব, যত্র চ তত্রাস্তাং স্ব স্বাধিষ্ঠাতৃরূপেণ পরমদেবীনাং নদীনাং বার্ত্তা তথান্যেষাং তত্রত্যানাং জঙ্গমজাতীনাম্, অহো স্থাবরজাতীনামপ্যেতাদৃশত্বমিত্যাহুঃ—অন্বিতি। অনুচরৈঃ সদা সঙ্গিভির্গৈপৈরিতি প্রণয়বিশেষোঽপি দর্শিতঃ। অতএব সমিতি সম্যক্ত্বয়া সর্বাংশতঃ প্রেম বিশেষতশ্চোত্তমপ্রকারেণেত্যর্থঃ। অন্বিত্যনুক্রমেণ ব্যঞ্জিতম তাপিত্রাদিস্নেহানুবন্ধেন জন্মাদিলীলাপ্রবন্ধনেত্যের্থঃ। যদ্বা, সহভাবেন, সর্বৈর্মিলিত্বা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তৎসমীপবর্ত্তিত্বেন প্রত্যেক-স্বস্ববৈদগ্ধীজ্ঞাপনপূর্বকত্বেনেতার্থঃ। তাদৃশতয়া বর্ণিত সকৌতুকং রস-ভাবালঙ্কারগান-তালাভিনয়নাদিপ্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতং বীর্যং তত্তৎপ্রভাবময়ং চরিতং যস্য সঃ। অসাধারণ এব চাসাবিত্যাহুঃ—আদীতি ; যদ্বা, আদিপুরুষঃ আদিনারায়ণো যথা তথৈবাচলশ্রীরপি বনচর ইত্যাদিনান্বয়ঃ। তেন চ পরমবিনোদিত্বাদিকমুক্তম্। দৃষ্টান্তশ্চ তাদৃশত্বনিশ্চয়ার্থঃ। সর্বোত্তমায়ানপি তস্যৈবাদিপুরুষতায়ামিব-শব্দ প্রয়োগস্তাসাং তাদৃশকেবলতন্মাধুর্য্যময়ভাববিশেষস্বভাবেনানুসন্ধানাৎ। অচল-শ্রীত্বনির্দেশস্তু তস্য চ্যুতিরহিতোদিত্বরাসমোদ্ধ'স্বাভাবিক-তত্তৎ-সম্পদনুভাবাৎ। এতদচলভূতিত্বমেবোত্তরোত্তরং দর্শয়িষ্যতে। বনচরঃ বনেষু চরন্নিত্যর্থঃ। ইতি গবামদৃশ্যতা সূচিতা। বস্তুতস্তু নিত্যবৃন্দাবনবিহার্য্যেব সন্নচলবিভূতিরিত্যর্থঃ। গিরিতটেষু বিষমপ্রদেশেষু চরন্তীরিতি পরিশ্রান্তিঃ সূচিতা। অতএব বেণুনাদেনৈব সমাহ্বয়তি—স গোপচূড়ামণির্বিচিত্র - তদাহ্বানচতুর ইত্যর্থঃ। হি এব যদৈব বনেতি সপ্তম্যা লুক্ ছান্দসঃ, তদা বনে যাবত্যো লতাস্তাঃ সর্ব্বা অপীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ বন্যত্বাত্তত্রাপি লতাত্বাবৈদগ্ধ্যাদিরহিতা অপীত্যুক্তম্। তথা বনে যাবন্তস্তরবস্তাবন্তশ্চ। তত্র লিঙ্গ-ব্যত্যয়েন ব্যঞ্জয়ন্ত ইতি। বোদ্ধব্যম্। লতানামাদৌ নির্দেশঃ স্ত্রীত্বেন স্বতুল্যভাবপ্রাধান্যবিবক্ষয়া। বিষ্ণুমিতি সর্বত্র স্ফুরদ্রূপত্বাদ্ব্যপকত্বেন প্রবেশশীলত্বেন বা বর্ত্তমানতয়া শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ।তমাত্মনি স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যো বোধয়ন্ত্য ইবেতি ভাবপরবশচেষ্টয়ৈব ব্যঞ্জনেন স্বয়মেব দৃষ্টান্তগর্ভশ্লেষেণ বিষ্ণুং শ্রীনারায়ণমিব তমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্ত ব্যঞ্জনা চ আদিপুরুষ ইবেত্যুক্তঃ স্পষ্টীকরণায়। তত্র দৃষ্টান্তপক্ষে লতা তরবঃ স্ত্রী-পুরুষজাতয়ঃ পুষ্পফলাঢ্যাঃ। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা' (শ্রীভা ৫।১৮।১২) ইতি, 'সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা' (শ্রীভা ১১।২০।৩৩) ইতি চ প্রমাণেন সর্বসাধনসাধ্যসম্পন্নাঃ, তথাপি প্রণতভারবিটপা নেমুর্নিরীক্ষ্য পরিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ ইতি চতুঃসনাদিবন্নম্রাঃ মধুধারা অশ্রূণি দার্ষ্টান্তিকপক্ষে লতাতরুত্বাদি-মিষেণ তত্তদ্রূপা ইত্যর্থঃ। তত্রাঙ্কুরোদ্ভেদমিষেণ হৃষ্টতনবঃ। তত্তচ্চ 'অস্পন্দনং, গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্'

ইত্যাদিভিঃ (শ্রীভা ১০।২১।১৯) শ্রীগোকুলে প্রসিদ্ধমেব, প্রেমবাপ্যেতি পক্ষদ্বয়েঽপি সর্বত্র সম্বন্ধনীয়ম্। সমাসপ্রবিষ্টস্যাপি বা প্রেম-শব্দস্যার্থবশাদন্যত্র সম্বন্ধঃ। ববৃষুর্নিরন্তরং বহুশোঽমুঞ্চন্, সসৃজুরিতি সার্বত্রিক-মূল-পাঠে অপূর্বত্বেন প্রবর্ত্তয়ামাসুঃ। যদ্বা, মধুনো ধারা যাসু তথাভূতাঃ সত্যঃ প্রেম সসৃজুঃ। সার্বত্রিকেষু চ লোকেষু স্ববৃত্তান্তেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিস্তারয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তদেবমুভয়ত্র বিষ্ণুত্বং তদ্ব্যক্তিচিহ্নানি চ ব্যাখ্যাতানি ॥ জী° ৮-৯ ॥

৮/৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতপরঃ ধেনুসকলকে জল পান করিয়ে ও নিজেও পান করে তাদের নিয়ে সুন্দর তরুছায়াময় পর্বতভূমিতে প্রবেশ করলেন। ধেনুদের স্বচ্ছন্দে সেই সেইস্থানে চরতে দিয়ে কৃষ্ণ শুনতে লাগলেন নিজ চরিতময় গান সখাদের মুখে। এই গান শুনতে শুনতে তিনি একটু আনমনা হয়ে গেলেন, এদিকে ধেনুগণ চরতে চরতে দূরে চলে গেল। কৃষ্ণ নিজই তখন বেণুতে তাদের ডাকতে লাগলেন। যখন এই বেণুধ্বনি হল, তখন স্থাবরজঙ্গমের কি অবস্থা হল, তাই বর্ণিত হচ্ছে। নিজ নিজ অধিষ্ঠাতৃরূপে পরমদেবী নদীদের কথা থাক-না, উহা বলবার ভাষা নেই, আর সেই স্থানের অন্য জীবজন্তুদের কথাই-বা আর বলবার কি আছে—অহো কি আশ্চর্য অবস্থাই - না হল সেখানকার স্থাবর জাতীয় বৃক্ষাদিরও—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**অনুচরৈঃ**—সদা সঙ্গী গোপবালকগণের দ্বারা (বর্ণিতবীর্য), এই বাক্যে এই বালকদের প্রনয়বিশেষ দর্শিত হল। **সমনুবর্ণিত-বীর্য** [সম্ + অনু + বর্ণিত] 'সম্' সম্যকপ্রকারে অর্থাৎ সর্বাংশ রূপে ও প্রেম-বিশেষ ভাবে ও উত্তমপ্রকারে 'অনু' ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত — মাতাপিতাদির স্নেহ প্রসঙ্গে, বা জন্মাদি লীলা প্রবন্ধে। অথবা, 'অনু' সবাই একসঙ্গে মিলে। অথবা, 'অনু' নিকটস্থ সখা প্রত্যেকে এককভাবে নিজ নিজ বৈদগ্ধী জ্ঞাপন পূর্বক 'বর্ণিতবীর্য'—রস-ভাব-অলঙ্কারে গীতছন্দে, তাল অভিনয়াদি প্রাচুর্যের সহিত সকৌতুকে প্রস্তুত **বীর্য**—সেই সেই প্রভাবময় চরিত (কৃষ্ণ)। সেই বীর্য অসাধারণ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **আদিপুরুষ**—আদি নারায়ণের মতো অচল সম্পদশালী হয়েও বনচর ইত্যাদি—এই সব কথায় উক্ত হল, তাঁর পরমবিনোদি স্বভাব প্রভৃতি। নারায়ণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, এই স্বভাবের নিশ্চয় করার জন্য। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বোত্তম কক্ষায় অবস্থিত হলেও তারই বিলাস নারায়ণের সহিত যে তাঁর উপমা-সূচক শব্দ প্রয়োগ, তা কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের কেবল মাধুর্যময় ভাববিশেষ হেতু তার ঐশ্বর্যের অননুসন্ধান। এই **'অচলভূতি'** অর্থাৎ 'অচল সম্পদ' শব্দের প্রয়োগ কৃষ্ণের চ্যুতিরহিত বৃদ্ধিশীল-অসমোর্দ্ধ স্বভাবিক সেই সেই সম্পদের অনুভব হেতু। এই অচল সম্পদশালিতা পর পর দেখান হবে। **বনচরঃ**—বনে ভ্রমণ করতে করতে গোদের বেণুতে আহ্বান করলেন—এর দ্বারা গোদের অদৃশ্যতা সূচিত হল। তবে আর 'অচলভূতিত্ব' থাকল কোথায়? এরই উত্তরে, বস্তুতস্তু নিত্য (অচল) বৃন্দাবনবিহারী বলেই 'অচলভূতিত্ব'। **গিরিটতেষু**—উঁচু নীচু প্রদেশে হেটে বেড়ানোর পরিশ্রম সূচিত হচ্ছে, এই পদে। অতএব বেণু-নাদেই ধেনুকুলকে ডাকতে লাগলেন। **স**—সেই কৃষ্ণ। এখানে 'স' শব্দের ধ্বনি হল, ইনি গোপচূড়ামণি, ধেনু আহ্বানে

চতুর। **যদা হি**—['হি' এব] যখনই। **বনলতাঃ**—তখন বনে যত লতা আছে তারা সকলেই। শ্লেষে—বন্য হওয়ায় তার মধ্যেও আবার লতাজাতীয় হওয়ায় 'বৈদগ্ধী' অর্থাৎ পাণ্ডিত্য রহিত হয়েও। এই লতাদের মতোই বনে যত তরু আছে তারা সকলেই নিজেদের মধ্যে বিষ্ণুকে প্রকাশিত মনে করলো, এরূপ বুঝতে হবে। লতাদের যে প্রথমে নির্দেশ করা হল, তা নিজেদের মতো ভাব-প্রাধান্য বলবার ইচ্ছায়। কৃষ্ণ স্ফূর্তিতে নিজ মধুররূপে দেখা দেন,—তিনি সর্বব্যাপক—সকলের অন্তরে প্রবেশ করে থাকাই তার স্বভাব, তাই সর্বব্যাপক অর্থ-বোধক 'বিষ্ণু' শব্দে এখানে কৃষ্ণকে বুঝানো হয়েছে। **ব্যঞ্জয়ন্ত্যা আত্মনি ইব**—সেই বিষ্ণুকে (কৃষ্ণকে) নিজ আত্মার মধ্যে যেন স্ফূর্তিতে প্রকাশ রূপে প্রাপ্ত, এরূপ বুঝাতে বুঝাতে—ভাবপরবশ চেষ্টারূপা প্রকাশে বিষ্ণু পদে কৃষ্ণ স্বয়ংই। আর দৃষ্টান্তগর্ভ অর্থান্তরে **বিষ্ণুং**—শ্রীনারায়ণ সম কৃষ্ণ। এবং এই দৃষ্টান্ত-ব্যঞ্জনা হল, আদিপুরুষের মতো, [বনলতা-তরুর ছলে গোপীরা নিজেদের মনের ভাব-অনুভাবাদি প্রকাশ করছেন] **পুষ্পফলাঢ্যাঃ**—লতা-তরু স্ত্রী-পুরুষজাতী সকলেই পুষ্প-ফল সমন্বিতা। গোপীপক্ষে, সর্বসাধন সাধ্য সম্পন্না—এ বিষয়ে প্রমাণ—"শ্রীভগবানে যাঁর অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণ তাতে বিরাজমান থাকে।"—(শ্রীভা° ৫।১৮।১২)। আরও, "কর্মজ্ঞানাদি সাধন সহস্রে যা কিছু লাভ হয়, সেই সবকিছু অতি অনায়াসেই আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগে লাভ করে। এ আর বেশী কথা কি, প্রার্থনা জানালে স্বর্গ-মুক্তি, আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম সব কিছু পেতে পারে"—(শ্রীভা° ১১।২০।৩৩)। তথাপি **প্রণতভার বিটপা** ফল ফুলের ভারে সম্পূর্ণরূপে নত শাখাযুক্ত (বন লতা-তরু)। গোপীপক্ষে, প্রেমে প্রণতা। —এই লতা তরুরা বেণুবাদককে নিরীক্ষণ করত পরিতৃপ্ত-নয়ন হয়ে আনন্দে প্রণত হল — চতুঃসনাদিবৎ বিনীত ভাবে। মধুধারা বর্ষণ ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগল। বন্যতরুদের ছলে যে যে ভাব-অভিব্যক্তির কথা বিবৃত হল, গোপীরা সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। **হৃষ্টতনবঃ**—লতাতরুদের অঙ্কুর-উদ্গম ছলে নিজেদের রোমাঞ্চ বলা হল। —স্থাবর বৃক্ষাদির ভাব-প্রাপ্তি গোকুলে প্রসিদ্ধই আছে, যথা—"শরীরিদের মধ্যে যারা গতিশীল তাদের বেণুধ্বনি শ্রবণে স্থাবরতা প্রাপ্তি ঘটল, আর স্থাবর বৃক্ষদের পুলকে জঙ্গমধর্ম প্রাপ্তি ঘটল।" —(শ্রীভা° ১০।২১।১৯)। —গোপীগণের এবং লতা-তরুদের উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমের বিকার অশ্রু কম্প পুলকাদির উদ্ভব দেখেই বুঝা যাচ্ছে, তাদের ভিতরে প্রেমের অস্তিত্ব। **বব্রুঃ**—নিরন্তর বর্ষণ করতে লাগল। পাঠ ভেদ 'সস্রুজুঃ' অপূর্বরূপে বর্ষণ করতে আরম্ভ করল। অথবা, লতা-তরু মধুধারায় পূর্ণ হয়ে প্রেম 'সস্রুজুঃ' সর্বত্রস্থিত লোকেদের মধ্যে নিজেদের ভাব—অভিব্যক্তি দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রচার করতে লাগল। এইরূপে উভয় ক্ষেত্রেই বিষ্ণুত্ব ও তাঁর প্রকাশ চিহ্নসকল ব্যাখ্যা করা হল। ॥ জী° ৮-৯ ॥

৮ / ৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নদীনামনাদিসিদ্ধিনামচেতনত্বেঽপি দেবতারূপাণাং কা বার্তা। শ্বঃ পরশ্বোঽদৃষ্টজন্মনামতিনিকৃষ্টানামপি জড়ানাং রসিকতাং বেণুশ্রবণহেতুকাং পশ্যতেত্যন্যা আহুঃ,—অনুচরৈগোপৈঃ। আদিপুরুষো নারায়ণ ইব নিশ্চল শ্রীঃ। যদপি বনচরঃ বন্যজীবেষ্বনুরাগাদিতি ভাবঃ।

দর্শনীয়-তিলকো বনমালা
দিব্যগন্ধ-তুলসীমধুমত্তৈঃ ।
অলিকুলৈরলঘু গীতমভীষ্ট-
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥ ১০ ॥

সরসি সারস-হংস বিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃত চেতস এত্য ।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১১ ॥

১০-১১। **অন্বয়** ঃ দর্শনীয় তিলকঃ (সুন্দরাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বনমালাদিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ (দিব্যাতিদিব্যপুষ্পগণবনমালায়ামপি 'দিব্যঃ' সর্বোত্তম গন্ধ যস্যঃ, সা তুলসী তস্যাঃ মধুনা মত্তৈঃ) অলিকুলৈঃ অলঘু (উচ্চৈঃ) অভীষ্টং গীতং আদ্রিয়ন্ যর্হি শ্রীকৃষ্ণঃ [অধরে] সন্ধিত বেণুঃ (সম্যক্ ধৃত বেণুঃ ভবতি)।

তদা সরসি [যে] চারুগীতহৃত চেতসঃ (চারুণাগীতেন হৃতং চেতঃ যেষাং তে) যত চিত্তা সারস-হংস-বিহঙ্গাঃ তে এত্য (হরিসমীপং আগত্য) ধৃতমৌনাঃ মীলিত দৃশঃ [সন্তঃ] হরিং উপাসত।

১০-১১। **মূলানুবাদ** ঃ তরুলতাদের বৈষ্ণবতা বলবার পর এখন হংস-সারসাদির বেণুশ্রবণ হেতু বিষ্ণু-উপাসনা বলা হচ্ছে— সুন্দর-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যখন দিব্যাতিদিব্য কুসুমনিচয়ে রচিত বনমালার মধ্যেও সর্বোত্তমগন্ধশালিনী তুলসীর মধুতে মত্ত অলিকুলের উচ্চ অনুকূল ঝঙ্কার স্বর আদরে তুলে নিয়ে যখন বেণু অধরে ধারণ করলেন।

তখন সরোবরে বিচরণশীল সারস-হংস-চক্রবাকাদি সকলেই ঐ গীতের অভিমুখী হয়ে মনোহর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পূজা করতে লাগল— এক নিষ্ঠ চিত্তা, মীলিত নয়না ও ধৃত মৌনা হয়ে।

তদা গৃহস্থবৈষ্ণবাঃ সস্ত্রীকা যথা সঙ্কীর্তনশ্রবণেন ভাববন্তো ভূত্বা প্রণমন্তি তথৈব বনলতাঃ স্ত্রিয়ঃ তরবস্তৎপতয়ঃ। আত্মনি মনসি বিষ্ণুং স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ জ্ঞাপয়ন্ত্য ইব অশ্রুতুল্যা মধুনো মকরন্দস্য ধারাঃ সসৃজুর্মুমুচুঃ। "ববৃষু" রিতি পাঠে অশ্রুণামাধিক্যম্। পুষ্পফলাঢ্যাং পুষ্পেণ হর্ষসঞ্চারিণা ফলেন রতিস্থায়ীনা চ বিরাজমানাঃ। প্রণতা ভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসামিত্যনুভাবঃ প্রণামঃ। প্রেম্ণা হৃষ্টা রোমহর্ষযুক্তাস্তনবো যেষাং তে ইতি রোমাঞ্চঃ ॥ বি° ৮-৯ ॥

৮। ৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অনাদিসিদ্ধা নদী সকল অচেতন হলেও দেবতাস্বরূপ, তাদের কথা আর বলবার কি আছে? অতিনিকৃষ্ট হলেও অদৃষ্টবশতঃ কাল-পরশু জন্মানো জড় বৃক্ষ লতাদের বেণুশ্রবণ হেতু রসিকতা দেখ, এই আশয়ে অন্যদলের গোপীগণ বললেন, **অনুচরৈঃ**— অনুচর গোপবালকগণের দ্বারা বর্ণিত। **আদিপুরুষ ইব**—নারায়ণের মতো **অচলভূতিঃ** —নিশ্চল

বৈভবসম্পন্ন স – কৃষ্ণ, যদিও ইনি **বনচরঃ**—বন্য জীবের প্রতি অনুরাগ বশতঃ বনচর, এরূপ ভাব। তখন গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ যেমন সঙ্কীর্তন শ্রবণে সস্ত্রীক ভাববন্ত হয়ে প্রণাম করে, সেইরূপই স্ত্রীস্বরূপ বনলতা সকল পতিস্বরূপ তাদের স্বামী বৃক্ষগণের সহিত **আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ**—মনের মধ্যে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত বিষ্ণুকে যেন বাইরে জানাতে জানাতে **মধুধারাঃ**—অশ্রুতুল্য মকরন্দধারা 'সসৃজুঃ' মোচন করতে লাগল। পাঠান্তর 'বব্রুষুঃ' এতে অশ্রুর আধিক্য বুঝাচ্ছে। **পুষ্পফলাঢ্যাঃ**—পুষ্প ও ফলযুক্ত লতা-তরু— 'পুষ্পেন' হর্ষ সঞ্চারী ভাবের সহিত ও 'ফলেন' স্থায়ীভাব রতির সহিত বিরাজমান লতাতরু। প্রণতভার-বিটপা—ভারে সমাক্ ভাবে নত শাখা, ইহা প্রেমের অনুভাব প্রণাম। **প্রেমহৃষ্টা**—প্রেমে রোমহর্ষযুক্ত কলেবর যাদের সেই লতাতরু—ইহা অনুভাব রোমাঞ্চ। ॥ বিশ্ব ৮-৯ ॥

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** : তদেবং পূর্ব্বং মল্লবেশপ্রাপ্তত্বেন মল্ললীলা সূচিতা, ততশ্চ গানশ্রবণেন ভ্রমণং, সম্প্রতি তু বেশান্তরাদিবর্ণনেনেদং লভ্যতে, ততঃ পরিশ্রান্ত আসন্নে মধ্যাহ্নে ক্বচিন্মহাসরসি স্নাত্বা দ্রুতরচিত-তিলকবনমালামাত্র-স্বল্পবন্যবেশপূর্ব্বকং, তৈঃ সহ তৎ-কালোপযুক্ত-বন্যভোজন-পূর্ব্বকঞ্চ প্রথিতোচ্চদেশে মহাতরুতলশিলায়ামুপবিশ্য গোসম্ভালনায় প্রস্থাপিতেষু সখিষু নূতনবনমালাকৃষ্ট-ভ্রমরমাত্রপরিবারতয়া কৃততদ্বধানঃ সন্নেবং বেণুবাদ্যবিনোদেনারমতে, ইতি বর্ণয়ন্ত্যস্তত্র চাস্তাং সর্ব্বত্র বিশ্বস্তানাং স্থাবরাণাং বার্ত্তা, তদ্বিপরীতানাং পক্ষিণামপি শ্রূয়তামিত্যাহুঃ— দর্শনীয়েতি, দর্শনীয়ঃ সর্ব্বদৈব দ্রষ্টুং যোগ্যঃ, সন্ততমনোহরো গৈরিকাদিময়স্তিলকো যস্য সঃ। দিব্যাতিদিব্যপুষ্পগণ-বনমালায়ামপি দিব্যঃ সর্ব্বোত্তমো গন্ধো যস্যাঃ সা তুলসীত্যালিকুলানামাকর্ষণে হেতুঃ। অতএব তন্মধুনোঽপি তাদৃশত্বং দর্শিতম্। মত্তৈঃ চ অলিকুলৈরিত্যত্যন্তসঙ্কীর্ণতাশঙ্কা-পরিহারায় পর্য্যায়েণৈব তৎসান্নিধ্যং বোদ্ধব্যম্, বলিভির্দুর্ব্বলানা-মপসারণাৎ। মত্তত্বাদেব অলঘু, তস্মাদেব বৈশিষ্ট্যঞ্চ জ্ঞেয়ম্। অভীষ্টমিতি স্বজাত্যনুসারেণ তে যদ্যদগা-য়ন্তি, তদেব তস্য পরমকৌতুকত্বাদনুকূলমিত্যর্থঃ। যদ্বা, তেষাং শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধিনামলৌকিকত্বাত্তস্য যদা যদা যদ্যদভীষ্টং, তদা তদা তত্তদেব বিচিত্ররাগেণ গায়ন্তীতি তথোক্তম্ অত্র চাভীষ্টমিতি সপ্রণয়ের্য্যম্; সন্ত্যেব বিচিত্রাণি তদভীষ্টানি, কিন্ত্বস্মৎসম্বন্ধং বিনেতি ভাবঃ, অভীষ্টত্বাদেবাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুরিতি যদা তদীয়স্বরোচিত তদ্গানারম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। তদৈব সরসি তস্মিন্ স্থিতা যে তে সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ। বিহঙ্গাশ্চক্রবাকাদয়ঃ, এত্য তদ্গীতাভিমুখমাগত্য হরিং মনোহরস্বভাবতয়া তথা প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং উপলক্ষী-কৃত্যাসত তেঽনন্তাঃ সুখবিহারপরা অপি। যদ্বা, পরম-ভাগধেয়াঃ। তত্র তেষামানন্দমূর্চ্ছামাহুঃ—যতচিত্তা ইত্যাদিনা। হন্ত খেদে, তথা নিজাভীষ্টলাভাৎ বিস্ময়ে বা। হরিমিতি পূর্ব্ববদ্দৃষ্টান্তগর্ভঃ শ্লেষঃ, ততঃ পক্ষে হরিং বিষ্ণুম্ উপাসত. অভজন্ত উপাসনালক্ষণং যতেতেত্যাদি ॥ জী° ১০-১১ ॥

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে পূর্বে মল্লবেশ ধারণ হেতু মল্ললীলার সূচনা করা হয়েছে। অতঃপর গান শ্রবণের সহিত বনভ্রমণ। এখন মূলে অন্যবেশ ধারণাদি বর্ণনহেতু এইরূপ লীলা পাওয়া যাচ্ছে— অতঃপর পরিশ্রান্ত হলে মধ্যাহ্নে কোনও মহা সরোবরে স্নান করত তাড়াতাড়ি শুধুমাত্র তিলক করে নিয়ে বনমালা পরে নিলেন, এইরূপে অল্পাকারে বন্য বেশ পূর্বক

সখাদের সঙ্গে তৎকালোপযুক্ত বন্যভোজন করে নিলেন—অতঃপর বিখ্যাত উচ্চদেশে মহাতরু-তলশিলায় উপবেশন করলেন। ধেনুকুল সামলাতে সখাগণ নিযুক্ত হলে কৃষ্ণের পরিজন বলতে তখন থাকল মাত্র অলিকুল, যারা নূতন বনমালার গন্ধে তাঁর কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল। এই অলিকুলের প্রতি অবধানপর হয়ে বেণুবাদ্যবিনোদের সহিত বিহার করতে লাগলেন— এ-লীলাও বর্ণন করা হয়েছে গোপীদের সভায়, যথা— নদী-লতাবৃক্ষাদি স্থাবরদের যে অবস্থার কথা এই যা বলা হল, সে কথা এখন থাক – এবার শোন এর বিপরীত জঙ্গম পক্ষী প্রভৃতির অবস্থা, এই আশয় বলা হচ্ছে— **দর্শনীয় তিলকো**— সর্বদাই চেয়ে দেখবার মতো নিরতিশয় মনোহর গৈরিকাদিময় তিলক-মণ্ডিত। **বনমালা দিব্যগন্ধ-তুলসীমধুমত্তঃ**— দিব্যাতিদিব্য পুষ্পসকলে গ্রথিত বনমালার ভিতরেও দিব্যঃ সবার উপরে গন্ধ বিশিষ্টা তুলসী – ইহাই অলিকুলের আকর্ষণে হেতু, অতএব এঁর মধুরও তাদৃশ আকর্ষকতা গুণ দেখান হল। **অলিকুলৈঃ ইতি**— তুলসী মধুমত্ত অলিকুল ঝাঁকে ঝাঁকে আসায় স্থানাভাবের অভাব আশঙ্কা এসে যাচ্ছে— এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য পর্যায়ক্রমেই এদের কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ হল, এরূপ বুঝতে হবে বলবান অলিদ্বারা দুর্বলদের অপসারণে। **অলঘু** মত্ত বলে উচ্চস্বরে, সুতরাং এই গানের বৈশিষ্ট্যও বুঝতে হবে। **অভীষ্টম্** – এই গান কৃষ্ণের অভীষ্ট হল, নিজজাতী অনুসারে তারা যেরূপ যেরূপ গাইল, তাই পরমকৌতুকপ্রদ হওয়ায় অনুকূল হল কৃষ্ণের পক্ষে। অথবা, এই অলিকুল বৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় হওয়া হেতু অলৌকিক, তাই কৃষ্ণের যখন যখন যে যে অভীষ্ট হল, তখন তখন সেই সেই গান বিচিত্র রাগে গাইতে লাগল— তাই ঐ গানকে অভীষ্ট বলা হল, এখানে এই 'অভীষ্ট' পদটি সপ্রণয় ঈর্ষায় উক্ত। কৃষ্ণের অভীষ্ট তো বিচিত্র প্রকারই, কেবল আমাদের সম্বন্ধে বিনা। অভীষ্ট হওয়া হেতু এই গানকে আদর করে তিনি যখন অধরে তাঁর বেণুটি ধারণ করলেন অর্থাৎ যখন তদীয় স্বরুচিকর সেই গান আরম্ভ মাত্র হল, তখন **সরসি**—সরোবরে বিচরণশীল সারস-হংস-**বিহঙ্গা**— চক্রবাকাদি সকলেই **এত্য** – কৃষ্ণের গীতের দিকে এসে **হরিমুপাসত** —'হরিং' মনোহর স্বভাব হেতু 'হরি' নামে প্রসিদ্ধ এই শ্রীকৃষ্ণকে **উপাসত তে**— [উপ+আসত] উপলক্ষে অর্থাৎ উদ্দেশ্য করে 'আসত' পূজা করতে লাগল — কৃষ্ণের সান্নিধ্যের অনুভব লাভ করে পূজা করতে লাগল তারা, অনন্ত সুখবিহারপরা হয়েও। বা পরম ভাগ্যবান হয়েও। অতঃপর এদের আনন্দমূর্চ্ছা বলা হচ্ছে, 'যতচিত্তা' ইত্যাদি বাক্যে, **যতচিত্তা**—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ চিত্তা। **হন্ত**— খেদে, বা নিজ অভিষ্টলাভ হেতু বিস্ময়ে 'হন্ত'। পূর্বের শ্লোকে গোপীরা নিজেদের ভাব বৃক্ষলতাদিকে আরোপ করে সর্বব্যাপক অর্থ বোধক 'বিষ্ণু' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝিয়েছেন, সেইরূপ এখানে সারস-হংসাদি পক্ষে 'হরি' শব্দে সর্বব্যাপক বিষ্ণুকে বুঝানো হয়েছে – সর্বব্যাপক হওয়া হেতু তাকে **উপাসত** – নিকটে পেয়ে পূজা করলেন। এই উপাসনার লক্ষণ হল, 'যতচিত্তা' ইত্যাদি। জী° ১০-১১॥

১০-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ গৃহারামাণামিব তরুলতানাং বৈষ্ণবতামুক্ত্বা আত্মারামাণামিব হংসসারসাদীনাং বেণুশ্রবণহেতুকাং বিষ্ণূপাসনামাহুঃ,— দর্শনীয়ং দ্রষ্টুমর্হং তিলকং গৈরিকাদিময়ং যস্য

সঃ। দর্শনীয়েষ্বতিসুন্দরেষু মধ্যে তিলকতুল্য ইতি বা। বনমালাসু পঞ্চবর্ণপত্রপুষ্পময়ীষু দিব্য গন্ধা যা তুলসী তস্যা মধুনা মত্তৈঃ অলিকুলৈর্মত্তত্বাদেবাসঙ্কুচদ্ভিরলঘুগীতম্ উচ্চৈর্গীতম্। নন্থ চ কমল মালতী-নাগকেশরাদি পুষ্পাণ্যেব লোকাঃ সুসৌরভত্বেন খ্যাপয়ন্তি। নতু সর্বতো মাহাত্ম্যেনাধিকামপি তুলসীম্। উচ্যতে তুলস্যা গন্ধঃ কশ্চিৎ প্রাকৃতলোকৈর্গ্রাহ্যোঽত্যল্পতর এব অপ্রাকৃতলোকৈস্তু ততোঽধিকঃ। ভগবদ্বনমালাধিকারিভূঙ্গৈস্তু ততোঽপ্যধিকঃ। অত্যসাধারণঃ সর্বাধিকতমস্তু ভগবন্নাসিকৈকমাত্র বেদ্য এব। অন্যত্র যোগমায়য়া আবরণাৎ যদুক্তং বৈকুণ্ঠবর্ণনে গন্ধেঽর্চিতে তুলসীকাভরণেন তস্যা যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহুমানয়ন্তীতি। অভীষ্টমিতি। বেণুগানারম্ভে কেন স্বরেণ গেয়মিতি বিচারে সতি সদৈব মিলিতানাং ভ্রমরাণাং ঝঙ্কারে বৃত্তে সাধু সাধু ভ্রমর এষ এব সরো গৃহ্যত ইতি আদ্রিয়ন্ সম্মানয়ন্ যর্হি অধরে সন্ধিতবেণুঃ সম্যগ্ধৃত বেণুর্ভবতি। সন্ধানং সন্ধা সা সঞ্জাতা যস্যেতি সন্ধিতঃ ইতচ্ প্রত্যয়ান্তঃ। তদা হরিং এত্য সরসঃ সকাশাৎ হরিসমীপমাগত্য তং উপাসত দর্শন-শ্রবণ-মননৈরভজন্। মীলিত দৃশ ইতি। দৃঙ্মীলনং রসাস্বাদানুভাবঃ॥ বি° ১০-১১॥

১০-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** গৃহরামাদের মতো তরুলতাদের বৈষ্ণবতা বলবার পর আত্মারামাদের মতো হংস সারসাদির বেণুশ্রবণ হেতু বিষ্ণু-উপাসনা বলা হচ্ছে—**দর্শনীয় তিলক**— চেয়ে দেখবার মতো গৈরিকাদিময় তিলক যাঁর সেই কৃষ্ণ। বা, অতিসুন্দর দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে তিলক তুল্য অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। **বনমালা দিব্যগন্ধ-তুলসী মধুমত্তৈঃ**— পঞ্চবর্ণপত্রপুষ্পময়ী বনমালার মধ্যে দিব্য-গন্ধযুক্তা যে তুলসী, তার মধু লোভে মত্ত **অলিকুলৈরলঘু**— অলিকুলের দ্বারা উচ্চস্বরে গাওয়া গীত— মত্ততা হেতু সঙ্কোচহীনতা, তাই উচ্চস্বরে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কমল-মালতী-নাগকেশরাদি পুষ্পকেই লোকে সুসৌরভযুক্ত বলে থাকে। মাহাত্ম্যে সর্বতোভাবে অধিক হলেও তুলসীকে বলে না। এর উত্তরে বলা হচ্ছে— তুলসীর গন্ধ কোনও প্রাকৃত লোক অতি অল্পই পেয়ে থাকে। অপ্রাকৃত লোকেরা কমলাদি থেকে অধিক পেয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের গলার বনমালা অধিকার করে বসে যাওয়া অলিসকল অপ্রাকৃত লোক থেকেও বেশী পায়। অতি অসাধারণ সর্বাধিক গন্ধ তো একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাসিকাই পেয়ে থাকে। অন্যত্র পাওয়া যায় না যোগমায়ার আবরণ হেতু। —বৈকুণ্ঠ বর্ণনে এরূপ উক্ত আছে, যথা— গন্ধেঽর্চিতে ইত্যাদি। **অভীষ্টম্**— বেণুগান আরম্ভে কোন্ স্বরে বেণু বাজাবো, এরূপ যখন চিন্তা করছেন, এমন সময় সহসাই এসে মিলিত ভ্রমরদের ঝঙ্কার উঠলে, "কৃষ্ণ বলে উঠলেন 'সাধু সাধু' এই স্বরেই বাঁশী বাজাবো। এইরূপে **আদ্রিয়ন্**— সম্মান করত 'যর্হি' যখন অধরে **সন্ধিত বেণুঃ**— বেশ পরিপাটি করে বেণু ধরলেন, তখন সারসাদি **হরিং এত্য**— সরোবর থেকে উঠে এসে হরির নিকটে উপস্থিত হল, তাঁকে **উপাসত**— দর্শন-শ্রবণ-মননে ভজন করতে লাগল, নিমীলিত নয়ন হয়ে—চক্ষু মুদ্রন রসাস্বাদ অনুভাব। বি° ১০-১১॥

সহবলঃ স্রগবতংস-বিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥ ১২ ॥

মহদতিক্রমণ-শঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-
শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ১৩ ॥

১২-১৩। **অন্বয়ঃ** [হে] ব্রজদেব্য ! স্রগবতংস-বিলাসঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] সহবলঃ যর্হি (যদা) ক্ষিতিভৃতঃ (পর্বতস্য) সানুষু (তটভাগেষু বর্তমানঃ সন্) জাত হর্ষ [সন্] বিশ্বং হর্ষয়ন্ বেণুরবেণ উপরম্ভতি (নাদেন পূরয়তি) [তদা] মেঘঃ মহদতিক্রমণ-শঙ্কিতচেতাঃ মন্দমন্দমনুগর্জতি ছায়য়া প্রতপত্র (ছত্র) বিদধৎ (কল্পয়ন্) সুহৃদং [শ্রীকৃষ্ণং] সুমনোভিঃ (পুষ্পৈঃ) অভ্যবর্ষৎ।

১২-১৩। **মূলানুবাদঃ** এখন আকাশস্থ জড় বস্তুদের বেণুনাদ জনিত আনন্দ বলা হচ্ছে—

হে ব্রজদেবীগণ! চূড়া-বক্ষোমালা-কর্ণভূষণে শোভন কৃষ্ণ যখন সহচর সৈন্যসহ গিরিরাজ-তটে অবস্থিত হয়ে বেণুরবে নিজে আনন্দিত হয়ে বিশ্ব আনন্দে ভরে তোলার জন্য উহা আস্বাদন করতে থাকেন।

তখন আকাশের মেঘ অতিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণরূপ মেঘের লঙ্ঘন ভয়ে বেণুর অনুকূলে মন্দ মন্দ গর্জন করতে থাকে। আর সখা কৃষ্ণের উপর সূক্ষ্মপুষ্পতুল্য শিশির-পাত করতে থাকে ও নিজ ছায়া দ্বারা ছত্র রচনা করে থাকে।

১২-১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ততশ্চ মধ্যাহ্নে সখিভিরানীতৈঃ স্রগবতংসাদিবিচিত্র-বেশৈর্বিলসন্ গবামনুরোধেন নিশ্ছায়েষ্বপি গিরেঃ সমভূভাগেষু ভ্রমন্ মেঘচ্ছায়েচ্ছয়া মল্লাররাগং গায়ন্ শ্রীবলাদিসখিভিঃ প্রতিধ্বনিভূদ্গিরিসানুভিস্তত্তৎপ্রতিধ্বনিভূদ্ভিশ্চেন চ কৃতানুগানস্তাদৃশ-তদিচ্ছয়া স্বল্পাকর্ষণ-প্রয়োগাত্তাবন্মাত্রমেঘাগমনেন মন্দমাত্র-গর্জ্জনজনিত-বাদ্যস্তত্তু মুলশব্দেন স্বয়মপি হৃষ্টো বিশ্বমপি হর্ষয়ন্, অতএব মেঘাচ্ছন্নদেব্যাদিভিঃ কৃতপুষ্পবৃষ্টিস্তচ্ছায়ায়া বিক্রীড়তি স্ম। তদেতল্লীলাস্ফূর্ত্তিযুক্তানাং তাসা-মভিপ্রায়েণাবতারিকেয়ম্—অহো আস্তাং পৃথক্ পৃথক্ তত্তল্লেখো বিশ্বস্যাপ্যানন্দো দৃশ্যতাং, তত্র চান্যেষাং কা বার্ত্তা? দূরস্থাচেতনাচলস্বভাবস্য মেঘস্যাপীতি বর্ণয়ন্ত্যস্তদ্রূপগুণচেষ্টাভিঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহ সৌহৃদ্যমেব সম্ভাবয়ন্তি—সহবল ইতি। শ্রীবলভদ্রেণ সহিত ইত্যুপলক্ষণং সখ্যন্তরাণাং সখিসৈন্যেন সহিত ইতি বা, বিলাসো বিনোদঃ ক্ষিতিভৃতঃ প্রাধান্যেন শ্রীগোবর্দ্ধনস্য কদাচিদন্যস্যাপি, সানুষুসমভূভাগেষু তত্র

যৌগিকার্থস্তু তৎপ্রশংসাসূচকঃ। অস্যৈব ক্ষিতিভৃত্ত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ। হে ব্রজদেব্যঃ, পরমদিব্যগণ-স্পৃহণীয়সৌভাগ্যস্য ব্রজজনস্যাপি মধ্যে দেব্যো দিব্যত্বেনাভিমতা ইত্যর্থঃ অতঃ পরমবৈদগ্ধী চ সূচিতা, অতস্তদ্বেণুগানতত্ত্বং যুষ্মাভিরেবাবধার্য্যত ইতি ভাবঃ। তদেবং সপরিকরস্য তস্য বিশ্বস্যাপি পরমহর্ষে সতি নূনং মেঘোঽপি প্রহর্ষেণোচ্চৈর্গর্জিতুমিচ্ছন্নপি মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাতিক্রমেণ নিজোচ্চশব্দেন তদ্বেণুরবা-চ্ছাদনাপরাধস্তস্মিন্ শঙ্কিতচেতাঃ সন্নন্নুকূলতয়া তদ্গানপোষায়েত্যর্থঃ। মন্দমন্দং গর্জ্জতি পরিশ্রান্তশ্চ মত্বা তমপ্যায়য়তীত্যাহুঃ—সুহৃদং তদ্বর্ণাদ্যনুকারাৎ, সখায়ং শ্রীকৃষ্ণমভিলক্ষীকৃত্য সুমনোভিঃ করণভূতৈর-ভ্যবর্ষৎ অভ্যষিঞ্চদিত্যর্থো বা। গর্জ্জনস্য বর্ত্তমানপ্রয়োগেন পৌনঃপুন্যম্, বৃষ্টেরতীতপ্রয়োগেণ সুহৃত্ত্বং বোধ্যতে। কিং কুর্ব্বন? ছায়য়া তদুপরি চ্ছত্রং বিদধৎ ছায়াং কুর্ব্বতা স্ববপুষেত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র স্রগ্ভিরিতি প্রথমার্থে খণ্ডিতনানাবর্ণপুষ্পদল-রচিতান্তরন্তঃসূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্মতম-মণ্ডলময়ীভিঃ শ্রেণি-ভিরিত্যর্থঃ। নিনাদয়তীতি শব্দার্থস্য রভেরন্তর্ভূতণ্যর্থতাঙ্গীকারঃ। পরস্মৈপদং নুম্ চার্ষম্। যদ্বা, স্রগ্ভিরবতংসাভ্যাঞ্চ কর্ণপূরাভ্যাং বিলাসো যস্য; যদ্বা, স্রগ্ভিরবতংসো মৌলিবিলাসশ্চ বিবিধক্রীড়া যস্য সঃ; উপরন্তন্তি 'রভ রাভস্য' ইত্যস্মাৎ কৌতুকী ভবতীত্যর্থঃ। পরস্মৈপদং নুম্ চার্ষম্, মন্দ-মন্দমিত্যস্যাবর্ষদিত্যনেনাপ্যয়ঃ। শ্লেষেণ সুমনোভিরিতি শোভনমনোবৃত্তিচ্ছায়য়া চ নিজদেহেন মন্দমন্দ-গর্জ্জনাচ্চ, বাচাপীতোব ত্রিধা সেবাপ্যুৎপ্রেক্ষা ॥ জী° ১২-১৩ ॥

১২-১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অতঃপর মধ্যাহ্নে সখাদের দ্বারা আনিত মালা-কর্ণভূষণাদি বিচিত্র বেশে সজ্জিত হয়ে ক্রীড়া করতে লাগলেন, যথা— গাভীদের অনুরোধে ছায়াশূণ্য হলেও গিরিরাজের উপরস্থ সমতল ভূমিতে পায়চারি করতে করতে কৃষ্ণ মেঘচ্ছায়া ইচ্ছা করে শ্রীবলরামাদির সহিত মল্লার গাইতে লাগলেন। প্রতিধ্বনিধারী গিরিতট ও সেই সেই প্রতিধ্বনিধারী বিশ্বও শ্রীকৃষ্ণাদির পিছে পিছে গাইতে লাগল। তাদৃশ কৃষ্ণের ইচ্ছায় স্বল্প আকর্ষণ প্রয়োগ হেতু তৎকালে অল্পমাত্র মেঘ এসে তথায় জমা হয়ে মন্দ মন্দ গর্জনে বাদ্য করতে লাগল গানের তালে তালে— সেই তুমুল শব্দে নিজেও আনন্দিত হলেন, এই বিশ্বকেও আনন্দিত করে তুললেন কৃষ্ণ। অতএব মেঘের আড়ালে স্থিত দেবতাদি সকলে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকলে কৃষ্ণ মেঘচ্ছায়ায় শীতল গিরিতটে বিহার করতে লাগলেন।

এইরূপ লীলাস্ফূর্তিযুক্ত গোপীদের অভিপ্রায় অনুসারে প্রস্তাবনা এইরূপ— অহো পৃথক্ পৃথক্ লতা-তরু-নদী প্রভৃতির উল্লেখ থাকুক, এই বিশ্বের আনন্দই দেখ-না—সেক্ষেত্রে অন্যের কথা আর বলবার কি আছে? দূরস্থ অচেতন অচল স্বভাবের মেঘেরও এই শ্লোকে বর্ণিত রূপ-গুণ-চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সৌহার্দ অনুমানের মধ্যে এনে দিচ্ছে। **সহবলঃ**— শ্রীবলরামের সহিত, এখানে 'বল' পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে— ইহা অন্যান্য সখাদেরও বুঝাচ্ছে। বা সখা-সৈন্যদের সহিত। **বিলাসঃ**— বিহার, **ক্ষিতিভৃতঃ**— প্রধান ভাবে শ্রীগোবর্ধনের কদাচিৎ অন্যপর্বতের **সানুষু** উপরিস্থ

সমতলভূমিতে— এই শব্দের যৌগিকার্থ [সন্ দান করা + উ (ক্ত)] অতএব এই ভূমির প্রশংসা সূচক হল। পৃথিবী ধারণ অর্থে 'ক্ষিতিভৃৎ' শব্দটি 'গোবর্ধন' সম্বন্ধে প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত, এরূপ ভাব। **হে ব্রজদেব্যঃ**— পরমদিব্যগণের স্পৃহণীয় সৌভাগ্যে ধন্য ব্রজজণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদিতা ব্রজদেবীগণ – এইরূপে এদের পরমবৈদগ্ধীও সূচিত হল এই পদে। অতএব কৃষ্ণের বেণুগানতত্ত্ব তোমরাই বুঝতে সমর্থ, এরূপ ভাব। বেণুরবে সপরিকর কৃষ্ণের ও বিশ্বের পরম হর্ষ হলে মেঘও মনে হয় অতিশয় হর্ষে উচ্চস্বরেই গর্জন করতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু উচ্চশব্দে বেণুরব ঢেকে গেলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহৎ অতিক্রম-অপরাধ হয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় ঐ বেণুরবের অনুকূল ভাবে অর্থাৎ ঐ গানের সঙ্গে সঙ্গত করেই মন্দ মন্দ গর্জন করতে থাকে। পরিশ্রান্ত মনে করে মেঘ কৃষ্ণকে আপ্যায়িত করে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **সুহৃদং**— সুহৃদ কৃষ্ণকে, বর্ণাদির উপমা হেতু 'সুহৃদ' শব্দের প্রয়োগ। **অভ্যবর্ষৎ** - কৃষ্ণকে 'অভি' লক্ষ্য করে **সুমনোভিঃ**— পূজা-উপকরণ পুষ্পের দ্বারা বর্ষণ করতে থাকে, বা অভিষেক করতে থাকে। (অদৃশ্য দেবতাগণকৃত কুসুম বর্ষণ মেঘে কল্পনা করে উক্ত হল—শ্রীস্বামিপাদ) 'গর্জন' পদের বর্তমান প্রয়োগে বার বার গর্জন বুঝাচ্ছে, আর বৃষ্টির অতীত প্রয়োগে কৃষ্ণের প্রতি সোহার্দ বুঝাচ্ছে। **ছায়য়া চ**– আরও ছায়া দ্বারা কৃষ্ণোপরি ছত্র রচনা করে থাকে অর্থাৎ নিজ দেহ দ্বারা ছায়া বিস্তার করে [আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদ। শ্রীস্বামী টীকার **স্রগ্ভিরিতি** [স্রক্ =মালা] —প্রথম অর্থে, ছিন্ন নানাবর্ণ পুষ্পের পাপ্ড়ি ও ভিতরে ভিতরে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর-সূক্ষ্মতম চক্রের সমাবেশে গ্রথিত মালা। অথবা, **স্রগবতংস-বিলাসঃ**— মালিকা ও কর্ণাভরণের দ্বারা সৌখিনতা যাঁর সেই কৃষ্ণ। অথবা, মালিকা-কর্ণাভরণ-চূড়া ও বিবিধ ক্রীড়া যার সেই কৃষ্ণ। [শ্রীস্বামীপাদ— 'উপরম্ভতি' বেণুনাদে বিশ্ব ভরে দিলেন]। বা, 'উপরম্ভতি' [রভ রাভস্য] 'রাভস্য' কৌতুক— এই বেণুনাদ বিষয়ে বিশ্ব কৌতুকী হল। 'মন্দমন্দং' এর সঙ্গে 'অবর্ষৎ' পদেরও অন্বয় হয়— এতে অর্থ এরূপ হবে মন্দমন্দ বৃষ্টিপাত করতে লাগল মেঘ। অর্থান্তরে 'সুমনোভিঃ' শোভন মনোবৃত্তি দ্বারা, নিজ কায়-এর ছায়া দ্বারাও মন্দমন্দ গর্জন দ্বারা – এইরূপে কায়িক-বাচিক-মানসিক এই তিনরূপে কৃষ্ণ সেবা উৎপ্রেক্ষা। জী° ১২-১৩॥

৯২-১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভূমিষ্ঠানামানন্দমনুবর্ণ্য আকাশস্থানাং জড়ানামপি বেণুনাদহেতুকং তং বর্ণয়ন্তি। সহবলঃ সহচরসৈন্যসহিতঃ। স্রগ্ভিশ্চূড়াবক্ষস্থলবর্তিনীভিঃ অবতংসাভ্যাং কর্ণবর্তিনীভ্যাঞ্চ বিলাসঃ যস্য সঃ। সানুষু গিরের্নিতম্বেষু স্থিতং স্বয়ং বেণুরবেণ জাতহর্ষঃ বিশ্বং হর্ষয়িতুং যদা উপরম্ভতি রলয়োরৈক্যাদন্তর্ভাবিত ণ্যর্থত্বাচ্চ বেণুরবং উপলম্ভয়তাস্বাদয়তীত্যর্থঃ। অত্র কৃষ্ণস্য গিরিনিতম্ববর্তিমেঘত্বে স্রগবতংসানাং বলাকাত্বং পীতাম্বরস্য বিদ্যুত্ত্বং বেণুরবস্য বৃষ্যমাণসুধারসসারত্বং গমাম্। তদা মেঘ আকাশস্থঃ মহদতিক্রমেণ মহতঃ সতঃ সকাশাদতিশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণমেঘস্যাতিক্রমণশঙ্কিতচিত্তঃ। মন্দমন্দং অনুগর্জতি বেণুরবস্যানুকূল্যেনৈব ন প্রাতিকূল্যেনেত্যর্থঃ। সুহৃদং বিশ্ব তিহরণকর্মবর্ণাদি সাম্যাৎ সখায়ং

বিবিধ্রগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥ ১৪ ॥

সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ
শক্র-শর্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ১৫ ॥

১৪/১৫। **অন্বয়ঃ** সতি (হে যশোদে)! বিবিধ গোপচরণেষু (বিবিধ গোপক্রীড়াসু) বিদগ্ধঃ তব সুতঃ যদা অধরবিম্বে দত্তবেণুঃ [সন্] বেণুবাদ্যে উরুধাঃ (বহুপ্রকারাঃ) নিজ শিক্ষাঃ (স্বস্মাৎ এব ন তু পরস্মাৎ শিক্ষা যাসু তাঃ) স্বরজাতীঃ অনয়ৎ (উন্নীতবান্)

[তদা] শক্র-সর্ব-পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ (ইন্দ্রমহেশ্বর-ব্রহ্ম প্রধানাঃ) সুরেশাঃ (দেবশ্রেষ্ঠাঃ) সবনসঃ (অনুকালং) তৎ উপধার্য (শ্রুত্বা) কবয়ঃ আনতকন্ধরচিত্তা অনিশ্চিত তত্ত্বাঃ কশ্মলং (মোহং) যযুঃ (প্রাপুঃ)।

১৪/১৫। **মূলানুবাদ**ঃ অতঃপর কোনও কোনও গোপী কোনও একটা ছল করে যশোমার ঘরে গেলেন। সেখানে কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা যশোমাকে ও নিজেদের মনকে আশ্বস্ত করার জন্য তাঁকে সম্বোধন করে বেণুগান প্রভাব বলতে লাগলেন—

হে মা যশোদে! বিবিধ গোপসুলভ আচরণে দক্ষ তোমার পুত্র যখন তাঁর অধরবিম্বে বেণুধারণ করত বহুপ্রকারে নিজে নিজে শেখা স্বরজাতি আলাপ করতে লাগলেন।

তখন ইন্দ্র-রুদ্র-ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণ গান ও তালাদি সৃষ্টিকর্তাগণ যথাসময়ে ঐ স্বরজাতি আলাপ শ্রবণ করত উহার তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারেন না — আস্বাদন চমৎকারিতায় তাঁদের স্কন্ধ ও হৃদয় নত হয়ে পড়ে— তাঁরা মোহিত হয়ে যান।

সুমনোভিঃ সূক্ষ্মপুষ্পতুল্যৈর্হিমকণৈঃ। অভি পরিতঃ সূর্য্যাতপতাপনিবৃত্ত্যর্থং অভ্যবর্ষৎ। প্রতপাদাতপাৎ ত্রায়ত ইতি প্রতপত্রং স্বচ্ছায়য়া কুর্বন্। বি° ১২-১৩॥

১২-১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ এই পৃথিবীর চেতন-অচেতনদের বেণুনাদ জনিত আনন্দ বলে, এবার আকাশস্থ জড় বস্তুদের বেণুনাদ-জনিত আনন্দ বর্ণন করা হচ্ছে। **সহবলঃ**— সহচর সৈন্য সহিত **স্রক্**— চূড়া ও বক্ষস্থলবর্তী মালা ও **অবতংস**— কর্ণের ভূষণের দ্বারা যিনি শোভা পাচ্ছেন সেই কৃষ্ণ। **সানুষু**—গিরির পার্শ্ববর্তী প্রদেশে অবস্থিত হয়ে নিজ বেণুরবে আনন্দিত হয়ে যখন বিশ্ব আনন্দে ভরে তুলবার জন্য **উপরম্ভতি**—বেণুরব আস্বাদন করতে লাগলেন। এখানে গিরি-পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণরূপ মেঘে কণ্ঠের মালা ও কর্ণভূষণ হল বলাকা, পীতাম্বর হল বিদ্যুৎ, আর বেণুরব হল

বর্ষমান সুধারস -সার, এরূপ বুঝতে হবে। তদা মেঘঃ— আকাশস্থ মেঘ মহদতিক্রমণ—প্রেমিক সাধু থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণমেঘের লঙ্ঘন বা হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় মন্দমন্দ গর্জন করতে লাগল— বেণু রবের অনুকূলেই, প্রতিকূলে নয়। সুহৃদমভ্যবর্ষৎ বিশ্বের আর্তিহরণকর্ম ও বর্ণাদিতে সাম্য হওয়া হেতু মেঘের সখা কৃষ্ণ এই সখার উপর মেঘ সুমনোভিঃ অভ্যবর্ষৎ— সূক্ষ্মপুষ্পতুল্য শিশির কণা ঝরাতে লাগল 'অভি' সর্বতোভাবে সূর্যতাপ জুরাবার জন্য। প্রতপত্রম বিদধ্বৎ— 'প্রতপাৎ' 'তপাৎ' রৌদ্র থেকে রক্ষা করে, এইরূপে 'প্রতপত্র' ছত্র — মেঘ নিজ ছায়াতে ছত্র রচনা করল। বি° ১২-১৩॥

১৪ / ১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ এবমেকান্তগোষ্ঠীং সংগৃহ্য শ্রীগোষ্ঠেশ্বরীগোষ্ঠীগতাপি তল্লীলাক্রমপ্রাপ্ততয়া সংগৃহ্যতে। তত্রাপি বিবিধপ্রকারবিশেষেণ তৎকথামেব তাঃ কুর্ব্বন্তীতি বিবক্ষয়া তত্রোৎক্রান্তে মধ্যাহ্নে স্বপুত্রাগমনবিলম্বাশঙ্কয়া তাং খিদ্যমানাং তদ্বিলম্বহেতূপন্যাসপূর্ব্বকম-গোপনীয়রসনিবন্ধেন নিখিলপরমাশ্চর্য্য- বৈদগ্ধীময় - তৎক্রীড়াভিনিবেশবর্ণনেন প্রোৎসাহয়ন্ত্যঃ সান্ত্বয়ন্তি। নিগূঢ়ন্ত স্বাসামপি ঝটিতি তদাগমনেচ্ছয়া তদ্দ্বারা তদভিনিবেশং বারয়তুমভিপ্রযন্তি, সাধারণজনবৎ স্পষ্টং তদার্ত্তাকথনেন নিজভাবগূহনমপি কুর্বন্তি—বিবিধেতি, বিবিধগোপাচরণেষু বিদগ্ধ ইতি। ইতি সামান্যতস্তৈরেব সর্বমনোহর ইত্যর্থঃ। তত্র চাধরবিম্বে দত্তবেণুস্তেনাতিবিরাজমানঃ সন্নিত্যর্থ। যদা বিশ্বহর্ষণাদি - সময়ে স্বরজাতীরুত্থাপিতবান্, তত্রাপি বেণ্বিত্যাদিলক্ষণা উরুধা নিজৈব শিক্ষা যাসু তাঃ তাদৃশীশ্চ তাঃ বেণুবাদ্যে ইতি পার্ষ্ণিকোঽন্বয়ঃ। অন্যোঽন্যস্বরাদারপি নিজশিক্ষাময়তে বেণুবাদ্যতাধিক্য মিতি দর্শিতম। যদ্বা, স্বরজাতিঃ, কথম্ভূতাঃ? নিজ-শিক্ষাঃ, পুনঃ কথম্ভূতাঃ? বেণুবাদ্য উরুধা তত্র তু নানাপ্রকারাঃ, তত্রাপি পূর্ববৎ। হে সতি জগৎপূজ্যে! অতস্ত্বৎসুতস্যাপি তাদৃশত্বং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। উপধার্য্য শ্রুতেতি স্বস্বস্থানাদেব শ্রবণং লভ্যতে, ততশ্চ তস্য ফলরূপত্বেঽপি সর্বব্যাপকত্বং বোধিতং, তথৈব নিজশিক্ষাবিশেষাৎ সুরেশা গন্ধর্বাদিদ্বারা গীতাদিশ্রবণ-সম্পত্তিমন্তোঽপি স্বয়ং কবয়োঽপি শক্রপুরোগাস্তৎসহিতলোকপালাদয়ো দেবজাতয়ঃ, শর্বপুরোগাস্তৎসহিতদেবী স্কন্দ-গণেশাদয়স্তদগণাঃ পরমেষ্ঠী-পুরোগাস্তৎসহিত-চতুঃসন-নারদ-সপ্তর্ষি প্রজাপতিগণাদয়ঃ। ক্রমস্তু শক্রাদীনাং বহিরিন্দ্রিয়েণ প্রথমত এব তচ্ছ্রবণাৎ। শর্বস্য কৈলাসস্তেঽপ্যন্তর্নিষ্ঠতে তদনন্তরমেব। পরমেষ্ঠীনস্তু দবিষ্ঠতেন তদনন্তরমেবেতি। চিত্তস্য আনতত্বং তৎশ্রবণত্বমেকস্য স্বরস্যায়ং প্রভেদো গীয়তে ইতি নিশ্চয়াভাবাৎ। বেণুনাদমাধুর্য্যাচ্চ কশ্মলং যযুঃ। অন্যত্তৈঃ। অথবা স্বরান্ জাতীশ্চ সবনশঃ অনুকালং বারম্বারমপি শ্রুত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা, ন নিশ্চিতং তত্ত্বং কিমদ্ভুতমাধুরীময়মিদং শুষিরগীতমিদং কিংবা অন্যঃ পরমচমৎকারকারী তাবদপূর্বঃ কর্ণগ্রাহ্যঃ কোঽপি বিষয়ঃ; কিংবা মহামোহনঃ কোঽপ্যেষ মন্ত্র উল্লসতীতি বেণুগীতস্য যাথার্থ্যং, যৈঃ তে তথাভূতাঃ সন্ত পশ্চাৎ কশ্মলং যযুঃ, তদেকলীন - চিত্তত্বাৎ সর্বং বিসস্মরুরিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ জী° ১৪ ১৫ ॥

১৪ / ১৫ । **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে একান্ত গোষ্ঠি সংক্ষেপে বলবার পর, শ্রীগোষ্ঠেশ্বরী যশোমার গোষ্ঠিতে যোগদান করলেও কৃষ্ণলীলা ক্রমপ্রাপ্ত রূপেই বর্ণন করা হচ্ছে। তা হলেও বিবিধ প্রকার বিশেষে সেই বেণুনাদের কথাই কৃষ্ণপ্রিয়াগণ আলাপ করতে লাগলেন, তাঁদের বলবার ইচ্ছা সেইরূপই থাকায়।

যশোমার সভা চলা কালে মধ্যাহ্ন উৎক্রান্ত হয়ে গেলে নিজ পুত্রের আগমনে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি শঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন—গোপীগণ তখন প্রথমে এই বিলম্বের হেতুর উল্লেখ করবার পর গোপনীয় রস প্রস্তাবে নিখিল পরমাশ্চর্য বৈদগ্ধীময় কৃষ্ণের ক্রিয়া অভিনিবেশ বর্ণনের দ্বারা যশোমাকে সাহস দিয়ে সান্ত্বনা দান করলেন — নিগূঢ় হলেও নিজেদেরও সান্ত্বনা দান করলেন। কৃষ্ণের আগমন ইচ্ছাদ্বারা সেই আশঙ্কার শান্তি করতে চেষ্টা করলেন, আর সাধারণ জনের মতো স্পষ্টরূপে কৃষ্ণবার্তা কথনের দ্বারা নিজভাব গোপনও করলেন।

বিবিধ্রগোপচরণেষু বিবিধ গোপসুলভ আচরণে **বিদগ্ধ**— দক্ষ, সচরাচর এর দ্বারাই সর্বমনোহর। এর মধ্যেও আবার 'অধরবিম্বে-দত্তবেণু' এইরূপে চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত মনোহরতায় বিরাজমান হয়ে, এরূপ অর্থ। **যদা** — [পূর্বের ১২ শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় করে ব্যাখ্যা] যখন বিশ্বহর্ষনাদি সময়ে 'স্বরজাতীঃ অনয়ৎ' সা-রে-গা ইত্যাদি সপ্তস্বর বেণুতে তুললেন অর্থাৎ আলাপাচারী হলেন —তার মধ্যেও নিজশিক্ষা নিজে নিজেই সাধন করা বহুপ্রকার শিক্ষা যাতে আছে সেই 'স্বরজাতী '।

অন্যান্য স্বরাদিও নিজ শিক্ষাময় হওয়ায় বেণুবাদ্যের উৎকর্ষতা দর্শিত হল। অথবা এই স্বরজাতী কিরূপ ? নিজশিক্ষা-বিশিষ্ট। পুনরায় কিরূপ ? **উরুধা**—এই সময়ে তো নানাপ্রকারে বেণুবাদ্য হতে লাগল। তা হলেও পূর্ববৎ। **হে সতি**—হে জগৎপূজ্যে, এই পদের ধ্বনি হল—যেহেতু আপনি জগৎপূজ্য তাই আপনার পুত্রেরও জগৎপূজ্য হওয়াই সমীচীন। **উপধার্য**—শুনে নিজ নিজ লোক থেকেই দেবতাদের সকলের শ্রবণ হল, ইহাই পাওয়া যাচ্ছে। আরও এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, পরিণামেও এই বেণুধ্বনি সর্বব্যাপক। ঠিক সেইরূপ নিজ শিক্ষাবিশেষ হেতু সুরেশাদি—এই বেণুনাদ শুনে মোহিত হলেন —**সুরেশাঃ**—দেবশ্রেষ্ঠগণ, গন্ধর্বাদির গাওয়া গান শ্রবণে গৌরবান্বিত হলেও, **কবয়**—স্বয়ং গানতালাদি সৃষ্টিকর্তারাও, **শক্র-পুরোগাঃ**— ইন্দ্র ও তাঁর সহিত লোকপালাদি দেবজাতীসমূহ, **শর্ব-পুরোগাঃ**— শিব ও তার সহিত দেবীদুর্গা কার্তিক-গণেশাদি সকলে, এবং **পরমেষ্ঠি পুরোগাঃ**—ব্রহ্মা ও তার সহিত চতুঃসন-নারদ-সপ্তর্ষি-প্রজাপতি প্রভৃতি। শ্রবণের ক্রম বলা হচ্ছে—ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ে প্রথমেই শুনলেন। শিব কৈলাশে থাকলেও অন্তর্নিষ্ঠ থাকা হেতু ইন্দ্রাদির পরে শুনলেন। ব্রহ্মা দূরে থাকা হেতু এর পরই শুনলেন। **আনতচিত্তাঃ**—এই যে অবনতা চিত্ততা, তা সেই বেণুনাদ শুনবার পর মনে হল এক স্বরই কি এ ভিন্নভাবে গাইছে, এই অনিশ্চিয়তা দরুণ। [শ্রীস্বামিপাদ—'সবনশো' মন্দ্র-মধ্যম, তার ভেদে ইত্যাদি] অথবা, স্বর ও জাতীসমূহ 'সবনশো' অনুকাল (বৃ° তে°) অর্থাৎ বার বার শ্রবণ করত মোহিত হলেন। অথবা, দেবতাদি এই ধ্বনির তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করতে পারলেন না—অহো

এই ধ্বনি কি অদ্ভুত মাধুরীময়—এ কি ফুঁ দিয়ে বাজাবার কোনও যন্ত্র কিম্বা অন্য পরমচমৎকারকারী তাবৎ অপূর্ব মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে—এইরূপে বেণুগীতের যথার্থ স্বরূপ নিশ্চয় করতে না পেরে সংশয়ান্বিত হয়ে পরে **কশ্মলং যযুঃ**— সেই দেবতাগণ সেই বেণুধ্বনিতে লীন-চিত্ততা হেতু সর্বজগৎ ভুলে গেলেন ॥ জী॰ ১৪-১৫ ॥

১৪ / ১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ**—অথাপরাহ্ণে কাশ্চন গোপ্য আগমিষ্যতঃ স্বপ্রেয়সশ্চিরদর্শনসিদ্ধ্যর্থং বিচারিতযুক্তয়ঃ। কেনচিন্মিষেণ ব্রজেশ্বরীসদনং গতাস্তত্র চ বিবিধবৃদ্ধাযুবতিবালিকাভিঃ সম্ভূয় বিস্তার্যমাণাঃ স্ব-সুতগুণকর্মপ্রভাবকথাঃ শৃণ্বতীং স্বয়ঞ্চ কথয়ন্তীং সুতবিরহবিহ্বলাং তাঃ স্বস্ব মনশ্চ সমাশ্বাসয়িতুং তাং সম্বোধ্য বেণুগানগুণপ্রভাবং বর্ণয়ন্তি,—বিবিধেতি। হে সতি, শ্রীযশোদে, বিবিধং গোপানাং চরণান্যাচরণানি গবাং কালেন দোহনবশীকরণাদীনি তেষু বিদগ্ধঃ তব সুতঃ অধরবিম্বে দত্তবেণুঃ সন্ যদা স্বরাণাং ষড়্জাদীনাং জাতীরষ্টাদশমুখ্যাঃ অন্যাঃ সহস্রশো বা অনয়ৎ উন্নীতবান্ কীদৃশীঃ বেণ্বাদ্যবিষয়ে উরুধা বহুপ্রকারা নিজাং স্বস্মাদেব নতু পরস্মাৎ কস্মাচ্চিদপি শিক্ষা যাসু তাঃ। সবনশঃ সময়ে তৎ স্বরজাত্যুন্নয়নং উপধার্য শক্র-সর্ব-পরমেষ্ঠিনঃ পুরোগা মুখ্যা যেষাং তে। শক্রোপেন্দ্রাগ্নিযমাদয়ঃ শর্বকাত্যায়নী স্কন্দ গণেশাদয়। ব্রহ্মা চতুঃসন নারদাদয়শ্চ। কবয়ঃ গানতালাদিসৃষ্টিকর্ত্তারোঽপি। আনতাঃ কন্ধরাশ্চিত্তানি চ যেষামিতি গান মাধুর্যস্বাদানুভাবঃ। ন নিশ্চিতং রাগস্য তালস্য স্বরাদীনাঞ্চ তত্ত্বং স্বরূপং যৈস্তে ততশ্চাজ্ঞানাদ্বেণুমাধুর্যাচ্চ মোহং প্রাপুরহো জগদীশ্বরা যত্র মুমুহুস্তত্র জগদীশিতব্যানামন্যেষাং মোহে কো বিচার ইতি আর্যে জগন্মোহনোঽয়ং তব সুতোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

১৪ / ১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর কোনও কোনও গোপী ঘরে আগমন পর সপ্রিয়ের নিত্যদর্শন সিদ্ধির জন্য একটা যুক্তি বিচার করত কোনও একটা ছল করে ব্রজেশ্বরীর ঘরে গেলেন। সেখানে তখন বিবিধ বৃদ্ধা-যুবতী-বালিকাগণ জটলা পাকিয়ে ব্রজেশ্বরীর পুত্রের গুণকর্মপ্রভাব কথা আলাপ করছিলেন। ব্রজেশ্বরী সেই কথা শুনছিলেন এবং নিজেও মাঝে মাঝে বলছিলেন। এই পুত্র বিরহবিহ্বলা যশোমাকে ও নিজ নিজ মনকে সম্যক্ প্রকারে আশ্বস্ত করার জন্য তাঁকে সম্বোধন করে বেণুগান প্রভাব বর্ণন করতে লাগলেন, 'বিবিধ ইতি'। **হে সতি**—হে শ্রীযশোদে তোমার পুত্র **বিবিধ্রগোপচরণেষু**— গাভীচারণ-কর্মসমূহে ও সময় মত গাভীদের দোহন-বশীকরণাদি ব্যাপারে **বিদগ্ধ**— সুপটু তোমার পুত্র যখন তাঁর অধরবিম্বে বেণুধারণ করত **স্বরজাতী অনয়ৎ**-[শুদ্ধ জাতি সাতটি, যথা—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। আরও ১১টি ষড়্জকৈশিকী ইত্যাদি বিকৃতা জাতি] এই অষ্টাদশ মুখ্যা জাতি বা সহস্র সহস্র জাতি বেণুতে আলাপ করতে লাগলেন। এই স্বরজাতি কিদৃশী বেণুবাদ্য বিষয়ে? **উরুধা নিজশিক্ষাঃ**—'নিজ' নিজের থেকেই কোনও পর থেকে নয়, বহুপ্রকার শিক্ষা যাতে সেই স্বরজাতি। তখন **সবনশঃ**—যথা সময়ে এই স্বরজাতি আলাপ শ্রবণ করত ইন্দ্র-ব্রহ্মা-শিব পুরোগা—মুখ্যা যাঁদের মধ্যে সেই দেবতাগণ। ইন্দ্র বলতে বুঝাচ্ছে ইন্দ্র-উপেন্দ্র-অগ্নি-যমাদি। শিব বলতে বুঝাচ্ছে—শিব, কাত্যায়নী কার্তিক, গণেশাদি।

নিজ-পদাব্জদলৈধ্বর্জ-বজ্র-
নীরজাঙ্কুশ-বিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজ-ভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্য-গতিরীড়িতবেণুঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষণার্পিত-মনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ১৭ ॥

১৬-১৭। **অন্বয়** ঃ [অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ] ধ্বজ-বজ্র-নিরজাঙ্কুশ-বিচিত্রললামৈঃ নিজ পদাব্জদলৈঃ ব্রজভুবঃ খুরতোদং (গবাং খুর-আক্রমণ জন্যাং ব্যথাং) শময়ন্ বর্ষ্মধুর্যগতিঃ (বর্ষ্মণা দেহেন 'ধুর্য' গজ, তদবদ্ গতির্যস্য স) ঈড়িত বেণুঃ (বাদিতঃ বেণুর্যেন সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) [যদা] ব্রজেতি।

[তদা] তেন (নিমিত্তেন) সবিলাস বীক্ষণার্পিত-মনোভববেগাঃ (সবিলাস বীক্ষণেনৈব অর্পিত মনোভববেগ যাসু তাঃ) বয়ং কুজগতিং (বৃক্ষভাবং) গমিতাঃ (প্রাপিতাঃ সত্যঃ) কশ্মলেন (মোহেন) কবরং বসনং বা ন বিদামঃ।

১৬-১৭। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর অন্য যূথস্থা কোনও গোপী বেণুগীত শ্রবণে নিজের যে মোহ তা নিজ সখীর কাছে বলছেন— গজরাজ গতি কৃষ্ণ যখন ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম-অঙ্কুশাদি চিহ্নে শোভিত নিজ পদকমলের দ্বারা গোখুর-আক্রমণ জনিত ব্রজভূমির ব্যথা উপশম করে দিতে দিতে চলতে থাকেন বেণুবাদন সহকারে।

তখন তাঁর সবিলাস কটাক্ষে অর্পিত-কামবেগাকুলা আমরা বৃক্ষের ন্যায় জড়দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকি। মোহবশতঃ কেশবন্ধন বা পরিধেয় বসন যে খুলে খুলে পড়ে যায়, তা বুঝতে পারি না।

ব্রহ্মা বলতে বুঝাচ্ছে—ব্রহ্মা, চতুঃসন, নারদাদি। **কবয়ঃ**—গানতালাদি সৃষ্টিকর্তাগণও। **আনত-কন্ধরচিত্তাঃ** - অবনত স্কন্ধদেশা ও চিত্তা সেই দেবতাগণ —এ হল গানমাধুর্য আস্বাদনের অনুভাব। **অনিশ্চিত তত্ত্বাঃ**—রাগ তাল স্বরাদির 'তত্ত্ব' স্বরূপ বুঝে উঠতে পারল না যাঁরা, সেই দেবতাগণ অতঃপর বুদ্ধি-ভ্রম হেতু ও বেণুমাধুর্য হেতু মোহিত হল—অহো জগতের ঈশ্বরগণ যে বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হন সেখানে তাঁদের দাসভূত জীবসকল যে মোহ প্রাপ্ত হবে, এতে আর বলবার কি আছে—হে আর্য্যে! আপনার এই পুত্র জগন্মোহন হয়ে উঠল-যে। ॥ বি° ১৪-১৫ ॥

১৬-১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ তদন্তরজাতলীলাময়ী গোপনীয়রসনিবদ্ধা পুনরেকা কাচিদেকান্তগোষ্ঠী সংগৃহ্যতে। তত্র তাদৃশ-নানাতৎকথাশ্রয়েণ লঙ্ঘিতেঽপি তৃতীয়ে যামে নাগতে শ্রীভগবতি কাশ্চিদুৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ গোপিকাঃ গো-পরাবৃত্তিসময়ে তদন্বেষণার্থং পুষ্পাবচয়াদিমিষেণ কদাচি-

দগচ্ছন্তি চ, বনমধ্যং তত্র দৃষ্টং দিনান্তরে প্রস্তবন্তি চ। তদেবমবতারিকা—অহো প্রাণসখ্যস্তত্র তত্র চান্যেষামস্তু মোহকথা, স্ফুটমস্মাকমেব শ্রূয়তামিতি ভাববৈবশ্যেনাহুঃ—নিজেতি, নিজশব্দেনসাধারণত্বং ব্যজ্যতে, বহুত্বং গৌরবেণ, প্রতিন্যাসমপূর্ব্বরূপত্ববিবক্ষয়া বা, নিজত্বাদেব ধ্বজাদীনি বিচিত্রাণি অদ্ভুতানি ললামানি যেষু তৈঃ, যদ্বা, ধ্বজাদিভির্বিচিত্রৈ র্ললামৈশ্চ সুন্দরৈঃ; উপলক্ষণানি চৈতানি প্রসিদ্ধানাং চক্রাদীনামনতিপ্রসিদ্ধানামষ্টকোণাদীনাঞ্চ, ব্রজভুবঃ ব্রজসম্বন্ধিগো-প্রচারভূমেঃ, লক্ষণয়া তদ্গততৃণাদীনামিত্যর্থঃ। গবাদিখুরাক্রমণব্যথাং শময়ন্নিতি গবাং পশ্চাৎ পশ্চাদগচ্ছতো ভগবতঃ পাদাব্জস্পর্শস্বভাবত এব সদ্যস্তৃণাদ্যঙ্কুরোৎপত্তেঃ। অতএবাসংখ্যধেনুবৃন্দনিত্যচার-সমাবেশঃ স্যাৎ। তত্র বিলাসমাহুঃ—বর্ষ্মধূর্য্যগতিঃ। গজেন্দ্রবচ্ছনৈঃ শনৈর্লীলয়া চলন্নিত্যর্থঃ। যত ঈরিতবেণুঃ শীঘ্রগমনে সমাগ্বেণুবাদনাসম্পত্তেঃ; যদ্যপি স্বাভাবিকমেব তস্য তত্তথাপি বিলাসবিশেষেণ বিশিষ্টমপি স্যাদিতি তথোক্তং, ততোঽস্মদ্দৃষ্টিবিষয়েত্বধিকমেব তথা চরিতমিতি ব্যঞ্জিতম্। ব্রজতি ইতস্ততো ভ্রমতীত্যর্থঃ। তেন করণভূতেন যৎ সবিলাসং সলীলং বীক্ষণম্। অস্মাসু তত্র তত্র চ দৃষ্টিঃ তেনার্পিতোঽন্তর্নিহিতো মনোভবস্য বেগো যাসু তাঃ, ইতি স্বতোঽতিকাতর্য্যত্বমুক্তং, কুজগতিঃ স্থাবরত্বং জাড্যমিত্যর্থঃ, গমিতাঃ প্রাপিতাঃ। যদ্বা, তেনেতি কুজগতিগমিতত্বে সবিলাসে সতি ন বিদাম ইত্যত্র হেতুর্বিবেচনীয়ঃ তস্য ব্রজনেনাস্মাকমগত্বং বৈদগ্ধ্যা চ মুগ্ধত্বমিতি কারণবৈপরীত্যেনাদ্ভুতত্বং, ততস্তস্য পরমমোহনত্বং, স্বেষাং দৈন্যঞ্চ দর্শিতম্। কবরং বসনং বা ন বিদ্মঃ, স্খলিতমিতি শেষঃ। তদনুক্তির্লজ্জয়া কবরমিতি কিয়ৎ বসনমপীত্যর্থঃ। বা সমুচ্চয়ে টীকায়ামপি তথৈব। জী° ১৬-১৭॥

১৬-১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর সেই হৃদয়ে জাত লীলাময়ী গোপনীয় রস-খচিত কোনও এক একান্ত গোষ্ঠীর কথা পুনরায় বর্ণিত হচ্ছে। তাদৃশ নানা কৃষ্ণকথা আশ্রয়ে দিনের তিন প্রহর চলে গেলেও শ্রীকৃষ্ণ যদি ঘরে ফিরে এল না, তখন কোনও কোনও উৎকণ্ঠিত চিত্তা গোপী কৃষ্ণের ধেনুসহ ঘরে ফেরার সময়ে তাঁর অন্বেষণের জন্য পুষ্পচয়নচ্ছলে কোনও একদিন বনমধ্যে যান, সেখানে কৃষ্ণকে দেখেন পরে দিনান্তরে এখানে সেই প্রস্তাব উত্থাপন করছেন—ইহাই এই শ্লোকের অবতরনিকা—অহো প্রাণসখীগণ পূর্বে অন্যদের যে সব মোহকথা বলা হল, তা থাকুক—এখন আমাদের নিজ চোখে দেখা যে স্পষ্ট কথা, তাই শোন-না, এই আশয়ে ভাববৈবশ্যে বলছেন—নিজ ইতি। এখানে 'নিজ' শব্দটি অসাধারণতা ব্যঞ্জক—'দলৈঃ' চরণ দুটি হলেও বহুবচন প্রয়োগ গৌরবে—বা প্রতিপদক্ষেপ বক্তব্য হওয়ায় বহুবচন প্রয়োগ। নিজ চরণের হওয়া হেতু ধ্বজাদি চিহ্ন সকল বিচিত্র—বিস্ময়জনক। —এই চিহ্নসকল বিশিষ্ট নিজপদাব্জদলের দ্বারা ব্রজভূমির ব্যথা দূর করতে করতে। অথবা, ধ্বজাদি দ্বারা বিচিত্র ও 'ললামৈ' সুন্দর চরণদলের দ্বারা - এখানে ধ্বজাদি শব্দে লক্ষণা দ্বারা প্রসিদ্ধ চক্রাদি নামক ও অতি প্রসিদ্ধ অষ্টকোণাদি নামক যত কৃষ্ণচরণ চিহ্ন আছে, সব কটিকেই বুঝাচ্ছে। ব্রজভুবঃ— ব্রজসম্বন্ধীয় গো-চারণভূমি। — লক্ষণা দ্বারা সেই ভূমিজাত তৃণাদিকে বুঝাচ্ছে। খুরতোদং— ধেণুদের খুরের আঘাত জনিত ব্যথা

শময়ন্—উপশম করে দিতে দিতে। ধেনুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলা কৃষ্ণের পদকমলের স্পর্শ-স্বভাবেই সদ্য তৃণাদি অঙ্কুর উদগম হেতু উপশম। অতএব অসংখ্য ধেনুবৃন্দের নিত্য আহার সংস্থান হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের বিলাস বলা হচ্ছে, **বর্ষ্মধুর্যগতিঃ**—গজেন্দ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে লীলায় চলমান—**ঈড়িতবেণুঃ**—বেণু বাজাচ্ছিলেন—দ্রুত গমনে বেণুবাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তাই ধীরে ধীরে। যদিও স্বাভাবিক ভাবেই তার সেরূপ গতি, তথাপি বিলাস বিশেষে ঐ গতিবিশিষ্ট হয়ে উঠে, তাই তথা উক্ত হল। —অতঃপর অনুরাগিণী আমাদের দৃষ্টি বিষয়ে তো ঐ চলন অধিক অধিক রসময়ী হয়ে উঠে, এরূপ ধ্বনি। **ব্রজতি**—ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকেন। **তেন**—এই ঘুরে বেড়ানোর উপলক্ষে **সবিলাস বীক্ষণার্পিত**—আমাদের প্রতি সেই সেই স্থানে যে সলীল দৃষ্টি, তার দ্বারা অর্পিত কামবেগে অধীরচিত্তা 'বয়ং' আমরা—এইরূপে স্বতঃ অতি কাতরতা প্রকাশিত হল গোপীদের বাক্যে। **কুজগতিং গমিতা**—বৃক্ষের ধর্ম অর্থাৎ জাড্য দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকি। অথবা **তেন**—কৃষ্ণের যে লীলায় ঘুরে বেড়ানো, তার দ্বারা আমাদের স্থাবরতাপ্রাপ্তি, এখানে হেতু বিবেচনীয়—কৃষ্ণের যে ঘুরে বেড়ানো তার দ্বারা আমাদের স্থাবরতা প্রাপ্তি, আর তাঁর বৈদগ্ধী দ্বারা মুগ্ধতা প্রাপ্তি—এইরূপে কারণ-বৈপরীত্যে অদ্ভুতত্ব। অতঃপর কৃষ্ণের পরম মোহনত্ব আর নিজেদের দৈন্য দর্শিত হল। **ন বিদামঃ কবরং বসনং বা**—কেশ বন্ধন বা পরিধেয় বসন সম্বন্ধে বোধ থাকে না অর্থাৎ খুলে খুলে পড়ে যায়, তার বোধ থাকে না। মূলে 'খুলে যায়' অনুক্তি লজ্জায়। জী° ১৬-১৭॥

১৬-১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অথান্যা যূথস্থাঃ স্বসখীঃ প্রতি বেণুহেতুকং স্বমোহমেবাহুঃ—নিজপদান্যেব অব্জদলানি তৈঃ কীদৃশৈঃ ধ্বজাদীনি বিচিত্রাণি ললামানি চিহ্নানি যেষাং তৈঃ। গোষ্ঠগমনসময়ে অগ্রতো গতানাং গবাং খুরতোদং খুরাক্রমণব্যথাং ব্রজভুবঃ শময়ন্ তদুপরি স্বচরণাব্জন্যাসেন শময়িতুং যদা বর্ষ্মণা দেহেন ধুর্যো গজস্তদ্গতির্যস্য স কৃষ্ণো ব্রজতি তদা তেন কৃষ্ণেন সবিলাসবীক্ষণেনৈবার্পিতো মনোভববেগো যাসু তা বয়ং কুজা বৃক্ষাস্তেষামিব গতিং গমিতাঃ প্রাপিতাঃ সত্যো মোহেন কবরং বসনং বা ন বিদামঃ। তয়োঃ স্খলনং ন জানীম ইত্যর্থঃ তেন ব্রজভুবঃ খুরতোদং চরণাম্বুজন্যাসেন শময়ামাস। ব্রজসুভ্রুবান্তু মনসিজতোদং নয়নাম্বুজন্যাসেনোৎপাদয়ামাসেত্যেবমেবাস্মাকং ললাটমিতি দ্যোতিতম্॥ বি° ১৬-১৭॥

১৬-১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অন্য যূথস্থা কোনও গোপী বেণুগীত শ্রবণে নিজের যে মোহ, তা বলছেন—**নিজপদাব্জ দলৈঃ**—নিজের চরণযুগল পদ্মদল স্বরূপ, তার দ্বারা। উহা কিরূপ? ধ্বজাদি বিচিত্র **ললামৈঃ** চিহ্ন সমূহে শোভিত। গোষ্ঠগমন সময়ে আগে আগে চলমান গো সকলের খুরাঘাতে ব্রজভূমির যে ব্যথা, তা **শময়ন্**—তদুপরি নিজচরণপদ্ম স্থাপন করত উপশম করে দেওয়ার জন্য যখন **বর্ষ্ম ধুর্য-গতি**—গজেন্দ্রগতি কৃষ্ণ চলতে থাকেন, তখন **তেন**—সেই কৃষ্ণের দ্বারা **সবিলাস ইতি**—সবিলাস কটাক্ষে যাঁদের হৃদয়ে কামবেগ অর্পিত হল সেই **বয়ং**—আমরা **কুজগতিং**—'কুজা' বৃক্ষের গতি **গমিতা**—প্রাপ্ত হয়ে মোহে কবরী বা বসন ভুলে যাই।

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥ ১৮ ॥
ক্বণিত-বেণুরব-বঞ্চিত-চিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ১৯ ॥

১৮/১৯। **অন্বয়ঃ** মণিধরঃ (গো-গণন সঙ্খ্যান মণিমালাধরঃ) দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ মালয়া (দয়িতগন্ধত্বেন তুলস্যাঃ মালয়া পত্রাদি নির্মিতয়া সদা বিশিষ্টঃ কৃষ্ণঃ) ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ দেশে) [তৈঃ মণিভিঃ] গাঃ আগণয়ন্ (সমন্ততঃ গণয়ন্) প্রণয়িনঃ (প্রিয়স্য) অনুচরস্য অংসে ভুজং প্রক্ষিপন্ যত্র (যদা) কদা (কদাচিৎ) অগায়ত [তদা] ক্বণিত-বেণুরব-বঞ্চিতচিত্তাঃ কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ (কৃষ্ণহরিণ ভার্য্যাঃ) হরিণ্যঃ গুণগণার্ণং (গুণসমুদ্রং কৃষ্ণং) অনুগত্য (প্রাপ্য) বিমুক্তগৃহাশাঃ গোপিকা ইব কৃষ্ণং [এব] অন্বসত কৃষ্ণমেবাশ্রিতাঃ)।

১৮/১৯। **মূলানুবাদঃ** বেণুধ্বনি শ্রবণহেতু নিজেদের মোহের মতো বনস্থ মৃগীদেরও যে মোহ হয়, তাই বলা হচ্ছে — গোগণের সংখ্যা রাখার মণিমালাধারী কৃষ্ণ প্রিয়গন্ধী তুলসীমালায় শোভিত হয়ে কোনও প্রদেশে গাভী সকলকে সকল দিক থেকে ডেকে এনে তাঁর মণিমালায় গণনা করত প্রিয় সখার স্কন্ধে বাহু প্রসারিত করে দিয়ে যখন বেণুতে গান ধরেন তখন ধ্বনিত বেণুরবে অপহৃতচিত্তা কৃষ্ণসার মৃগী সকল গুণসমুদ্র কৃষ্ণকে পেয়ে তাদের গৃহ ও ভোজন ত্যাগ করত গোপীকা-দের মতো সব কিছু ছেড়ে কৃষ্ণকে আশ্রয় করে থাকে। ॥ জী° ১৮-১৯ ॥

এসব যে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারি না। কৃষ্ণ ব্রজভূমির গোখুর-আঘাত তাঁর পাদপদ্ম স্থাপন করত উপশম করে দেন। কিন্তু এই ব্রজসুন্দরীদের কাম-ব্যথা নয়ন কমলের কটাক্ষে জন্মালেন— এ আম'দের ললাটেরই লিখন, এরূপ ব্যঞ্জনা। বি° ১৬-১৭ ॥

১৮-১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথাপরাহ্নে স্বীকৃতবেশান্তরো গৃহাগমনায় মন্দুর্বেণুগানেন গাঃ সমাহরতি গণয়তি চ; অহো বত তত্র মৃগ্যোঽপ্যাক্রিয়ন্তে, কিমুত বয়ং গোপ্য ইত্যাহুঃ—মণীতি; মণিমালাধারী সন্ গা আগণয়ন্ জগৌ, ক্রমশস্তত্তদ্যূথমুখ্যমুখ্যায়া নাম বেণুনা গায়তি স্ম। তাস্তথৈব স্বস্বযূথেনাগতা - স্তত্তদ্বর্ণাদিসঙ্কেতীকৃত - তত্তন্মণিমালয়া স্ম চেত্যর্থঃ। যদ্যপি 'কৃষ্ণ - বৎসৈরসংখ্যাতৈঃ' (শ্রীভা ১০।১২।৩) ইতি পূর্ব্বোক্তং, তথাপি যূথেশাদি - গণনাভিপ্রায়েণৈ-বেদমুক্তম্, তদ্বুদ্ধিপ্রাবীণ্যাভিপ্রায়েণ বা। 'উপর্য্যপরিবৃদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ' ইতি ন্যায়েন, দয়িত-গন্ধত্বেন তুলস্যা মালয়া পত্রাদিনির্ম্মিতয়া সদা বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ভ্রমরগানং মালায়াং প্রকল্প্য

সাপত্ন্যেন সের্ষামাহুঃ - তয়া সহাগায়তেতি। তস্যা ধাষ্ট্যং ব্যঞ্জিতং, কুর্ব্বন্নগায়ত ? কিঞ্চিন্নীচভূমিকাস্থিতস্য অনুচরস্যাংসে ভুজং বামং দক্ষিণমেব বা কূর্পরোর্দ্ধভাগং প্রক্ষিপন্ লীলয়া বিন্যসন্, অতঃ স এব প্রেমযুক্তসৌভাগ্যবান্, ন তু বয়মিতি ভাবঃ। ক্বণিতবেণুরবেতি বক্ষ্যমাণত্বাদ্বেণুনৈবাগায়দিতি সিদ্ধং, ক্বণিতেতি বিশেষণেন ক্বণনবিশেষেণ বাদিতো যো বেণুস্তস্য রবেণ বঞ্চিতানি প্রলম্ভিতানি তৎপূর্ব্বকমপহৃতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ, কৃষ্ণেতি দেশপাবন - পতিকা অপীত্যর্থঃ। গৃহিণ্য ইতি মানুষজাতিবৎ পত্যুঃ পরমপ্রেয়স্যোঽপীত্যর্থ। কৃষ্ণমন্বসত, তৎপরিত্যাগেন কৃষ্ণমেবাশ্রিতা ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ —গুণগণার্ণমিতি কৃষ্ণগৃহিণ্য ইতি, শ্লেষেণাপি কৃষ্ণস্য ভার্য্যাত্বং প্রাপ্ত ইতি নর্ম, বিমুক্তেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা, বিমুক্তা গৃহা আশাশ্চ আশনং যাভিস্তাঃ গৃহং পত্যাদিপরিকরঃ, বয়মিত্যনুক্ত্বা গোপিকা ইত্যুক্তং, গোপিকাজাতিত্বেনৈব তদেকস্বভাবসিদ্ধেঃ। তদভাবেঽপি তাসামিত্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা, বয়মিত্যুক্তেরপি গোপিকা ইত্যস্য রসবিশেষপোষকত্বং পরোক্ষবচনাং ॥ জী° ১৮-১৯ ॥

১৮-১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অপরাহ্নে অন্য বেশ করে নিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য বারম্বার বেণুগানের দ্বারা ধেনু সকলকে এক জায়গায় এনে জড় করেন ও গুণে নেন। —অহো কি আশ্চর্য এই বেণু গান মৃগাদিকেও আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। গোপী আমাদের কথা আর বলবার কি আছে? এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'মণীতি'। **মণিধ্বরঃ**— মণিমালাধারী কৃষ্ণ **গা আগণয়ন্**—ধেনু সকলের নাম বেণুতে গান করেন—ক্রমশঃ সেই সেই যূথের মুখ্যা-মুখ্যার নাম বেণুতে গান করে থাকেন। ধেনুসকল বেণুগান শুনে নিজ নিজ যূথের সহিত এলে, কাল-সাদা প্রভৃতি বর্ণাদি বোধক সেই সেই মণিমালায় গণনা করে নেন, এরূপ অর্থ। যদিও শ্রীভাগবতের (১০।১২।৩) শ্লোকে দেখা যায় 'কৃষ্ণের বৎসকুল অসংখ্য' তথাপি যূথপ্রধান প্রভৃতির গণনা আশয়ে এরূপ বলা হল, বা কৃষ্ণের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আশয়ে এরূপ বলা হল—'যতদূর পর্যন্ত বুদ্ধির গতি হতে পারে তারও উপরে ঈশ্বরের বুদ্ধি বিচরণ করে থাকে।' এই ন্যায়ে। **দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ**- দয়িতের গন্ধবাসিত তুলসীর পত্রাদি নির্মিত **মালয়া**—মালায় সদা বিশিষ্ট কৃষ্ণ। অথবা, মালায় গন্ধলুব্ধ ভ্রমরীর গান ধারণা করে নিয়ে সপত্নীভাবে ঈর্ষার সহিত বলছেন, অহো মালাসহ বিরাজমান কৃষ্ণ যখন গান করেন, ভ্রমরীর ধৃষ্টতা ব্যঞ্জিত হচ্ছে। কি ভঙ্গীতে বেণু বাজান? এরই উত্তরে- কিছুটা নীচুভূমিতে দাঁড়ানো সখার স্কন্ধে বাম বা দক্ষিণ বাহুর কনুই-র উপরিভাগ **প্রক্ষিপন্**—লীলায় বিন্যস্ত করত বেণু বাজান। অতএব এই সখাই প্রেমযুক্ত সৌভাগ্যবান্, আমরা নই, এরূপ ভাব। **ক্বণিত বেণুরব**—এরূপ বলা হেতু বুঝা যাচ্ছে, বেণুতেই কৃষ্ণ গেয়ে থাকেন। 'ক্বণিত' বিশেষণ দেওয়ায় বুঝা যাচ্ছে বেশ জোরে জোরেই বেণুধ্বনি করেন। এই বেণুরব শুনে **বঞ্চিত চিত্তঃ**—প্রবঞ্চিতা হল, তৎপর অপহৃত চিত্তা হল। **কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ**—'কৃষ্ণ' কৃষ্ণসার মৃগীসকল। এ পদের ধ্বনি—এরা দেশপাবন-পতিমনা হয়েও,— 'গৃহিণ্যঃ' মানুষ জাতিবৎ পতির পরমপ্রেয়সী হয়েও, এরূপ অর্থ। **কৃষ্ণমন্বসত**- নিজ পতিকে পরিত্যাগ করে. কৃষ্ণকেই একান্তভাবে আশ্রয় করল। এ বিষয়ে হেতু - কৃষ্ণ হলেন গুণসমুদ্র, আর ওরা হল

'কৃষ্ণগৃহিণী' কৃষ্ণের ভার্যাত্ব প্রাপ্তা, এরূপে নর্ম প্রকাশ পেল। **বিমুক্তগৃহাশাঃ** [শ্রীসনাতন—নিজেদের ও কৃষ্ণসারদের স্বভাবের ঐক্য বলবার ইচ্ছায় এই পদটি ব্যবহার করা হয়েছে—'বি' বিশেষভাবে স্নেহাদি পরিত্যাগ করত সমূলভাবে মুক্তা—'গৃহেষু' গৃহ ও গৃহসম্বন্ধী অন্য বস্তুসকলের 'আশা' বাঞ্ছাও পরিত্যাগ করা মৃগীগণ।] অথবা, **বিমুক্তগৃহাশাঃ**—মৃগীগণ পরিত্যাগ করল গৃহ ও আশা অর্থাৎ ভোজন, 'গৃহং' পতিপ্রভৃতি পরিকর। **গোপীকা ইব**—'বয়ং' অর্থাৎ 'আমরা' না বলে 'গোপীকা' বলা হল, 'গোপীকা' পদের ধ্বনি লক্ষ্য করে, গোয়ালিনী জাতি স্বভাবেই কৃষ্ণৈক প্রাণতা স্বভাবসিদ্ধ হওয়া হেতু। গোয়ালিনী স্বভাব না হয়েও এই মৃগীসকল সব কিছু ছেড়ে কৃষ্ণের আশ্রয় নিল, ইহাই অভিপ্রায় এখানে। অথবা, 'বয়ম' উক্তি থেকেও 'গোপীকা' উক্তির রসবিশেষ · পোষকতা গুণ আছে প্রত্যক্ষ কথা না হওয়ায়, এই অভিপ্রায় ॥ জী° ১৮-১৯ ॥

১৮-১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গোষ্ঠস্থানাং স্বেষাং মোহমিব বনস্থানাং মৃগীণাং বেণুহেতুকং মোহমাহুঃ—মণিধরঃ গোগণসংখ্যানমণিমালাধরঃ। শুক্লরক্তশ্যামপীতানাং চতুর্ণাং বর্ণানাং প্রত্যেকং পঞ্চবিংশতিপ্রভেদৈঃ শতং বর্ণা ভবন্তি। তথৈব চিত্রিতত্ব চন্দনতিলকত্বাদিবর্ণৈর্মৃদঙ্গমুখতাদ্যাকারৈশ্চান্যোঽপ্যষ্টপ্রভেদা ভবন্তি। ততশ্চ তত্তদ্বর্ণাকারৈরষ্টোত্তরশতমণিগোলকৈর্গোগণনার্থং কৃষ্ণেন গোজপমালিকা ক্বাপ্তি তাং মালাং গৃহীত্বৈবাসঙ্খ্যানামপি গবামষ্টোত্তরশতং যূথান্ পৃথক পৃথক বর্ণান্ গণয়তি। তথাহি—হিহী ধবলীযূথো যথা আয়াতি তথৈব হংসী চন্দনী গঙ্গে মুক্তে ইত্যাহ্বানেন তৎপ্রভেদাশ্চতুর্বিংশতিরন্যেঽপি যূথা আয়ান্তি। এবমরুণী, কুঙ্কুম, সরস্বতীত্যাদি সংজ্ঞাঃ, শ্যামলা, ধূমলা, যমুনেত্যাদি সংজ্ঞাঃ, পীতা, পিঙ্গলা, হরিতালিকেত্যাদি সংজ্ঞাঃ চিত্রিতা, চিত্রতিলকা, দীর্ঘতিলকা, তির্যকতিলকেত্যাদি সংজ্ঞাঃ, মৃদঙ্গ মুখী, সিংহমুখীত্যাদি সংজ্ঞাশ্চ স্বস্ব নামভিরাহূতা আয়ান্ত্যতো বনাদেগাষ্ঠগমনসময়ে কাশ্চনাপি গাবো বিস্মৃতা মা ভবেয়ুরিত্যাকৈকমণিগোলকাবর্তনেন গা গণয়ন্। দয়িতগন্ধা তুলসী তস্যা মালয়া সহ বর্তমানঃ। প্রণয়িনঃ প্রিয়স্যানুচরস্য স্কন্ধে ভুজং প্রক্ষিপন্ যদা অগায়ত তদা ক্বণিতস্য বেণো রবেণ বঞ্চিতান্যপহৃতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ, কৃষ্ণস্য কৃষ্ণসারস্য গৃহীণ্যো হরিণ্যঃ কৃষ্ণং অন্বসত অন্বাসত অন্ববর্তন্তেত্যর্থঃ। যতো গুণগণার্ণং গুণসমুদ্রং কৃষ্ণং অনুগম্য প্রাপ্য তদ্গুণানাস্বাদ্যেত্যর্থঃ। বিমুক্তা গৃহাশা যাভিস্তা গোপিকা ইব বয়মপ্যেবং বৃত্তা ভবামঃ ॥ বি° ১৮-১৯ ॥

১৮-১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বেণুধ্বনি শ্রবণহেতু নিজেদের মোহের মতো বনস্থ মৃগীদেরও যে মোহ হয়, তাই বলা হচ্ছে—**মণিধরঃ**—গোগণের সংখ্যা রাখার মণিমালাধারী (কৃষ্ণ)। সাদা, লাল, কাল, পীত—এই চার বর্ণের প্রত্যেকের ২৫ প্রকার ভেদ থাকায় একশত বর্ণের মণিগুটি হল। এবং চিত্রিত চন্দনতিলক বর্ণে ও মৃদঙ্গমুখ আকারে অন্য অষ্ট প্রভেদও বর্তমান। অতঃপর সেই বর্ণ আকারের ১০৮টি মণিগুটিদ্বারা গো সকলের গণনার জন্য কৃষ্ণ একটি গোজপ মালিকা করে নিয়েছে। ধেনুসকল অসংখ্য হলেও এই মালিকা হাতে নিয়েই পৃথক পৃথক বর্ণের ১০৮টি যূথ

কুন্দ-দাম-কৃতকৌতুক-বেষো
গোপ-গোধন-বৃতো যমুনায়াম্ ।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ২০ ॥

মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্ মলয়জ-স্পর্শেন ।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ২১ ॥

২০-২১। **অন্বয়** ঃ [হে] অনঘে ! (হে শুদ্ধশীলে যশোদেঃ) তব বৎস নন্দসূনুঃ কুন্দদাম-কৌতুকবেষঃ, গোপগোধনবৃতঃ, প্রণয়িনাং নর্মদঃ সপরিহাস-কেলিভিঃ সুখদঃ [সন্] যমুনায়াং [যদা] বিজহার (ক্রীড়তি স্ম)

[তদা] মন্দবায়ুঃ মলয়জ স্পর্শেন মানয়ন্ (তং কৃষ্ণং পূজয়ন্) অনুকূলং উপবাতি (বীজয়তি) [তথা] বন্দিনঃ (স্তাবকাঃ) যে উপদেবগণাঃ (গন্ধর্বাদিগণাঃ) বাদ্যগীতবলিভিঃ (বাদ্যগীত পুষ্পবর্ষাদিভিঃ) [তং শ্রীকৃষ্ণং] পরিবব্রুঃ (পরিত উপাসতে)।

২০-২১। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর ব্রজেশ্বরীর ঘরে আগতা গোপীগণ তাঁকে পুত্রের আগমন বিলম্বে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন বিলম্বের কারণ বলে—

হে শুদ্ধশীলে মাযশোদে ! গোপবালক ও গোধনে পরিবৃত সখ্যময় স্নেহবিশিষ্ট, সপরিহাস খেলায় বালকদের সুখদ ও কুন্দমালায় ক্রীড়া উৎসব-উপযোগী বেশে সজ্জিত তোমার বৎস নন্দনন্দন যখন যমুনাতটে পায়চারী করতে থাকেন—

তখন মলয় পর্বতে উৎপন্ন চন্দন তরুর স্পর্শে গৃহীত সুগন্ধ ও শীতলতা ভারে মন্দ মন্দ প্রবাহিত বায়ু আপনার পুত্রের সম্মানে অনুকূল ভাবে বইতে থাকে। স্তুতিকার গন্ধর্বাদি বাদ্যাদি উপাচারে সর্বতোভাবে উপাসনা করতে থাকে।

গণনা করল কৃষ্ণ—গণনার রীতি এইরূপ, যথা—'হিহি ধবলি' বলে ডাকলে যেমন 'ধবলিযূথ' এসে গেল, সেইরূপ হংসি, চন্দনি, গঙ্গে, মুক্তে ইত্যাদি বলে ডাকলে অন্য ২৪ প্রকার যূথগত ধেনুসকলও এসে গেল। এইরূপে অরুণী, কুঙ্কুম, সরস্বতী ইত্যাদি নামক – শ্যামলা, ধূমলা, যমুনা ইত্যাদি নামক— পীতা, পিঙ্গলা, হরিতালিকা ইত্যাদি নামক – চিত্রিতা, চিত্রতিলকা, দীর্ঘতিলকা, বাঁকাতিলকা ইত্যাদি নামক – মৃদঙ্গমুখী, সিংহমুখী ইত্যাদি নামক ধেনুসকল নিজ নিজ নামে ডাক শুনে এসে গেল। সুতরাং বনের থেকে গোষ্ঠে (গোশালায়) আসার কালে কোনও একটি ধেনুও ভুল হল না – এইরূপে এক একটি মণিগুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধেনু গণনা করলেন - দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ মালয়া— প্রিয়গন্ধী-

তুলসীর মালায় শোভন কৃষ্ণ। **প্রণয়িনঃ**—প্রিয় সখার স্কন্ধে ভুজদণ্ড বিস্তার করে দিয়ে যখন বেণুধ্বনি করলেন. তখন ধ্বনিত বেণুরবে **বঞ্চিত**—অপহৃত চিত্তা কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ—কৃষ্ণসারের গৃহিনী অর্থাৎ হরিণী সকল কৃষ্ণকে **অন্বসত**—[অন্বাসত] অনুসরণ করে থাকে। কারণ গুণগণার্ণং গুণসমুদ্র কৃষ্ণকে **অনুগত্য**—পেয়ে তার গুণসমূহ আস্বাদন করত **বিমুক্তগৃহাশাঃ**—গৃহ ও ভোজন পরিত্যাগ কারিণী। **গোপিকা ইব**—গোপীদের মতো আমরাও এইরূপ চরিত্রের হব॥ বি° ১৮-১৯॥

২০-২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ পুনর্ব্রজেশ্বরী-সভাগতং, পূর্ব্বোক্ত গোসমাহরণাদি-সাময়িকলীলানন্তরং লীলাবর্ণনং সংগৃহ্যতে। তচ্চ সমাহরণং দ্বিতীয়-জলপানসময় এব স্যাদিতি ব্যজ্যতে চ। তত্র তাদৃশীঞ্চ লীলাং স্বয়মনুভূয় কালাতিক্রমেণার্ত্তাং তন্মাতরং তদাগমনবার্ত্তয়া স্বস্থয়িতুমভিগম্য পূর্ব্ববদাহুঃ— কুন্দেতি যুগ্মকত্রয়েণ। কুন্দেতি মন্দেতি চ কার্ত্তিকমাসোঽয়মিতি লভ্যতে, বসন্তে কুন্দা-নর্হত্বাৎ, হেমন্তশিশিরয়োর্বায়োর্দ্বেষাচ্চ। তত্র চ তদীয়েন সর্ব্বসুখদ-লীলত্বেন সর্ব্বসেবাসুখপাত্রত্বেন চ তাং স্বস্থয়ন্তি, বিলম্বে কারণমপি নিবেদয়ন্তি—কুন্দেতি। যমুনায়াং বিজহার তস্যা জলে স্নানকেলিং বিধায় তীরে সবিলাসং চিক্রীড়েত্যর্থঃ। কীদৃশঃ সন্ বিজহার? তত্রাহুঃ—কুন্দদামেতি। সমস্তদিন-ভ্রমণশ্রান্ত্যা স্নানস্যাপেক্ষত্বাৎ কুন্দদাম্নাং জলক্লিন্নতায়ামরুচিপ্রদত্বেন তৎপশ্চাদ্ভাবযোগ্যত্বাচ্চ। তত্র সর্ব্বসুখদ-লীলত্বাদিকং বদন্ত্যো বিলম্বে কারণমপি সূচয়ন্তি—গোপেত্যাদিভিঃ। তস্য চ তাদৃশত্বং যুবয়োঃ পুত্রত্বাদনুরূপ-মেবেত্যর্থঃ। সর্ব্বানন্দকতয়া তন্মাম্না প্রসিদ্ধস্য সূনুঃ। ন বিদ্যতে অঘং দুঃখং সর্ব্বেষামপি, যতঃ হে তথাভূতে ইতি তথৈব সর্ব্বানন্দিন্যাস্তব চ বৎস ইত্যর্থঃ। তত্র বৎস ইতি ধেনূনাং বৎস ইব পরমস্নেহবিষয় ইত্যর্থঃ। অতস্তব ত্বত্যর্থং বৈয়গ্র্যং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। গোপেতি - জলাদিতৃপ্ততয়া স্থগিতগমনৈর্গোপৈর্গোধনৈশ্চাবৃত ইত্যর্থঃ। তত্রাপি প্রণয়ঃ সখ্যময়স্নেহস্তদ্বতাং নর্ম্মদঃ সপরিহাস-কেলিভিঃ সুখদ ইত্যর্থঃ। কৌতুকং ক্রীড়োৎসবো হর্ষো বা। বেশোঽবতংসাদ্যলঙ্কারঃ। এবং পূর্ব্ববেশ-পরিত্যাগেন বেশান্তরং জ্ঞেয়ম্। অনুকূলং প্রিয়ং, যদ্বা, পৃষ্ঠবায়ুত্বেন গমনানুকূলং যথা স্যাদিতি সোঽপি তৎস্বৈরচারিতায়াং সহায় ইতি ভাবঃ। অতো মন্দপদং শ্লিষ্টমপি জ্ঞেয়ম্। তমিতি কর্ম্ম-পদসম্বন্ধাৎ উপবাতি বীজয়তীত্যর্থঃ। যদ্বা, উপ সমীপে বাতি; যত্রাসৌ তত্রৈব তাদৃশোবায়ুর্নান্যত্রেত্যর্থঃ। মানয়ন্ পূজয়ন্ মলয়জেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র মলয়জো দক্ষিনো বায়ুরিতি পক্ষে বৈকল্পিকো বিসর্গলোপঃ। শরদি তস্য চ সদ্ভাবাৎ তাদৃশানুকূল্যায় তু সুতরাং পৃষ্ঠবায়ুত্বপক্ষে সোঽপ্যনুকূলং যথা স্যাত্তথৈবোপবাতীত্যর্থঃ। উপদেবা গন্ধর্ব্বাদয়ো যে তে সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ। বন্দিন ইতি গীতেতি চ গীতদ্বারা স্তুতির্বোধ্যতে। বলিবাদ্যয়োস্তু তদনুগততত্বম্; বলিরত্র দিব্যবস্ত্রালঙ্কারভোগাদিসামগ্রীময়ো জ্ঞেয়ঃ। অতো গীতপ্রাধান্যাৎ গন্ধর্ব্বাদিগণা ইতি তৈরপ্যুক্তম্। পরিবক্রুরিতি তেঽপি তদাগমনবিলম্বং চক্রুরিত্যর্থঃ কিন্তু বায়োরেষাঞ্চ প্রস্থানমাঙ্গলিকত্বাৎ শীঘ্রসুখাগমনং ভবেদেবেতি ভাবঃ। জী° ২০-২১॥

২০-২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বের ১৮-১৯ শ্লোকে বলা হয়েছে, ঘরে ফেরার জন্য ধেনুদের একস্থানে জড় করে গণনা ইত্যাদি। এই সাময়িক লীলা বর্ণনের পর পুনরায় ব্রজেশ্বরী-সভাগত লীলা-

বর্ণন সঙ্কলন করা হচ্ছে। সেই 'ধেনু জড় করা কাজটাও' দ্বিতীয় জলপান সময়েই যে হয়ে থাকে, তাও ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে জানাচ্ছেন।

এ সম্বন্ধে তাদৃশী লীলাও নিজে অনুভব করত ঘরে ফেরার বেলা গড়িয়ে যাওয়ায় আর্ত মাতাকে তাঁর আগমন-বার্তা দিয়ে সুস্থ করে তুলবার জন্য সম্মুখে গিয়ে বললেন— কুন্দ ইতি তিনটি যুগল শ্লোকে। 'কুন্দ' ও 'মন্দ' এই দুটি পদে সময়টা যে কার্তিক মাস, তা পাওয়া যাচ্ছে। বসন্তকালে কুন্দফুল ফোটে না, হেমন্ত ও শীতকালে ফোটে, কিন্তু তখন বায়ু অনুকূল ভাবে মন্দ মন্দ বয়না, বায়ু তখন প্রতিকূল। আরও এখানে এমন একটি লীলা বর্ণনে ব্রজেশ্বরীকে সুস্থ করা হচ্ছে যাতে কৃষ্ণকে দেখান হয়েছে সর্বসুখদলীলাপরায়ণ রূপে ও সর্বসেবাসুখপাত্ররূপে। বিলম্বের কারণ নিবেদন করা হচ্ছে, কুন্দ ইতি শ্লোকে। **বিজহার**— যমুনার জলে স্নানকেলি করবার পর তীরে সুখে বিহার করতে লাগলেন! কিরূপ বেশভূষা করে বিহার করতে লাগলেন? এরই উত্তরে, **কুন্দদাম** —সমস্ত দিনের ভ্রমণ-শ্রান্তির পর স্নানের অপেক্ষা থাকায় কুন্দমালায় কৌতুক-বেষ করে নিলেন— জল ক্লেদযুক্ত হয়ে যাওয়ায় অরুচিপ্রদ রূপ নেওয়া হেতু এর পরের কৌতুকী ভাবের যোগ্য হল। প্রথমচরণে সর্বসুখদ-লীলারত প্রভৃতি রূপে কৃষ্ণের কথা বলতে বলতে বিলম্বের কারণ প্রকাশ করছেন— 'গোপ-গোধন-বৃতো' ইত্যাদি কথায়। কৃষ্ণ যে সর্বসুখদ, তার কারণ হল, হে ব্রজেশ্বরী, তোমাদের দুজনের পুত্র হওয়ায় তোমাদের অনুরূপই হয়েছে তো, এরূপ অর্থ। সর্বানন্দ হওয়া হেতু সেই নামে প্রসিদ্ধ নন্দের সুনুঃ—পুত্র। **অনঘে**— [ন+অঘ] ব্রজেশ্বরীর প্রভাবে সকলেরই দুঃখ থাকে না, তাই সম্বোধন করা হল, হে অনঘে অর্থাৎ হে তথাভূত প্রভাব বিশিষ্টা। এইরূপ সর্বানন্দিনী তোমারও **বৎস**— পুত্র। এখানে 'বৎস' পদের ধ্বনি গোবৎসের মতো পরমস্নেহ-বিষয়। অতএব তোমার পুত্রের জন্য এরূপ ব্যগ্রতা সমীচীনই, এরূপ ভাব। **গোপ-গোধন-বৃতঃ**—জলাদি সেবনে তৃপ্ত হওয়ায় যাঁদের চলার বিরাম হয়েছে, সেই গোপ বালক ও গোধনে পরিবেষ্টিত, এর মধ্যেও আবার **প্রণয়িনাং নর্মদঃ**— সখ্যময় স্নেহ বিশিষ্ট বালকদের 'নর্মদঃ' সপরিহাস খেলায় সুখদ (কৃষ্ণ)। **কৌতুকঃ**— ক্রীড়া-উৎসব উপযোগী, বা আনন্দসূচক **বেষঃ**— কানের কুণ্ডল, শিরোভূষণ প্রভৃতি। এখানে বুঝতে হবে, পূর্বের বেশ পরিত্যাগ করত এই অন্য বেশ পরে নিলেন। **অনুকূলং**—প্রীতি-জনক ভাবে, বা গমনানুকূল ভাবে পিছন দিক থেকে বায়ু বইতে লাগল— কৃষ্ণের সেই স্বচ্ছন্দভাবে চলার সহায়রূপে, এরূপ ভাব। **উপবাতি**— বাতাস করতে লাগল এরূপ অর্থ। বা, 'উপ' নিকটে বইতে লাগল — যেখানে কৃষ্ণ যাচ্ছেন সেখানেই তাদৃশ বায়ু বইতে লাগল, অন্যত্র নয় এরূপ অর্থ। **মলয়জ-স্পর্শেন** —[মলয় পর্বতের চন্দন বৃক্ষের ন্যায় সুগন্ধি ও শীতল যে স্পর্শ তার দ্বারা কৃষ্ণকে পূজা করতে করতে—শ্রীধর] এখানে **মলয়জ**—দক্ষিণবায়ু, শরতেই দক্ষিণা বায়ু বয়। তাদৃশ অনুকূলতা দানের জন্য কিন্তু পিছন থেকেই কৃষ্ণের নিকটে নিকটে বইতে লাগল। **উপদেবা**— গন্ধর্বাদি যে সব উপদেবতা আছে, তাঁরা সকলেই বাদ্যগীতে পূজা করতে লাগল। **বন্দিনঃ**— 'বন্দিনঃ' পদের

পর শেষ লাইনে 'গীত' পদটি থাকায় বুঝা যাচ্ছে, এরা সকলে গানের ছন্দে স্তুতি করতে লাগল। 'বলি' ও 'বাদ্য' এই 'গীত' স্তুতির অনুগত ভাবেই থাকে। এখানে 'বলি' দিব্যবস্ত্র-অলঙ্কার-ভোগাদি-সামগ্রীময়, এরূপ বুঝতে হবে। অতএব গীতেরই প্রাধান্য থাকায় শ্রীস্বামিপাদও গন্ধর্বাদির উল্লেখ করেছেন তার টীকায়। **পরিবব্রু**— তারা সকলে বিশেষভাবে পূজা করতে লাগল, তাই বিলম্ব এরূপ অর্থ। ঐ তো বায়ু এবং উপদেবতাদি সকলের প্রস্থান-মাঙ্গলিক হয়ে গেল — এবার তোমার পুত্রের শীঘ্র সুখে আগমন হবে, এরূপ ভাব। জী° ২০-২১॥

২০-২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অথ ব্রজেশ্বরীসদনং গতা গোপ্যস্তমপরাহ্নে স্বপুত্রাগমন বিলম্বেন বিক্ষুভ্যন্তীং তদ্বিলম্বকারণোক্ত্যা সান্ত্বয়ন্তি কুন্দদামেতি। যুগলত্রয়েণেতি বৈষ্ণবতোষণী। যমুনায়াং পর্যটন্ শ্রমোপশান্ত্যর্থং তত্র স্নাত্বা তত্তটে উপবিশ্য কৌতুকব্যঞ্জকং বেশং পরমোৎকণ্ঠয়া মিলিষ্যতঃ স্ববন্ধুন্ সুখয়িতুং কৃত্বা যদা বিজহার পাদবিহরণং চকার তদা মন্দবায়ুরুপবাতীত্যন্বয়ঃ। প্রণয়িনাং বয়স্যানাং নর্মদঃ পরস্পরং হাসোপহাসং দ্যুতি খণ্ডয়তি দদাতি চেত্যর্থঃ। অনঘে ইতি তব প্রাক্তনমর্বাচীনং বা কিমপ্যঘং নাস্তি যতঃ পুত্রানিষ্টং স্যাত্তৎ কিমিতি কিঞ্চিদ্বিলম্বমাত্রেণৈবাসুরাদিহেতুকং তদনিষ্টং শঙ্কসে ইতি ভাবঃ। যতো নন্দস্য পুণ্যবচ্ছিরোমণিতেন প্রসিদ্ধস্য সূনুঃ। তব চ মহাপুণ্যযশস্বিত্বেনৈব যশোদায়া বৎসঃ মহাবাৎসল্যপাত্রীভূতঃ পুত্রঃ। লোকে হি মাতাপিত্রোরভাগ্যেনৈব বালকস্যানিষ্টং ভবেদতো ন কৃষ্ণস্য কিমপ্যনিষ্টমিতি ভাবঃ। তদ্বিলম্বস্য কারণং বয়ং বালকানাং মুখেভ্য এব শ্রুত্বা জানীমস্তৎ শৃণ্বিত্যাহ,—মন্দেতি। মলয়জস্য মলয়পর্বতোৎপন্নচন্দনবৃক্ষস্য স্পর্শেন সৌগন্ধ্যং শৈত্যঞ্চ গৃহীত্বা তয়োর্ভারেন দ্রুতং চলিতুমসমর্থো বায়ুঃ কৃষ্ণং মানয়ন্ অনুকূলং যথাস্যাত্তথা উপবাতি। বন্দিনস্তাবকা যা উপদেবগণা গন্ধর্বাদয়স্তেঽপি স্বস্ব গুণান্ দর্শয়ন্তো বাদ্যাদিভিঃ পরিবব্রুরাবৃণ্বন্ অতএব তত্তদনুমোদনহেতুকো বিলম্বো জায়তে এব 'গুণিনি গুণজ্ঞো রমত' ইতি ন্যায়াৎ। ন চাত্র খেদঃ সমুচিপুতঃ। ত্বৎব্রং তে যদেবং সম্মানয়ন্ত্যেতত্তবৈব ভাগ্যমিতি ভাবঃ॥ বি° ২০-২১॥

২০-২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর ব্রজেশ্বরীর ঘরে আগতা গোপীগণ তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুভিত দেখলেন, নিজপুত্রের আগমন বিলম্ব হেতু— এই বিলম্বের কারণ বলে তখন তাঁরা ব্রজেশ্বরীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'কুন্দদাম ইতি' [তিনটি যুগল শ্লোকে— বৈষ্ণবতোষণী]। **যমুনায়াং** — বন-ভ্রমণের পরিশ্রম জুরাবার জন্য যমুনায় স্নান করে তাঁর তটে উপবেশন করত পরমোৎকণ্ঠায় মিলিত নিজ বন্ধুদের সুখী করার জন্য কুন্দপুষ্পের মালায় কৌতুক ব্যঞ্জক সাজসজ্জা করে নিয়ে কৃষ্ণ যখন ভ্রমণ করতে লাগলেন, তখন 'মন্দবায়ুরুপবাতি' বায়ু অনুকূলভাবে মন্দমন্দ বইতে লাগল। **প্রণয়িনাং নর্মদঃ**— সখাদের নর্মদ কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ সখাদের সহিত পরস্পর হাস পরিহাস খণ্ডন ও আদান প্রদান করে থাকে। **অনঘে**— হে ব্রজেশ্বরী, আপনার পূর্বের বা আধুনিক কোনই প্রকার পাপ-অপরাধ নেই, যার জন্যে পুত্রের অনিষ্ট হতে পারে, তবে কেন অনর্থক কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেই অসুরাদির কারণে তাঁর অনিষ্ট আশঙ্কা করছেন। যেহেতু এই কৃষ্ণ **নন্দসূনু**— পূণ্যবানের শিরোমণি

বৎসলো ব্রজ-গবাং যদগধ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তিঃ ॥ ২২ ॥
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
মুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজ ॥ ২৩ ॥

২২ / ২৩। **অন্বয়ঃ** যৎ (যস্মাৎ) অগধ্রঃ ('অগং' গোবর্ধনং ধরতীতি অগধ্রঃ অতঃ) ব্রজগবাং বৎসলঃ [কৃষ্ণ] পথিবৃদ্ধৈঃ বন্দ্যমানচরণঃ দিনান্তে কৃৎস্ন গোধনং (সর্বং গোগণম্) উপোহ্য (একীকৃত্য) গীতবেণুঃ (গীতযুক্তঃ বেণুঃ যস্য সঃ তথা) অনুগেড়িতকীর্তিঃ দেবকী জঠর ভূঃ এষঃ উড়ুরাজঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] শ্রমরুচা অপি দৃশীনাং উৎসবং (হর্ষং) উন্নয়ন্ (উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্) খুররজশ্ছুরিতস্রক্ [যস্য সঃ] সুহৃদাম্ [অস্মাকম্] আশিষঃ (মনোরথস্য) দিৎসয়া দাতুমিচ্ছয়া এতি (ব্রজং প্রতি আগচ্ছতি।

২২ / ২৩। **মূলানুবাদঃ** সন্ধ্যা উতরিয়ে গেলেও পুত্র না আসাতে যশোমার অতিশয় উদ্বেগ আশঙ্কা করত গোপীরা কৃষ্ণের শীঘ্র আগমন বিষয়ে কারণ উঠিয়ে ধরে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন— ব্রজে রেখে আসা ষাঁড়দের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ বশে বনপথের আমোদ উপেক্ষা করে কৃষ্ণ এই এল বলে, ইহা সহজেই বুঝা যায়, এই গোধন রক্ষার্থ তাঁর গোবর্ধন ধারণ থেকেই। (পুনরায় বিলম্বের অন্য কারণ দেখান হচ্ছে—) ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণ পথে পথে তার শ্রীচরণ বন্দনায় দেরী করিয়ে দিচ্ছেন।

ঐ তো সখাদের দ্বারা কীর্তিত কীর্তিমান্, খেলাশ্রমে উদিত অঙ্গশোভায় জীবমাত্রেরই নয়নানন্দ-দায়ী, গোখুররজে রঞ্জিতা মালাধারী, যশোদা - গর্ভজাত কৃষ্ণচন্দ্র সুহৃদ্‌গণের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আসছেন।

বলে প্রসিদ্ধ নন্দের পুত্র এবং **তব**— অতিশয় নির্মল যশের অধিকারিণী বলেই যশোদায়িনী আপনার **বৎস**— মহাবাৎসল্যপাত্রীভূত পুত্র। আর এই জগতেও দেখা যায়, মাতাপিতার ভাগ্যেই বালকের অনিষ্ট হয়ে থাকে, তাই বলছি, কৃষ্ণের কোনই অনিষ্ট হয়নি, এরূপ ভাব। তাঁর বিলম্বের কারণ আমরা ব্রজবালকদের মুখেই জেনেছি, শুনুন তাহলে বলি— মন্দবায়ু ইত্যাদি। **মলয়জ**— মলয় পর্বতে উৎপন্ন চন্দন বৃক্ষের স্পর্শে গৃহীত সুগন্ধ ও শীতলতা ভারে দ্রুত চলতে অসমর্থ বায়ু আপনার পুত্রের অনুকূল ভাবে বইতে লাগল। **বন্দিনঃ**— স্তুতিকার যে সব গন্ধর্বাদি উপদেবতা, তারাও নিজ নিজ গুণ দেখিয়ে বাদ্যাদি উপাচারে **পরিবব্রুঃ**— সর্বতোভাবে উপাসনা করতে লাগলেন। —অতএব সেই সেই ব্যাপার অনুমোদনের জন্যই তাঁর বিলম্ব হচ্ছে— 'গুণীজন সম্বন্ধে গুণজ্ঞ জন আগ্রহযুক্ত হয়ে থাকে' এই ন্যায়ে। বি° ২০-২১ ॥

২২ / ২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততশ্চোৎকণ্ঠাভিরট্টালিকাদিকমারুহ্য তদেব দর্শয়ন্তি—বৎসল ইতি। তত্র চাগমনং বর্ণয়িতুং প্রথমং পরমোল্লাসেনাসাধারণীং তৎকৃপামেব তত্র হেতুং ব্যঞ্জয়ন্তি—বৎসলো ব্রজগবামিতি। তত্রোদাহরণমাহুঃ—যদিতি। যদ্‌যস্মাৎ পরমকোমলোঽপ্যসৌ তদর্থং পর্বতম্‌পি ধরতীত্যর্থঃ। অত্র বর্ত্তমান-প্রয়োগশ্চাত্যন্তকৃতজ্ঞতয়া কৃতঃ সদাতনত্বেনৈব তৎস্ফূর্ত্তেঃ। যদেবং তদ্বিরহেঽপি, তদ্বদেব নিজামার্ত্তিং রক্ষাঞ্চ ব্যঞ্জয়ন্তি। অথাগমনং বর্ণয়ন্তি—বন্দ্যেত্যাদিনা। তত্র বৃদ্ধৈঃ পথি বন্দ্যমানচরণ ইতি ব্রজান্তঃপ্রবেশে তেষাং তদপ্রাপ্যত্বাৎ, অতএব বন্দ্যমানেতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন বন্দনাদিনিবৃত্তির্বোধ্যতে; অতঃ সঙ্কোচেন তদনিচ্ছায়ামপি তৈস্তৎক্রিয়ত ইতি ব্যক্তম্। অহো এতাদৃশগুণজ্যায়স্ত্বমিতি ভাবঃ। গোধনোঽপবহনার্থং ব্রজবর্ত্তিষু নিজাগমন-মঙ্গলবিজ্ঞাপনার্থং চ গীতবেণুঃ তদীয়রাগতালানুসারেণ তদ্গানসম্বন্ধিষু তদীয়ানুগানভঙ্গ্যৈবানুগৈর্গোপৈরীড়িতা, কীর্ত্তিঃ পূতনামোক্ষাদিরূপা, এতদ্দিনক্রীড়াত্মিকা বা যস্য সঃ। শ্রমস্তজ্জনিতপ্রস্বেদাদিস্তদাশ্রয়য়াপি সহজশোভয়েত্যর্থঃ। যদ্বা, শ্রমেণ যা রুক্ শোভা তয়াপি দৃশীনাং দৃষ্ণাত্রাণাং, কিমুতাস্মদীয়ানামিত্যর্থঃ। তত্র তাদৃশশোভানিদর্শনং গবাং খুররজোভিঃ পরাগৈরিব চ্ছুরিতা কর্ব্বুরিতা স্রক্ মালা যস্য সঃ। স্রজ্যেব রজোনির্দ্দেশাদন্যত্র রজো নাস্তীতি লভ্যতে, তচ্চ সখিভির্মুহুরঙ্গতো নিজোত্তরীয়েণ রজস্যপসারিতেঽপি তস্যাং তস্য প্রবিশ্য স্থিতত্বাৎ। পরমান্তরঙ্গপ্রিয়জনদত্তায়াস্তস্যা দলাদিভঙ্গশঙ্কয়া তেনৈব তন্নিবারিতত্বাদ্বা। দূরতোঽপি রজআদীনাং নির্দ্দেশস্তনুমানন-প্রেমবলতো নিকটবৎ স্ফুরণেন বা। পূর্ব্বব্যঞ্জিতমাগমনে কৃপায়া-এব কারণত্বং সাক্ষাদপ্যাহুঃ—দিৎসয়েতি। অন্যথা শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণিতানুসারেণ, কিংবা সুখং তস্য নাস্তীতি ভাবঃ। সুহৃদামিতি সামান্যোক্তির্দৃশীনামিতিবৎ। এষ ইত্যঙ্গুল্যা নির্দ্দিশন্তি। দেবকী-শব্দেনাত্র শ্রীযশোদৈব সাদরং প্রস্তূয়তে। ব্রজরাজত্বাৎ দেব এব দেবকঃ শ্রীনন্দস্তৎপত্নী দেবকীতি তস্য এব সাম্বনায়াং প্রবৃত্তের্মাতৃতয়া মতত্বাত্তব সুতঃ সতীতি নন্দসূনুরয়মাত্তজনানামিতি পূর্বসম্বাদাচ্চ, মাত্রন্তরসূচনে তু প্রত্যুতে তদ্বিরোধাপত্তেঃ সভান্তরবাক্যেঽপ্যৌদাসীন্যাপত্তেশ্চ। অতস্তস্যাস্তদপ্যেকং নামেতি বা লভ্যতে। 'নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসুনুঃ' ইত্যত্র মেরুদেব্যা এব সুদেবীতি সংজ্ঞাবৎ; উক্তঞ্চ 'দ্ব নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকী চ' ইতি উড়ুরাজঃ দিনতাপহরণাদিসাম্যাৎ। উড়ুস্থানীয়ায়াশ্চাত্র সখায়ো জ্ঞেয়াঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজন্মস্থানত্বেন দেবকীজঠরস্য বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্বেন পরমশুভ্রত্বাৎ ক্ষীরসমুদ্রত্বং ধ্বনিতম্॥ জী° ২২-২৩॥

২২-২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর উৎকণ্ঠায় অট্টালিকাদি আরোহন করত কৃষ্ণের সেই আগমন দেখাচ্ছেন—বৎসল ইতি। এই শ্লোকে আগমন বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমে পরম উল্লাসে অসাধারণী কৃষ্ণ কৃপাকেই এ বিষয়ে হেতুরূপে প্রকাশ করা হচ্ছে, **বৎসল ব্রজগবাং**—ব্রজগোতে স্নেহযুক্ত। **যদগধ্রো**—[যদ্ + অগ + ধ্রো] যেহেতু পরমকোমল হয়েও কৃষ্ণ এ-গোদের জন্য পর্বতও ধারণ করে থাকেন। এখানে ['ধরতি'- ধরে থাকেন) এই বর্তমান প্রয়োগ অত্যন্ত

কৃতজ্ঞতায় এই কর্মের নিত্যতা স্ফূর্তি হেতু। এই সিদ্ধান্ত থেকে ইহাও সূচিত হচ্ছে যে কৃষ্ণকৃপাতেই ব্রজেশ্বরীর রক্ষাও হচ্ছে এই দিবসের বিরহকালে। অতঃপর কৃষ্ণের আগমন বর্ণনা করা হচ্ছে— **বন্দমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ**—ব্রহ্মাদি প্রাচীনগণের দ্বারা বনপথেই বন্দমানচরণ (কৃষ্ণ)—কারণ ব্রজপ্রান্তে প্রবেশ হয়ে গেলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ঐ চরণবন্দনার সুযোগ হয় না। অতএব 'বন্দমান' এই বর্তমান প্রয়োগ থেকে বুঝা যায়, কৃষ্ণের অসাক্ষাতেও দেবতাদের বন্দনা চলতেই থাকে। অতএব সঙ্কোচবশত কৃষ্ণের অনিচ্ছা সত্বেও তাঁরা বন্দনা করতেই থাকে, এরূপ ব্যক্ত হচ্ছে - অহো এতাদৃশ গুণশ্রেষ্ঠ আপনি হে ভগবান্, এরূপ ভাব। গোধন তাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য ও ব্রজস্থ জনদের নিকট নিজ আগমন-মঙ্গল বিজ্ঞাপিত করার জন্য **গীতবেণুঃ**— গীতযুক্ত বেণু যাঁর সেই কৃষ্ণ। **অনুগেড়িত কীর্তিঃ**— তদীয় রাগ-তাল অনুসারে সেই গান সম্বন্ধীয় গান, বা তদীয় গানের দোহারকি রীতিতে অনুচর গোপ বালকদের দ্বারা কীর্তিত 'কীর্তি' পূতনামোক্ষাদিরূপা। বা, এ দিনের ক্রীড়াত্মিকা কীর্তি যাঁর সেই কৃষ্ণ। **শ্রমরুচ্যাপি** - খেলাশ্রম জনিত বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম কৃষ্ণাঙ্গে উদয় করাল এক সহজ শোভা। বা, পরিশ্রমে অঙ্গে ফুটে উঠল এক শোভা—যার দ্বারাও **দৃশীনামুন্নয়ন্ উৎসবং**—জীবমাত্রেরই নয়নানন্দ উচ্ছলিত হয়ে উঠ্ছে। আমাদের কথা আর বলবার কি আছে। **খুররজশ্ছুরিতপ্রক্**—এ ক্ষেত্রে তাদৃশ শোভার দৃষ্টান্ত—গোদের খুরোত্থিত ফুলরেণুর মতো রজের দ্বারা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হল মালা যাঁর সেই কৃষ্ণ। একমাত্র মালা সম্বন্ধেই রজের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাচ্ছে, অন্যত্র রজ ছিল না—এও হল, সখাগণের দ্বারা বার বার অঙ্গ থেকে নিজ উত্তরীয় দ্বারা রজ ঝেড়ে মুছে দিলেও মালার রন্ধ্রেরন্ধ্রে রজ প্রবেশ করে থাকা হেতু। বা, প্রিয়জনের দত্ত মালার ফুলের পাপ্ড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে কৃষ্ণের দ্বারাই নিবারণ হেতু ঝাড়ামোছা হয় নি। আগমনের কারণরূপে কৃপাকেই পূর্বে নির্দেশকরা হয়েছে, উহাই এখন সাক্ষাতেও বলা হচ্ছে— দিৎসয়েতি। **সুহৃদাশিষ**—সুহৃদগণের বাঞ্ছিত প্রদানের জন্য আগমন করছেন। অন্যথা শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের কোন্ সুখই-বা না-আছে, যার জন্য তিনি ঘরে ফিরবেন, এরূপ ভাব। 'সুহৃদাম্' পদটি 'দৃশীনাম্' পদের মতোই সাধারণ ভাবেই বলা হয়েছে—সুহৃদ্ মাত্রকেই বুঝাচ্ছে, শুধু মাত্র গোপীদের নয়। **এষ**—অঙ্গুলী দিয়ে দেখিয়ে বলা হচ্ছে 'এই' **দেবকীজঠরভূরুরাজঃ**—যশোদা গর্ভজাত চন্দ্র। দেবকী শব্দে এখানে শ্রীযশোদাই আদরের সহিত উল্লিখিত॥ 'দেবকী' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ নন্দ ব্রজের রাজা বলে 'দেব' (দেব=রাজা)। 'দেবক' শ্রীনন্দ। শ্রীনন্দের-পত্নী দেবকী। এরই সান্ত্বনার জন্য প্রবৃত্ত গোপগণ, এঁকে কৃষ্ণের মা বলে মাননা হেতুই পূর্বের ১৪ শ্লোকে এঁর সম্বন্ধে বলা হল 'তব সূতঃ সতি' এবং ২০ শ্লোকে নন্দসূনুঃ। কাজেই বসুদেব-পত্নী দেবকী মাকে এখানে নিয়ে এসে অর্থ করতে গেলে ঐ সব পূর্ব কথার বিরোধ এসে যায়। সভান্তরে পরবর্তী ২৫ শ্লোকে যশোদা-সূত সম্বন্ধে অসম্মত 'যদুপতি' পদটি যশোদার সঙ্কোচে ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁর পুত্র সম্বন্ধে উদাসীনতা দেখাতে গিয়েই। অতএব বুঝা যাচ্ছে, ব্রজেশ্বরীরই অপর একটি নাম দেবকী, যথা—

মরুদেবীরই আর একটি নাম সুদেবী। শাস্ত্রে উক্তও আছে নন্দভার্যার দুইটি নাম ছিল, যশোদা ও দেবকী। দিনের বেলায় তাপ-হরণাদি সাম্যে কৃষ্ণকে বলা হল উড়ুরাজ। উড়ু = তারকা। এখানে তারকাস্থানীয় হল সখীগণ। আর কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থানরূপে দেবকীজঠর বিশুদ্ধসত্ত্বময়রূপে পরমশুভ্র হওয়া হেতু ক্ষীরসমুদ্র, এরূপ ধ্বনি॥ জী° ২২-২৩॥

২২-২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু, তর্হি কৌতুকলোলুপ মৎপুত্রো বিলম্বমানঃ সন্ধ্যাসমাপ্তাবপি নৈবেষ্যতি ততশ্চাহং মরিষ্যাম্যেবেতি তত্র তদীয়শীঘ্রগমনে হেতুমুপন্যস্য তামাশ্বাসয়ন্ত্যা আহুর্বৎসল ইতি। ব্রজগবাং ব্রজে নিবদ্ধানাং বৃষাণাং বৎসলস্তেষাং স্ববিরহদুঃখমনুস্মৃত্য গন্ধর্বাদীনপ্যবমত্য শীঘ্র মায়াস্যত্যেবেত্যর্থঃ। টজভাব আর্ষঃ। নচ গোচারকস্য তস্য গবাং দর্শনস্পর্শনগাত্রকণ্ডূয়নঘাসপ্রদানাদিকৌতুকাৎ স্বতোঽতিনিকৃষ্টগায়ক গন্ধর্বাদিগানকৌতুকং চিত্তাকর্ষকং বাচ্যমিত্যাহুঃ। যদ্যস্মাদগধ্রঃ যেষাং গবাং রক্ষণার্থং অগং গোবর্দ্ধনমপি ধৃতবান্ অতস্তেষু মহান্ স্বাভাবিক এব স্নেহঃ। গন্ধর্বাদিষু তু গুণোপাধিকোঽপি প্রীতিলেশো ন তস্যাস্তীতি ভাবঃ। নন্বু, যদ্যেবমভবিষ্যত্তদা এতাবৎ ক্ষণপর্যন্তং গৃহমাগমিষ্যদেবেতি। তত্র বিলম্বে পুনরপি হেতুমুপন্যস্যন্তি। ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিভিঃ পথি পথি বন্দ্যমানৌ চরণৌ যস্য সঃ। বেণুগানাকৃষ্টৈঃ স্বস্বভবনাদাগত্য নিকটনভসি স্থিতৈঃ সর্বমেব দিনং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা লব্ধানন্দৈঃ সম্প্রতি গোষ্ঠাগমনসময়ে স্ব-স্বভবনগমনোন্মুখৈর্নভসো ভুবমবতীর্য ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিভিঃ প্রত্যেকমেব ত্বৎপুত্রস্যানুগ্রহমর্থয়িতুং চরণৌ বন্দ্যেতে তেনাত্র কিং কর্তব্যমিতি তেষামনুরোধ এব বিলম্বাধিক্যে হেতুরিতি ধ্বনিঃ। ত্বৎপুত্রস্য চরণৌ ব্রহ্মাদয়োঽপি বন্দন্তে ইতি স্বভাগ্যং কিং ন পশ্যসি কিমিত খিদ্যসীত্যনুধ্বনিঃ। তর্হি ভো ব্রজবালিকাঃ, শীঘ্রমট্টালিকাপৃষ্ঠমারুহ্য পশ্যত কিয়দ্দূরে বৎস আয়াতীতি তয়া সাশ্রুগদ্গদমুক্তাঃ সর্বোর্দ্ধবলভীং শীঘ্রমারুহ্যোচ্চৈরাহুঃ। কৃৎস্নেতি। এষ কৃষ্ণঃ সুহৃদাং স্ববন্ধুনামশিষো মনোরথস্য দিৎসয়া এতীত্যন্বয়ঃ। উপোহ্য একীকৃত্য গীতযুক্তো বেণুর্যস্য সঃ। শ্রমেণ যা রুক্ শোভা তয়াপি দৃশীনাং লোকনেত্রাণাং উৎসবমানন্দং উন্নয়ন্ উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্ খুররজশ্ছুরিতা ব্যাপ্তা স্রক্ যস্যেতি। স্বসঙ্গিনীঃ সখীঃ প্রত্যপাঙ্গভঙ্গ্যা শ্রীযশোদাদ্যলক্ষিতং কিমপ্যুক্তম্। অত্র স্রজ্যেব খুররজোনির্দেশাদন্যত্র রজো নাস্তীতি লভ্যতে। তচ্চ সখিভির্মুহুর্নিজোত্তরীয়েণ রজসোঽপসারিতত্বাৎ স্রজি তু রজস্তস্য প্রবিশ্য স্থিতত্বাৎ অপসারণযত্নে দলভঙ্গঃ স্যাৎ। মণিনাপীয়ং মালা যন্ন দূরীক্রিয়তে দাসধৃতবস্ত্রসম্পুটস্থা নবীনাপি অন্যা যন্ন পরীধীয়তে তস্মাদিয়ং মালা যয়া প্রিয়য়া স্বহস্তেন সংগ্রথ্য সখীদ্বারা দত্তা তাং প্রিয়ামেব স্বকণ্ঠধৃতামেনাং দর্শয়িতুং কৃষ্ণস্য যত্ন ইতি দেবকী শ্রীযশোদা তস্যা জঠরমেব ক্ষীরসমুদ্রস্তস্মিন্ ভবতীতি সঃ। "দে নাম্নী নন্দভার্যায়া যশোদা দেবকীতি চে"তি গণোদ্দেশদীপিকাধৃতাদিপুরাণবাক্যাৎ। উড়ুরাজশ্চন্দ্রঃ॥ ২২-২৩॥

২২-২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অহো, আমোদ লোলুপ আমার পুত্র বিলম্বমান সন্ধ্যা উতরিয়ে গেলেও দেখছি এল না, তবে অতঃপর আমি মরে যাবো, মা যশোদার এরূপ কথার আশঙ্কা করে গোপীরা কৃষ্ণের শীঘ্র আগমন বিষয়ে হেতু উঠিয়ে ধরে ব্রজেশ্বরীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন— বৎসল

ইতি। **ব্রজগবাং**—ব্রজে বেঁধে রাখা ষাঁড়দের প্রতি **বৎসল**-স্নেহযুক্ত, নিজের জন্য তাদের যে বিরহদুঃখ তা স্মরণ করে গন্ধর্বাদিকেও অবজ্ঞা করত এই শীঘ্র এল বলে, এরূপ অর্থ। গোচারক তার পক্ষে ধেনুদের দর্শন স্পর্শন-শরীর চুলকিয়ে দেওয়া ও ঘাস প্রদানাদি কৌতুক থেকে নিজ হতে অতি নিকৃষ্ট গায়ক গন্ধর্বাদির গানকৌতুক যে বেশী চিত্তাকর্ষক হবে, এরূপ বলা যাবে না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **যদগধ্রো**-[যদ্=যস্মাৎ] যে গোদের রক্ষণের জন্য [অগ+ধ্রো] গোবর্ধনও ধারণ করেছে কৃষ্ণ, তাদের প্রতি যে **বৎসল** মহান্ স্বাভাবিক স্নেহ বর্তমান, তা সহজেই বুঝা যায়। গন্ধর্বাদিতে গুণের সমৃদ্ধি অনেক থাকলেও তাদের প্রতি কৃষ্ণের প্রীতি লেশও নেই। ব্রজেশ্বরী যেন বলছেন, যদি এরূপও হয় তা হলেও তো অন্তত এই সময়ের মধ্যে ঘরে ফিরে আসবারই কথা। এর উত্তরে পুনরায় বিলম্বের কারণ উত্থাপন করছেন, **বৃদ্ধৈঃ ইতি**— শ্রীব্রহ্মারুদ্রাদি বনের পথে পথে যাঁর শ্রীচরণবন্দনা করছেন সেই কৃষ্ণ। এই ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণ নিজ নিজ গৃহ থেকে এসে কাছের আকাশে অবস্থিত হয়ে সারাদিন ধরে কৃষ্ণকে দর্শন করত আনন্দ লাভ করলেন—এখন কৃষ্ণের ঘরে ফেরার সময়ে তারাও নিজ মিজ ঘরে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে আকাশ থেকে ভূমিতে নেমে এসে প্রত্যেকেই আপনার পুত্রের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য তার চরণযুগল বন্দনা করতে লাগলেন—এ অবস্থায় তাঁর কি কর্ত্তব্য? এই দেবতাদের অনুরোধই বিলম্ব-আধিক্যে হেতু, এরূপ ধ্বনি। আপনার পুত্রের চরণ-যুগল ব্রহ্মাদি দেবতাগণও বন্দনা করে—এই সৌভাগ্য কেন-না দেখছেন? দুঃখ করছেন কেন?—এরূপ অনুধ্বনি। তাহলে ওহে ব্রজবালাগণ শীঘ্র অট্টালিকার উপরে উঠে দেখতো, বৎস কতদূর এল? ব্রজেশ্বরীর দ্বারা সাশ্রুগদ্‌গদ্ কণ্ঠে এরূপ উক্ত হয়ে বালিকাগণ চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন —'**কৃৎস্ন ইতি**—সব ধেনুদের এক জায়গায় **উপোহ্য** জড় করত **গীতবেণুঃ**—গীতধ্বনিযুক্ত বেণুধারী **এষ**—কৃষ্ণ **সুহৃদাশিষ**—সুহৃদগণের মনোবাঞ্ছা পূরণের ইচ্ছা করে **এতি**—এই আসছে। **শ্রমরুচ্যাপি ইতি**—পরিশ্রম জনিত যে 'রুক্' শোভা, তার দ্বারাও 'দৃশীনাম্' লোকনেত্রের 'উৎসব' আনন্দ 'উন্নয়ন' উচ্ছলিত করে উঠিয়ে **খুররজশ্ছুরিতব্রক্**—গোখুররজে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে মালা যাঁর সেই কৃষ্ণ। গোপীরা শ্রীযশোদাদিকে লক্ষ্য করে যা কিছু বললেন, তা নিজ সঙ্গিনী সখীর প্রতি অপাঙ্গভঙ্গীতেই বললেন। এখানে মালা সম্বন্ধেই খুরোত্থধূলির উল্লেখ হেতু অন্যত্র যে 'ধূলি' ছিল না, তা পাওয়া যাচ্ছে। এও সখাগণ বার বার নিজ উত্তরীয় দিয়ে অন্যস্থানের ধূলি ঝেড়ে-মুছে দেওয়া হেতুই। —মালাতে যে ধূলি ছিল তার কারণ মালার ফুলের রন্ধ্রে রন্ধ্র ধূলি ঢুকে যাওয়ায় ওকে যত্ন সহকারে সাফ্ করতে গেলে পাপড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা। যেখানে মালা মণির হলেও বর্জিত হয়, দাসধৃত-বস্ত্রসম্পুটস্থ অন্য মালা নূতন হলেও পরা হয়না, সেক্ষেত্রে এই যে মালা ধারণ করেই আসছে, এতে বোঝা যাচ্ছে, এই মালা যে-প্রিয়া স্বহস্তে গেঁথে সখীদ্বারা পাঠিয়েছিল বনে, সেই প্রিয়াকেই স্বকণ্ঠধৃতা অবস্থায় দেখাবার জন্যই কৃষ্ণের যত্ন। **দেবকী**—শ্রীযশোদা, তার জঠরই হল ক্ষীরসমুদ্র, তাতে জাত যে সেই **উড়ুরাজঃ**-চন্দ্র। —নন্দভার্যার দুইটি নাম, যশোদা ও দেবকী।—গণোদ্দেশদীপিকা ধৃত আদিপুরাণ বাক্য ॥ বি° ২২-২৩ ॥

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষৎ
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥

যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥ ২৫ ॥

২৪-২৫। **অন্বয়** ঃ ঈষৎ মদবিঘূর্ণিতলোচনঃ স্বসুহৃদাং মানদঃ বদরপাণ্ডুবদনঃ বনমালী কনক-কুণ্ডললক্ষ্ম্যা মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্।

দ্বিরদরাজবিহারঃ মুদিতবক্ত্রঃ (প্রসন্ন বদনং যস্য সঃ) এষঃ যদুপতিঃ দিনান্তে ব্রজগবাং দুরন্তং দিনতাপং মোচয়ন্ যামিনীপতিঃ (চন্দ্রঃ) ইব উপবাতি (সমীপং আয়াতি)।

২৪-২৫। **মূলানুবাদ** ঃ এখন তো নগরপ্রান্ত পর্যন্ত এসে গিয়েছে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিলম্বের কারণ শুনুন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

ঈষৎমদবিঘূর্ণিত লোচন, আধপাকা কুলের মতো ফেকাসে মুখ, গজেন্দ্র মন্থরগামী সুহৃদ্‌বর্গের মানদ, প্রসন্নবদন এই যদুপতি কৃষ্ণ কনককুণ্ডলের শোভায় তাঁর কোমল গাল বিভূষিত করত সায়ংকালে ব্রজজনদের চক্ষুর দিনতাপ জুরাতে জুরাতে এই তো নিকটে এসে গেল।

২৪-২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ঈষদিত্যস্য বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্বেন বিঘূর্ণিতেত্যনেন সম্বন্ধঃ। মদো হর্ষকৃতচিত্তবিকারঃ, স চ স্বভাবত এব বিশেষতশ্চ নবযৌবনাৎ, ততোঽপি বিশেষতঃ প্রেয়সীজন-দর্শনাদ্বিজ্ঞেয়ঃ। এবং বহুষ্বপি ব্যঙ্গেষু তৎসভায়াং তত্তদুপলব্ধিস্তু স্বস্ববাসনানুসারেণৈবেতি ন রসসাঙ্কর্য্যদোষঃ। তেন মদেন মনাক্ বিবিধতয়া ঘূর্ণিতে লোচনে যস্যেতি শ্রীনেত্রয়োর্বিলাসবিশেষ উক্তঃ। ব্রজপ্রবেশ-সময়েঽভিগচ্ছতাং স্বস্য সুহৃদাং তেভ্যো মানং প্রণামালিঙ্গন সস্মিতসম্ভাষণ-প্রণয়াবলোক-নর্ম্মাবলোক-কৃপাবলোকাদিলক্ষণং যথোচিতং দদাতীতি তথা সঃ। বনমালীতি পূর্ব্বোক্তকুন্দদামানুসারেণ কুন্দৈরেবা-পাদলম্বিকাত্বেন রচিতয়া মালয়া যুক্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। মৃদ্বিতি কৈশোরস্বভাবেন সুকোমলকান্তিত্বাৎ। মণ্ডয়ন্নিতি—স্বভাবত এব কুণ্ডলয়োর্গণ্ডাভ্যাং সংযোগাৎ, বিশেষতশ্চ গজেন্দ্রগত্যা মন্দমন্দচলনেন মুহুরুপসর্পণাপসর্পণাভ্যাং শোভাবিশেষাৎ। যদুপতিরিতি—পূর্ব্বদর্শিত-স্কান্দোক্তানুসারাৎ 'যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভাঃ' ইতি। যদুপুরাদ্ব্রজমাগতস্য শ্রীরামস্য গোপান্ প্রতি শ্রীহরিবংশপ্রসিদ্ধবচনে নির্দ্ধারসপ্তমীনির্দ্দেশাচ্চ। যদূনাং গোপানাং পতিরিতি সর্ব্বস্যাপি গোকুলস্য পরমাশ্রয়ত্বেন পরমপ্রেমা-স্পদত্বং দর্শিতম। মুদিতবক্ত্র ইতি—উপযাতীতি চ দুরন্তমপরিচ্ছিন্নমপি তদনিষ্টাশঙ্কাহেতুকং তদ্বিচ্ছে-

দহেতুকঞ্চ ব্রজগবাং তাপং বিমোচয়ন্, তত এব পরমানন্দঞ্চ দদাতীতি জ্ঞেয়ম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র ব্রজগবামস্মাকমিতি ব্রজস্যাস্মদ্বিশিষ্টস্য তজ্জনস্য গবাঞ্চ শকটাদীনাং ব্রজস্থানামিত্যস্মৎ সম্বলিতত্বাদস্মাকমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, ব্রজস্য গবাং নেত্রাণাং, 'স্বর্গেষু পশুবাগ্বজ্রদিঙ্নেত্রঘৃণিভূজলে। লক্ষ্যদৃষ্ট্যাং স্ত্রিয়াং পুংসি গৌঃ' ইতি নানার্থবর্গাৎ। বদরবৎ পাণ্ডুবদন ইতি নিজভাবানুসারেণ তস্যাপি স্ববিরহ-দুঃখ-নিশ্চয়াত্তথা দৃষ্টেঃ, ভাবান্তরবর্জ্জনে তু শ্রমবৈবর্ণ্যবাঞ্জনাৎ। যামিনীপতিশ্চন্দ্রো যথা দিনান্তে উদেতি, তথেতি যুগ্মকানি পূর্ণানি॥ জী° ২৪-২৫॥

২৪-২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণ বিশুদ্ধসত্ত্বময় তনু হওয়া হেতু 'ঈষৎ' শব্দটির 'বিঘূর্ণিত' পদের সহিত অন্বয় করে অর্থ করতে হবে। **মদঃ**—হর্ষকৃত চিত্তবিকার, এ তো কৃষ্ণে স্বভাবতঃই বিদ্যমান, এখন নবযৌবন হেতু বিশেষভাবে উদয় প্রাপ্ত, আর এর থেকেও বিশেষভাবে উদয় প্রাপ্ত হয় প্রেয়সীজনের দর্শন হেতু, এরূপ বুঝতে হবে। এইরূপে ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে বহু অর্থ পাওয়া গেলেও সেই সভাতে সেই সেই উপলব্ধি কিন্তু উপস্থিত ব্রজজনদের নিজ নিজ বাসনা অনুসারেই হয়ে থাকে, এতে রস-মিশ্রণ হয় না। **মদবিঘূর্ণিত লোচনঃ**—চিত্তবিকারে 'বি' বিবিধরূপে 'ঈষৎ' অল্প অল্প ঘূর্ণিতলোচনযুগল যাঁর সেই কৃষ্ণ—এইরূপে নেত্রযুগলের বিলাসবিশেষ উক্ত হল। **স্বসুহৃদাং**—ব্রজপ্রবেশ সময়ে সম্মুখাগত নিজের সুহৃদ্‌দিগকে **মানদঃ**—প্রণামলিঙ্গন মৃদুহাসিমাখামুখে সম্ভাষণ-প্রণয়াবলোকন-কৃপাঅবলোকনাদিরূপ যথোচিত সম্মান দাতা (কৃষ্ণ)। **বনমালী**—পূর্বোক্ত কুন্দমালা অনুসারে কুন্দপুষ্পেই পা পর্যন্ত ঝুলানো রূপে রচিত মালা বিশিষ্ট কৃষ্ণ, এরূপ বুঝতে হবে। **মৃদু**—কৈশোর স্বভাবে গালের কান্তি সুকোমল হওয়া হেতু বলা হল মৃদুগণ্ড। স্বর্ণকুণ্ডলশোভায় **মণ্ডয়ন্**—মৃদুগণ্ড বিভূষিত করত, স্বভাবতঃই গালের সহিত কুণ্ডলের সংযোগ থাকে, বিশেষ করে এখন তো গজেন্দ্রগতিতে মন্দমন্দ চলনে উপরে নীচে দোল খাওয়ায় কুণ্ডল গালের শোভবিশেষ সম্পাদন করেছে। **যদুপতি**—পূর্বদর্শিত স্কন্দপুরাণে উক্তি অনুসারে, এবং গোপেদের প্রতি মথুরা থেকে ব্রজে আগত শ্রীরামের শ্রীহরিবংশে প্রসিদ্ধ বচনে নির্দ্ধারিত থাকা হেতু কৃষ্ণকে যদুপতি বলা হল—সেই বচন এরূপ যথা—"সকল যাদবের মধ্যে হে গোপগণ আপনারাই আমার প্রিয়তম" 'যদুপতি' যদুদের অর্থাৎ গোপেদের পতি। গোকুলের সকলেরই পরম আশ্রয়রূপে পরমপ্রেমাস্পদ কৃষ্ণ, ইহাই দর্শিত হল এখানে। **মুদিতবক্ত্র**—প্রসন্ন বদন (কৃষ্ণ)। **উপযাতি**—এই এসে গেলেন। **দুরন্তং**—অসীম, **মোচয়ন্**—দিনতাপ অসীম হলেও দূর করতে করতে। কৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কা হেতু ও তাঁর বিচ্ছেদ হেতু ব্রজগোদের তাপ দূর করত অতঃপর পরমানন্দও দান করে, এরূপ বুঝতে হবে। [শ্রীস্বামিপাদ—'ব্রজগবাং' আমাদের 'দুরন্তং' অনন্ত দিনতাপ জুরিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণ নিকটে আসছে] শ্রীস্বামী-টীকায় 'ব্রজগবাং' পদের অর্থ 'আমাদের'। এর ধ্বনি, আমাদের দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত ব্রজজনের দিনতাপ এবং ব্রজস্থ শকটাদির ষাঁড় সকলের দিনতাপ, ব্রজজনের মধ্যে আমরাও অন্তর্ভুক্ত থাকা হেতু। শ্রীধর-টীকায় 'আমাদের' শব্দে দিনতাপ অর্থ করা হয়েছে। বা, [গো=নেত্র] ব্রজনদের নেত্রসমূহের দিনতাপ।

বদরবৎ পাণ্ডুবদন—কুলের মতো ফ্যাকাশে মুখ। গোপীগণ নিজ ভাব অনুসারে কৃষ্ণেরও স্ববিরহ-দুঃখ নিশ্চয় করা হেতু ওরূপ ফ্যাকাশে ভাব দেখলেন মুখে। আসলে তো ভাবান্তর বর্জনে শ্রমবৈবর্ণ্যের প্রকাশই হেতু। **যামিনীপতিঃ**— চন্দ্র যেমন দিন শেষে উদিত হয়, তেমনই কৃষ্ণ ইত্যাদি। যুগল শ্লোক শেষ হল। জী° ২৪-২৫ ॥

২৪-২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ**—ইদানীন্তু নগরপ্রান্তপর্যন্তমাগতস্তত্রাপি কিঞ্চিদ্বিলম্বস্য কারণং শৃণ্বিত্যাহুঃ। মদেন পিত্রাদিদর্শনোত্থানন্দেন প্রেয়সীজনদর্শনোত্থকামমত্ততয়া চ বিঘূর্ণিতে বিহ্বলে লোচনে যস্য সঃ। প্রথমোঽর্থো বাৎসল্যরসপরিকরৈর্দ্বিতীয়োঽর্থো মধুররসপরিকরৈস্তত্রত্যৈর্বুধ্যতে ইত্যেবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। স্বসুহৃদাং পুরোহিতাদিমাতুলাদি-ভ্রাতাদিদাসাদি-তাম্বুলিকাদীনাং যথোচিতমাশীর্বাদাদিকৃতাম্ ঈষন্মানদঃ রাজপুত্রত্বাদল্পবয়স্ত্বেনানধিগত নীতিশাস্ত্রত্বাচ্চ ঈষন্মাত্রং যথোচিতং শিরো নমনাদিকং মানং দদাতীতি সঃ। ইত্যয়মপি বিলম্ব হেতুরিতি ভাবঃ। পক্ষে স্বসুহৃদাং প্রেয়সীনাং চন্দ্রশালিকাদ্যারুহ্য হসিতাপাঙ্গনীলোৎপলৈঃ পূজয়ন্তীনাং ঈষদন্যজনালক্ষিতং মানমভীষ্টদানব্যঞ্জকৈঃ কটাক্ষৈর্দদাতীতি সঃ। বনপথপর্যটনশ্রমেণ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাঞ্চ ঈষৎ পক্কবদরবৎ পাণ্ডুবদনং যস্য সঃ। পক্ষে স্বাভীষ্টপ্রেয়সীবিরহানুভাবোঽয়ম্। বদনে পাণ্ডিমা মৃদুগণ্ডং মৃদুগণ্ডো কনককুণ্ডলয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কান্ত্যা মণ্ডয়ন্। যদুপতিরিতি গোপানাং যাদবত্বস্য প্রতিপাদিতপূর্বত্বাৎ দ্বিরদরাজবিহারো গজেন্দ্রতুল্য মন্দগমনঃ। মৃদিতবক্ত্রঃ প্রফুল্লিতমুখম্। উপযাতি নিকটমায়াতি। ব্রজগবাং ব্রজস্থজননেত্রাণাম্ ॥ বি° ২৪-২৫ ॥

২৪-২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এখন তো নগরপ্রান্ত পর্যন্ত এসে গিয়েছে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিলম্ব কারণ শুনুন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **মদবিঘূর্ণিত লোচন**— 'মদ' পিত্রাদি দর্শনোত্থ আনন্দহেতু, আর প্রেয়সীদর্শনোত্থ কাম-মত্ততা হেতু **বিঘূর্ণিত**— বিহ্বল নয়নযুগল যাঁর সেই কৃষ্ণ। **প্রথম** অর্থ সেখানকার বাৎসল্যরসপরিকর পক্ষে। দ্বিতীয় অর্থ সেখানকার মধুররস পরিকর পক্ষে, এরূপই অগ্রেও বুঝতে হবে। **স্বসুহৃদাং**— যথোচিত আশীর্বাদকারী পুরোহিতাদি-মাতুলাদি-ভ্রাতাদি-দাস্যাদি-তাম্বুলিকাদিকে **ঈষৎমানদঃ**— ঈষৎ সম্মান দেখিয়ে – রাজপুত্র বলে ও অল্পবয়স হেতু নীতিশাস্ত্র অধিগত না থাকায় ঈষৎমাত্র অর্থাৎ যথোচিত মাথা নোয়ানোরূপ মানদান করে করে এই-তো নিকটে এসে গেলেন। এও বিলম্বের এক হেতু, এরূপ ভাব। **'স্বসুহৃদাং'** প্রেয়সীদের পক্ষে— চন্দ্রশালিকায় উঠে হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষরূপ নীলকমলের দ্বারা পূজয়িত্রী প্রেয়সীদের **ঈষৎমানদঃ**— 'ঈষৎ' অন্যজনের অলক্ষিতে 'মানম্' অভিষ্টদান ব্যঞ্জক কটাক্ষরূপ মানদানকারী কৃষ্ণ। **বদরপাণ্ডুবদনো**—বনপথে ঘুরে বেড়ানোর শ্রমে ও ক্ষুধা-পিপাসায় ঈষৎপক্ক কুলের মতো ফেকাশে হয়েছে মুখ যাঁর সেই কৃষ্ণ। প্রেয়সীপক্ষে, এ স্ববাঞ্ছিত প্রেয়সীর বিরহের অনুভাব 'বদনে পাণ্ডিমা'। **মৃদুগণ্ডঃ**—কোমল গালটি তাঁর চঞ্চল কনককুণ্ডলের কান্তিতে ভূষিত করে। **যদুপতি**—ব্রজের গোপেরা যে যাদব, তা পূর্বেই প্রতিপাদিত করা হয়েছে, তাই কৃষ্ণকে যদুপতি বলা হল। **দ্বিরদরাজবিহার**—গজেন্দ্রতুল্য মন্দগমন। **মুদিতবক্ত্রঃ**—প্রফুল্লিত মুখ কৃষ্ণ **উপযাতি**—এই তো নিকটে এসে গেল, **ব্রজগবাং**—[গো=চক্ষু] ব্রজস্থ জনদের চক্ষুর দিনতাপ জুরাতে জুরাতে ॥ বি° ২৪-২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বৃন্দাবন-ক্রীড়ায়াং যুগলগীতবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ হে রাজন্! তচ্চিত্তাঃ তন্মনস্কা মহোদয়া (মহান্ উৎসবঃ যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ অহঃসু দিনেষু এবং (উক্তরূপেণ) কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ (কৃষ্ণলীলা এব গায়ন্ত্যঃ) রেমিরে (জাতনির্বৃতি-প্রায়া বভূবুঃ)।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ বেণুগীত উপসংহার করা হচ্ছে,—

হে রাজা পরীক্ষিত! দিনের বেলাটা বিরহময় হলেও মহোদয়া ব্রজরমণিগণ কৃষ্ণপ্রাণা-কৃষ্ণমনা, হওয়া হেতু নিরন্তর কৃষ্ণলীলা গান করতে করতে পরমানন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন।

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ উপসংহরতি - এবমিতি। ব্রজস্থিতা অপি স্ত্রিয়ঃ হে রাজন্নিতি তাসাং বিরহগীতে প্রেম্ণা মুহ্যন্তং রাজানং সুস্থয়তি, অহঃসু তদ্বিরহময়েঽপি রেমিরে জাতনির্বৃতিপ্রায়া বভূবুঃ; তত্র হেতবঃ—তচ্চিত্তা ইত্যাদ্যাঃ তস্য পরমানন্দঘনস্বভাবত্বাদিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, এবমুক্তপ্রকারেণেতি তত্রেদৃশলীলান্তরগানমপি বোধ্যতে। তচ্চিত্তত্ব-তন্মনস্কত্বতদ্গানৈস্তদেকগতজ্ঞানেচ্ছা-প্রযত্নত্বমুক্তম্। মহান্ তদাবির্ভাবরূপত্বাৎ সর্ব্বতোঽপ্যুৎকৃষ্ট উদয়ঃ সৎকর্ম্মসিদ্ধিযাসাং তাঃ। তদেবমুত্তরোত্তরমাবির্ভাববৈশিষ্ট্যেন রমণস্যাপি বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্। তত্র বৎসল ইত্যাদিষু সাক্ষাদাবির্ভাবাৎ সাক্ষাদেব রমণং তত্রাপ্যুত্তরোত্তরতারতম্যমিতি পূর্ব্বত্র তু বিরহেঽপি রমণং নিজালম্বনস্য মনঃস্ফুরিতত্বাদংশেন ভবত্যেবেতি সর্ব্বত্র রেমিরে ইতি শ্লিষ্টমেব। জী°২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ বেণুগীত উপসংহার করা হচ্ছে— এবং ইতি। **ব্রজস্ত্রিয়ো**— এই পদের ধ্বনি, ব্রজে অবস্থিতা হয়েও গোপীগণ পরমানন্দে ভাসতে লাগলেন। **নু রাজন্**— হে রাজা পরীক্ষিৎ। —গোপীদের বিরহগীত শুনতে শুনতে প্রেমে মুহ্যমান রাজাকে শ্রীশুকদেব সজাগ করে তুলছেন এই সম্বোধনের দ্বারা। **অহঃসু**— দিনের বেলাটা কৃষ্ণবিরহময় হলেও গোপীগণ **রেমিরে**— পরমানন্দে মগ্ন হলেন। এর কারণ তাঁরা **তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা**—কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণমনা,— এ বিষয়ে কৃষ্ণের পরমানন্দঘন স্বভাবই হেতু, এরূপ ভাব। [শ্রীস্বামিপাদ— 'এবং' এরূপ বিরহদুঃখেও নু— অহো কৃষ্ণলীলাই গাইতে গাইতে] অথবা, উক্ত প্রকারে এই অধ্যায়ে বর্ণিত গীত ছাড়াও ঈদৃশ অন্যগানও দিবসের বিরহে গোপীরা গেয়ে থাকেন, ইহাও এই 'এবং' পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, বুঝতে হবে। গোপীগণকে কৃষ্ণপ্রাণা ও কৃষ্ণমনা বলা হল —চিত্ত জ্ঞান

প্রধান ও মন কর্মপ্রধান, কাজেই এই বেণুগীতের দ্বারা তাঁদের কৃষ্ণৈকগত জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্ন উক্ত হল। এইরূপে তাঁদের সর্বপ্রকারে প্রপঞ্চ-বিস্মৃতি ও কৃষ্ণাসক্তি নিরূপিত হল। **মহোদয়াঃ**— 'মহান্' কৃষ্ণ-আবির্ভাবরূপ হওয়া হেতু সর্বতোভাবেই উৎকৃষ্ট 'উদয়ঃ' সৎকর্মসিদ্ধি যাঁদের সেই গোপীগণ; সুতরাং পর পর কৃষ্ণের আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রমণেরও বৈশিষ্ট্য হয়, এরূপ বুঝতে হবে। এই অধ্যায়ে (২২-২৩) শ্লোকে 'বৎসল' ইত্যাদিতে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হেতু সাক্ষাৎ 'রমণ' অর্থাৎ সুখবিহার। এর মধ্যেও আবার পরপর তারতম্য বিদ্যমান। পূর্বে বিরহেও গোপীদের নিজ আলম্বন কৃষ্ণের মনোস্ফূর্তি হওয়া হেতু সুখবিহার আংশিক হলেও, হয় ঠিকই— তাই বিরহ-মিলন সব অবস্থাতেই সুখবিহারে পরমানন্দ লাভ হয়, এই যা বলা হয়েছে, তা ঠিকই। জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নু ভো রাজন্, গায়তীঃ গায়ন্ত্যঃ। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব চিত্তং চেতো যাসাং তাঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মনো যাসু তা ইত্যতঃ কৃষ্ণতৎ প্রিয়াণাং পরস্পরবিষয়াশ্রয়ত্বাৎ পরস্পর-মনোগ্রহণমতঃ প্রতিক্ষণমনিশরমণাৎ রেমিরে ইতি বিপ্রলম্ভ-প্রেম্ণো দুঃখময়ত্বেন তদাবিষ্টজনপ্রতীতত্বেঽপি পরমসুখময়ত্বং প্রেক্ষাবৎ প্রতীতমস্যতঃ প্রেম্নঃ পুরুষার্থচূড়ামণিত্বং ব্যঞ্জিতম্। বি°২৬॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-
চক্রবর্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নু রাজন্**— হে রাজা পরীক্ষিৎ! **তৎচিত্তা**— সেই শ্রীকৃষ্ণে যাঁদের মন পড়ে আছে সেই গোপীগণ। **তন্মনস্কা**— সেই কৃষ্ণেরও মন যাদের মধ্যে পড়ে আছে সেই গোপীগণ। অতএব কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াগণ পরস্পর বিষয়-আশ্রয় হওয়া হেতু পরস্পর মনোগ্রহণ, সুতরাং বিরহে-মিলনে প্রতিক্ষণ অবিরাম রমণহেতু জাত-উপরতিপ্রায় হলেন। এ বিষয়ে হেতু— প্রেমের দুই অবস্থা বিরহ ও মিলন। বিরহে কৃষ্ণাবিষ্ট জনকে দুঃখময় বলে প্রতীত হলেও আসলে তো তাঁদের অন্তরে চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত সুখই বিরাজমান। যেমন শৈত্যগুণের অবধি বরফ-খণ্ডের স্পর্শে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ অনুভূতি হলেও শৈত্যগুণই সত্য। —এইরূপে প্রেমের পুরুষার্থচূড়ামণিত্ব প্রকাশিত হল। বি°২৬॥

শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত
দশমে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

—ঃ০ঃ—